সাজাদী

রোশিনারা।

সচ্চিদানন্দমাসাদ্য প্রেম্না মুক্তা-ব্রজাঙ্গনাঃ।
জ্ঞানাৎপরং নহীত্যাহুঃ প্রেমামৃতং ন তে বিদুঃ।।

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ;

প্রণীত ও প্রকাশিত।

বালি।

কলিকাতা,

৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০১।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পরমারাধ্যা শ্রী জগন্মাতা দেবী স্নেহময়ী সদা।

শ্রীচরণারবিন্দেষু সপ্রেমোপহারার্পিতঃ।

শ্রীমনোমোহন দেবশর্ম্মণঃ।
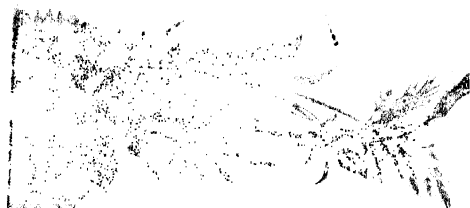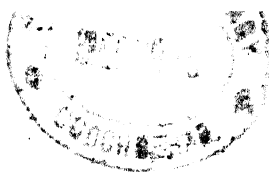
ভূমিকা।

অধুনা অধিকাংশ স্থলে রঙ্গমঞ্চোপযোগী নাটক সমূহে ভূমিকা লিখিবার প্রথা একরূপ তিরোহিত হইয়াছে। উপস্থিত স্থলে সেই প্রথার অন্যথাভাব লক্ষিত হইল, তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থপ্রণেতা সাহিত্যসংসারে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ এবং মনুষ্যসমাজগত দোষগুণের চিত্রই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্বল্পজ্ঞান যুবক যে এতাদৃশ গুরুতর ব্রতে ব্রতী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাস্তবিক যখন বঙ্গীয় কাব্য-কাননে অনেকানেক লব্ধপ্রতিষ্ঠলেখক যশঃকুসুমের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন, তখন নাটক রচনা করিয়া যশোলাভ করিব, এরূপ মনে করা আমার পক্ষে দুরাশামাত্র। তবে যখন চন্দ্রমাতারকাশোভিত অনন্ত আকাশে ক্ষীণালোক খদ্যোতকুলও আশ্রয়প্রাপ্ত হয়, এবং যে মদনমথনের মৌলীতে মালতীমালা সদৃশী পবিত্রতোয়া মন্দাকিনী বিরাজিত আছেন, তাহাতে নির্গন্ধ অর্কমালাও স্থান পাইয়া থাকে, তখন ভরসা করি, আমার চিরদুঃখিনী রোশিনারাও পাঠকগণের চরণতলে স্থান পাইবে।

যিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রদান করেন, যাঁহার হৃদয়কুণ্ডক্ষিপ্ত শৌর্য্যবহ্নি দারুণ দাবানল সমুৎপাদন করতঃ দিল্লীর মোগল সিংহাসন পর্য্যন্ত ভস্মীভূতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, অপ্রতিহতপ্রতাপ কুটনীতিবিশারদ আরাংজেব অগণ্য মোগল-

চমূপরিবৃত হইয়াও যাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরাক্রম বশতঃ সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিতে পারিতেন না, যিনি সামান্য জায়গীর-দারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অসামান্য প্রতিভাবলে সুবিশাল মহারাষ্ট্ররাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারসাধন করেন, সেই মহাপুরুষ শূরশেখর শিবজীর জীবনের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। ন্যায়পরায়ণ সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপালক সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে যাঁহারা পুত্রকলত্রবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে মুসলমান অত্যাচারের চিত্রস্থাপন করাও পুস্তকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য। নাটকখানিতে যতদূর সম্ভব, ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

বালি "আদর্শ নাট্যসমিতি" নামক অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইবার জন্য পুস্তকখানি প্রথমে লিখিত হয়, কিন্তু মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ক্লাসিক থিয়েটারের সুযোগ্য সত্ত্বাধিকারী স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, তাঁহার রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির অভিনয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে দুই একটী স্থল পরিবর্ত্তিত ও দুই একটী নূতন দৃশ্য সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। সুতরাং প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত পুস্তকে সেই সেই অংশের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিলাম না। আশা করি, পাঠকবর্গ আমার এই ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

শত চেষ্টাতেও মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিত করিতে পারিলাম না। যথা—৯ পৃষ্ঠায় "কূলে" স্থলে "কুলে" ১২ পৃষ্ঠায় "হাসিছ"

স্থলে “হাসিছে”, ২১ পৃষ্ঠায় “লক্ষ্মীঃ” স্থলে “লক্ষ্মী”, ৬৩ পৃষ্ঠায় “ব্যাদান” স্থলে “ব্যাদন”, ৮২ পৃষ্ঠায় “সরল” স্থলে “গরল” ইত্যাদি বহুবিধ ভ্রম রহিয়া গেল। দ্বিতীয় সংস্করণে সে গুলির সাধ্যমত সংশোধন করিব, আশা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি গোস্বামী মহাশয় এবং সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আমার নাটক প্রনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বালি। বিনত
১লা জানুয়ারি, ১৯০১। শ্রীমনোমোহন গোস্বামী।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রবৃন্দ।

পুরুষ।

আরাংজেব	...	...	মোগলসম্রাট্।
সাজাহান	...	...	ঐ পিতা।
সায়েস্তাখাঁ	...	...	ঐ মাতুল।
দীলের খাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি।
দানেশমন্দ	...	...	ঐ ওমরাহ(কবি)
যশোবন্ত সিংহ	...	...	মারোয়ার পতি।
জয়সিংহ	...	...	অম্বরাধিপ।
রামসিংহ	...	...	ঐ পুত্র।
শিবজী	...	...	মহারাষ্ট্রপতি।
রামদাস স্বামী	...	...	ঐ গুরু।
ব্যঙ্কোজী	...	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তানাজী, নেতাজী, অন্নজী	...	...	ঐ সহচর ও সেনাপতি।
রঘুনাথ পন্থ	...	...	ঐ পেশোয়া।
সদাসুখ	...	...	ঐ গুপ্তচর(ব্রাহ্মণ)
ওসমান খাঁ	...	...	সম্রাটের অনুচর।
মোবারক	...	...	ঐ প্রধান খোজা।

উজীর, মোগলসেনাপতি, ওমরাহগণ, মোগলসৈন্যগণ, মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, প্রতিহারী, খোজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ভবানী।

রোশিনারা	...	...	সম্রাট্দুহিতা।

সখীগণ, বাঁদীগণ ইত্যাদি।

সাজাদী

রোশিনারা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মন্ত্রণাগার।

আরাংজেব।

আরাং। সন্ন্যাসী আরাংজেব দিল্লীর সম্রাট।
কি প্রমাদ!
মনে হলে আমার (ও) অধরপ্রান্তে
হাসি দেখা দেয়।
মূর্খ সহোদর সব—
ভেবেছিল বাতুল আমারে;
ভেবেছিল মনে,
ফকিরি করিয়ে সারা জীবন যাপিব।
স্বপনেও ভাবে নাই কেহ,
সংসারবিকার শুধু ভাণ মাত্র মোর,
প্রতারিতে রাজ্যলিপ্সু সহোদরগণে,
কেন্দ্রস্থল দিল্লীসিংহাসন।
লক্ষ্য রাখি তাহে,
দয়ামায়া মনোবৃত্তিগণে,
ভাসায়ে দিয়েছি সব স্বার্থের সাগরে;

সেইস্থানে দিছি স্থান,
কপটতা অবিশ্বাস আদি,
সম্রাটের শীর্ষগুণাবলী।
ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত করেছি কর,
কিবা ক্ষোভ তায়—
সহোদর সম শত্রু কে আছে ধরায় ?
মাতৃস্তন্যে অধিকারী পিতৃস্নেহে ভাগী!
দাম্ভিক সে দারা—মূর্খ ত মোরাদ!
বিলাসে সদাই মগ্ন সুজা সহোদর,
তারা হবে দিল্লীর সম্রাট!
আরাংজেব রবে পড়ে,
দীননেত্রে যোড়করে ভিক্ষা মাগিবারে ?
হাঃ হাঃ শুনে হাসি পায়।
জরাজীর্ণ বৃদ্ধপিতা রুদ্ধ কারাগারে,
রত্নময় সিংহাসন রক্তময় এবে।
অপযশ—অপযশে কিবা ভয় ?
চাঁদেও কলঙ্ক আছে মৃণালে কণ্টক ;
তা বলিয়া—
শরৎকৌমুদী কিম্বা প্রফুল্ল কমল,
কার নহে চিত্ত বিনোদন ?
উড়ুক মোগলধ্বজা গরবে নাচিয়া,
বিমলবরণে দশদিশি উজলিয়া ;
তৈমুরের জয়ধ্বনি উঠুক গগনে,
হিমাচল হতে—

প্রতিধ্বনি যাক দূর দক্ষিণ সাগরে ;
কুক্কুর কাফের যত কম্পিত অন্তরে,
আলমগীরের নাম করুক কীর্ত্তন।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। দাক্ষিণাত্য দূত এক মাগে দরশন।

আরাং। লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ)

দূত। জাঁহাপনা—

আরাং। কি তব সংবাদ ?

দূত। বিজাপুর হয়েছে বিদ্রোহী !

আরাং। (স্বগতঃ) অসভ্য আফ্গান !
আরাংজেব নহে সাজাহান,
আরাংজেব জানে না বিলাস,
রহিবে না অন্তঃপুরে যুদ্ধ উপেক্ষিয়া।
বিলাসিতা ব্যভিচার সাজে কি সম্রাটে ?
দাক্ষিণাত্যে উড়াইব বিজয়পতাকা,
কুমারিকা আনিব স্ববশে,
তবেত আলমগীর বলিবে সকলে।

দূত। বর্ষার বন্যার ন্যায় মহারাষ্ট্রদল,
প্লাবিছে মোগলরাজ্য ;
দুর্গপরে দুর্গ লয় শিবজী ভূপাল।

আরাং। ভূপাল ! কাহাকে ভূপাল কহ ?
দস্যু—দস্যু সেই পার্ব্বত্য কাফের ;

বাঁধিয়া আনিব তারে,
প্রাণ দিবে জল্লাদের করে।
যাও ত্বরা সায়েস্তাখাঁ পাশে,
যশোবন্তে জানাও বারতা,
সম্রাট আলমগীর মাগেন দর্শন।

[দূতের প্রস্থান

রাজপুতশির নত যাদের প্রতাপে,
পরাজিত বঙ্গের পাঠান,
মহারাষ্ট্রি, দ্বন্দ্ব চাহ তাহাদের সনে?
সম্রাট স্বয়ং যাবে বিজাপুর দেশে
দাক্ষিণাত্য দর্পচূর্ণ হইবে নিশ্চয়।

(সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কেন বৎস! স্মরেছ আমায়?

আরাং। স্বাগত হে মাতুল প্রবর,
পাইয়াছি অশুভ বারতা;
বিজাপুর হয়েছে বিদ্রোহী,
মহারাষ্ট্রি করিছে দস্যুতা।
নিজে আমি বিজাপুর করিব শাসন,
যাও তুমি যশোবন্ত সনে
মহারাষ্ট্রি দস্যুদলে দাও খেদাইয়া।

সায়েস্তা। জানি আমি সেই দস্যুগণে,
না করে সম্মুখরণ,
চতুর কপটী শিবজী নেতা তাহাদের;
প্রভঞ্জনে শুষ্কপত্রসম,

উড়ে যাবে মোগলফুৎকারে ;
মূষিকের মত
লইবে আশ্রয় সবে পর্ব্বতগুহায় ;
কিন্তু নখায়ুধ মোগল মার্জ্জার,
করিবে স্বদেহপুষ্টি শোণিতে তাদের।

আরাং। ধন্য তুমি বীরবর !
বীরত্বের পুরস্কার জানে দিল্লীশ্বর,
আমীর-উল-ওমরা আখ্যা দিলাম তোমায়।

সায়েস্তা। শির পাতি লইলাম সম্রাট্‌সম্মান ;
কৃতজ্ঞতা নির্ব্বাক্ আমার,
পারি যদি কার্য্যে দেখাইব।
কিন্তু দিল্লীশ্বর,
মহারাষ্ট্রজয়যশোহার
সাধ ছিল একা আমি পরিব গলায়,
যশোবন্তে না করিব ভাগী।

আরাং। বোঝ না মাতুল—
একা কেন প্রাণ দিবে মোগল সৈনিক ?
যশোবন্ত করে সদা বীরত্ব বড়াই,
রাজপুতসেনা সনে হোক্ আগুয়ান্,
কাফের শোণিতপাত করুক কাফের।
আর এক কথা—
দৃষ্টি রেখো যশোবন্ত প্রতি,
বিশ্বাস করো না কভু কাফের কুক্কুরে।

[সায়েস্তাখাঁর প্রস্থান।

ভেব না মাতুল—
সমগ্রবিশ্বাসভার অর্পিয়া তোমায়,
সুদূর সাম্রাজ্যপ্রান্তে করিব প্রেরণ।
তুমিত দূরের কথা,
আরাংজেব বামবাহু,
বিশ্বাস করে না কভু দক্ষিণ বাহুরে।

(যশোবন্ত সিংহের প্রবেশ)

এস এস মিত্রবর!
পতিত বিপদে আজি,
উদ্ধারহ বন্ধুরে তোমার।

যশো। একি কথা কহ পৃথ্বীনাথ!
বিপদ অধীর করে আলম্‌গীরেরে?
এ যে নূতন বিপদ!

আরাং। একদিকে মহারাষ্ট্র,
অন্যদিকে বিজাপুর করিছে সমর।
রাজপুতকুলচূড়ামণি!
বন্দী করে লয়ে এস শিবজী দস্যুরে।
মোগলসাম্রাজ্যস্তম্ভ রাজপুতগণ,
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাড়োয়ার,
বীরত্ব দেখাও আজ মাড়োয়ার পতি!

যশো। যেমন সহস্রকর গগন হইতে,
বিলান জীবনী-শক্তি,
সর্ব্বভূতে সমভাবে দয়া প্রকাশিয়া;

কিম্বা যথা মেঘমালা,
সুস্থান কুস্থান কভু না করি বিচার,
করে সদা বারিবরিষণ ;
সেইমত দিল্লীশ্বর,
মম সম দীন-হীন জনে,
এত তব করুণা প্রকাশ ;
মহত্ত্বের এইত লক্ষণ।
অনন্ত তোমার দয়া দয়ার সাগর,
কি আর কহিব প্রভো,
সাগরের সাগর(ই) তুলনা।
রেখ মনে, দিল্লীর দুর্দ্দিনে,
রাঠোরের খড়্গ কভু নিশ্চেষ্ট রবে না।

আরাং। রাজপুতউপযুক্তবাণী।
মাতুল সায়েস্তাখাঁ প্রকাশে বাসনা,
তব সনে যাইতে সমরে ;
দৃষ্টি রেখো তাঁহার উপর
তবোপরি সকলি নির্ভর মোর।

যশো। বিদায় এখন—
সুসজ্জিত করিগে বাহিনী।

আরাং। আল্লাপাশে মাগি সদা তোমার কুশল।

যশোবন্তের প্রস্থান

মূর্খ মাড়োয়ার!
তোষামোদে তুষিবে আমায়?

ভুলি নাই দারাসনে বন্ধুত্ব তোমার,
ভুলি নাই সীপ্রাতীরে রণ!
লৌহময় হৃদয় আমার
একবার রেখাপাত সহজে মুছে না।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদকানন।

সখীগণ।

(গীত)

দেখ এসেছি মোরা,
লয়ে প্রেমের পশরা,
আদর করে আঁচলভরে নেনা গো তোরা।
এ ধন যতনে বিলাই,
এতে আপনপর নাই,
সোহাগভরে দিইগো তারে যদি প্রেমিক পাই,
প্রেম সুধাদানে বাঁচাই প্রাণে বিরহী যারা।

১ম সখী। সখি কিবা শোভা প্রমোদকাননে!
হেন শোভা আছে কি ধরায়?
লোকে বলে ধরামাঝে দিল্লী স্বর্গপুরী;
তাই বুঝি—

আপনি প্রকৃতি সতী নিশানাথ সনে,
সম্রাটসমৃদ্ধিশোভা করেন বর্দ্ধন ?
থরে থরে ফুটেছে কুসুম,
দলে দলে জুটিছে ভ্রমর,
লুটিতে নবীন মধু ;
আধ ফোটা কোমলকলিকা,
নতমুখে রয়েছে সঙ্কোচে ;
পাতার আড়াল থেকে
চুরি করে লইয়ে সুবাস
হেসে হেসে বায়ু চলে যায়।

২য় সখী। কিন্তু সই—
এ সময় সাজাদী কোথায় ?
তাঁর অন্বেষণে
এনু মোরা প্রমোদকাননে,
কেন আজি না দেখি তাঁহায় ?
ভেবেছিনু মনে,
বসি স্বচ্ছ সরোবর-কুলে,
কমকণ্ঠে শুনিব সুতান,
জুড়াইবে প্রাণ,
লজ্জা পেয়ে কুঞ্জমাঝে,
মৌন হবে কোকিল পাপিয়া।

৩য় সখী। বাক্যব্যয়ে কাটা'য়োনা কাল।
এস সবে মিলি ফুলগুলি তুলি
সাজাব সাজাদীঅঙ্গ কুসুমমালায়।

(গীত)

তারকা কুন্তলে পরি নীরব অবনী-গায়,
যামিনী আইল দেখি কুমুদিনী ধীরে চায়।
জ্বালিয়ে দীপের মালা আনন্দে জোনাকি-বালা,
অনন্ত দিগন্তপথে হাসি হাসি চলে যায়,
পুনঃ আসি বলে, উষা এস না ধরিলো পায়।
সুমস্ত জোছনা অলসে পশিয়ে, নীল নভোপরে পড়েছে ঢলিয়ে,
দেখিলে পরাণ কেন গো শিহরে, বিষাদ কালিমা ঢাকিছে তায়

(রোশিনারার প্রবেশ)

রোশি। বল এত রঙ্গ কেন সখি ?
হাসি হাসি পড়িছ ঢলিয়া ?
হাসিছে তারকামালা হাসিছে চন্দ্রমা,
হাসিছে কুসুমকুল হাসে সরোবর,
দশদিশি হাসি হাসি হতেছে বিভোর,
তাই বুঝি হাসি হাসি,
তোমাদের(ও) হাসিটুকু মিলাও সে সাথে ?

১ম সখী। আর(ও) হাসি হাসিব সাজাদি !
যেদিন প্রেমিক সনে,
মিশিবে লো প্রাণে প্রাণে,
আধ হাসি হেরিব তোমার,
সে দিনের হাসি সখি দেখিবে আবার।

রোশি। ক্ষান্ত হও, ক্ষমা দাও সই !
প্রেম প্রেম করে,
ঝালাপালা করোনাক কাণ।
প্রেম কিবা বুঝিতে না পারি !

প্রাণ দিয়ে প্রাণ বিনিময়,
হেন কথা আছে কি ধরায় ?
প্রাণ কিলো খেলেনা পুতুল
তাই বিনিময় অন্য সনে তার ?
ভালবাসা, প্রেমিক প্রণয়,
শুনে হাসি পায়,
এত সব বাতুল বচন।
প্রেমনামে কোন বস্তু নাই ধরাধামে ;
জন্ম তার কবি কল্পনায়,
অবোধ জনের মন তাহার আলয়।

২য় সখী। বুঝিতে না পারি কি কহ সজনি !
মানবের কথা থাক দূরে,
পশু পক্ষী হীনপ্রাণ-মাঝে,
প্রণয়ের নাহিক অভাব,
দেবতাও প্রেমপূজা করেন সাদরে।

রোশি। কেন সই, দেখনা আমায়,
সম্রাটনন্দিনী আমি,
নাহি জানি অভাব কেমন,
ভালবাসা যদি মোর হ'ত প্রয়োজন,
অবিলম্বে জানালে পিতায়,
সে অভাব হইত মোচন।
কি লজ্জার কথা !
কত শত ওমরাহ নবাব,
দীননেত্রে মাগে মোর প্রেম,

দিবানিশি পড়ি পদতলে !
কোথা পাব প্রেম ?
শুধু আমি হাসি অন্তরালে,
পাগলের প্রলাপ শুনিয়া।
পরিয়ে তারার মালা,
চাঁদ ওই হেসে ভেসে যায়,
দেখ পুন উঁকি ঝুঁকি চায় ;
সম্বর সম্বর হাসি ;
বৃথা এ বাসনা তব ওহে নিশামণি !
কবির নির্ম্মাণ কভু নহে এ হৃদয় ;
মলয়পবন, জোছনাকিরণ,
ফুলের বাহার, কোকিলঝঙ্কার,
পারে না মাতা'তে কভু এ ক্ষুদ্রহৃদয়।
হাসিছে লো গরবিণী গোলাপকামিনী ?
আজ পরে আসিবে লো কাল
এ গর্ব্ব শুকায়ে যাবে
বিষাদেতে যাইবি ঝরিয়ে।

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। সাজাদি ! সম্রাট এখানে আগমন কচ্চেন ; বাঁদী সংবাদ দিতে এসেছে।

[বাঁদী ও সখীগণের প্রস্থান।

(আরাংজেবের প্রবেশ)

রোশি। দিল্লীরাজরাজীবচরণে,
নমে পিতঃ তনয়া তাঁহার ;

কুসুম যেমতি লুটায় ভূতলে —
পূজিবারে পাদপচরণ,
বৃন্তে যার বর্দ্ধিত সে বরবপু।

আরাং। আয়ুষ্মতী হও গো জননি !
করি আশীর্ব্বাদ,
এ প্রসূন যশোপরিমল,
প্লাবিত করুক ত্বরা পারস্যপ্রদেশ।

রোশি। অনুমতি দেহ তাত জিজ্ঞাসি তোমায়,
কোন্ পুণ্যফলে,
পাইনু দর্শন তব নিশাকালে আজি ?
নির্দ্দিষ্ট নহে ত তব এ হেন সময়,
দুহিতারে দিতে দরশন।

আরাং। শুধু আকর্ষণীশক্তি।
যেই শক্তিবলে,
এ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার,
সদা শৃঙ্খলার দাস ;
যেই শক্তিবলে গ্রহ উপগ্রহগণ,
নিজ কক্ষে করে আবর্ত্তন ;
যেই শক্তিবলে সাগরসলিল,
ধূমাকারে হয়ে পরিণত,
উঠে শূন্যে মহাশূন্যে পাইবারে লয় ;
যেই শক্তিবলে ঘূর্ণমান ধরা'পরি,
জীবকুল অনায়াসে করিছে ভ্রমণ ;
যে অদ্ভুত শক্তি, অপত্যস্নেহের রূপে

জীবহৃদে করিছে নিবাস ;
সেই মহাশক্তি আজি,
আকর্ষণ ক'রেছে আমারে,
অসময়ে দুহিতারে দিতে দরশন।
(স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য !
মরুভূমে প্রফুল্লকমলসম,
আমার হৃদয়ে হেরি বাৎসল্যবিকাশ !
বুঝিতে না পারি এ হেন অপত্যপ্রীতি,
হবে কোন্ স্বার্থবিজড়িত !
ইয়া আল্লা মিনতি আমার,
হৃদয়উদ্যানজাত
সুকুমার এ হেন কুসুমে,
অবহেলে ছিন্ন করিবারে,
ফেলিও না স্বার্থপথে মোর।

রোশি। কি হেতু চিন্তিত পিতঃ ?
স্বভাবের সহসা শান্তির ভাব,
ঝটিকার পূর্ব্ব পরিচয়।
বল পিতঃ !
নিশাকালে কেন আজ তব আগমন ?

আরাং। কল্য প্রাতে দাক্ষিণাত্যে করিব গমন।
বেধেছে ভীষণ রণ,
দিল্লী ত্যজি কিছু দিন হইবে রহিতে।

রোশি। রণ, রণ,—শুধু রণ,
লাগে না কি ভাল পিতঃ,

শান্তির শীতল ক্রোড়ে করিতে শয়ন,
ভুলে যেতে সংসারের সব কঠোরতা ?

আরাং। রমণী সম তুমি ;
জান শুধু কমনীয় কোমলতাটুকু,
কি বুঝিবে বীরের হৃদয় ?
রণভেরী উল্লাসে নাচায় প্রাণ,
অস্ত্রধ্বনি লাগে ভাল সঙ্গীত হইতে।

রোশি। দাক্ষিণাত্য জয়ে পিতা কিবা প্রয়োজন ?
সন্তোষ সুখের মূল ;
ভুলো না সে প্রাচীন বচন,
তুষ্ট রহ ঐশ্বর্য্যে আপন।

আরাং। রোশিনারা !
শুন তবে অন্তরের কথা,
চিরদিন বাসনা আমার,
একচ্ছত্রী করিব ভারত,
আলমগীর নাম তাই করেছি ধারণ।

রোশি। কর যাহা ভাল বোঝ পিতঃ !
অবোধ বালিকা আমি,
কি সাধ্য আমার বল,
দিল্লীশ্বরে প্রদানি মন্ত্রণা ?
কিন্তু কেন হয় মনে—
নহে শুভ দাক্ষিণাত্যে সমরঅনল ;
স্ফুলিঙ্গ আসিতে পারে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
ভস্ম হ'তে পারে আয় দিল্লীসিংহাসন।

ক্ষমা কর পিতা—
যদি অনিবার্য্য সমরঅনল,
নিজে তুমি কেন যাবে রণে ?
নাহি কিগো সেনাপতি তব ?
মস্তিষ্ক করিলে কার্য্য,
অবয়বে কিবা প্রয়োজন ?

আরাং। জান না কি জননি আমার,
আরাংজেব নহে অন্য সম্রাট্ সমান ?
বিলাসে রবে না মগ্ন,
অন্যজনে দিয়া কার্য্যভার ?

রোশি। শুনিয়াছি সূর্য্যঅংশে উৎপত্তি ধরার,
অংশুমালী কভু আঁখি অন্তরালে,
রাখে না ত পৃথ্বিকলেবর।
সেইরূপ অঙ্গজাতা তনয়া তোমার,
হেরিবে আঁধার ধরা তব অদর্শনে।

আরাং। বুঝিয়াছি মন্তব্য তোমার,
অগ্রে যাই আমি,
আমার নিয়োগ মত আসিও পশ্চাতে ;
আসি বৎসে রজনী বাড়িছে ক্রমে।

রোশি। ভুলিও না অভাগী কন্যারে।

[আরাংজেবের প্রস্থান।

যাই দেখি কোথা গেল সহচরীগণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সিংহগড় দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

(শিবজী ও রামদাস স্বামী।)

শিবজী। গুরুদেব! শুনিয়াছি মাতার শ্রীমুখে,
কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব,
রঘুবংশ ধুরন্ধর দাশরথি বীরে,
শুনাইলা যোগতত্ত্ব কথা ;
কৌরবকুলশেখর শান্তনুনন্দন,
শরশয্যাপরি করিয়া শয়ন,
বীরকুল সদা যাহা করে আকিঞ্চন,
খুলি দিলা জ্ঞানের ভাণ্ডার,
ভক্তিমান পৃথাপুত্রগণে ;
সেইমত আজি দেব বহুপুণ্যফলে,
আমা হেন অকিঞ্চন,
লভিয়াছে তোমা সম জ্ঞানের আকর।
উদয় অচলে যবে দেব অংশুমালী
দেন দেখা, দূরে যায় নিশার আঁধার,
সেইরূপ ভবদীয় সারগর্ভবাণী,
নাশিতেছে এ দীনের হৃদয়তিমির।

মণিমাল্য হয় উদ্ভাসিত,
কিম্বা যথা গগনের আলো
স্ফটিকের মধ্য দিয়া করিলে প্রয়াণ,
সপ্তবর্ণে হয় বিশোভিত,
কিন্তু হায় কঠিন প্রস্তর,
কেবল উত্তাপটুকু করয়ে গ্রহণ;
সেই মত নরহত্যা করি,
হৃদয় মোদের দেব পাষাণ সমান;
তবমুখবিনিঃসৃত জ্ঞানের আলোক,
পারিবে না প্রতিবিম্ব প্রদানিতে তায়,
দেবালয়রত্নাবলী কোথা পাবে স্থান,
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অন্ধকূপ মাঝে?

রাম। বৎস! এ জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র,
ভিন্ন রুচি জীব, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষায়
ভিন্ন পথে হয় ধাবমান!
নিশাকালে নাবিক যেমতি
দৃষ্টি রাখি ধ্রুবতারাপানে,
পশে গিয়ে গন্তব্য বন্দরে;
তেমতি যে জন,
উচ্চে লক্ষ্য করিয়ে স্থাপন,
কার্য্যক্ষেত্রে হয় অগ্রসর,
সেই জন হয় সিদ্ধকাম।
নিজ স্বার্থ দাও বিসর্জ্জন,

জন্মভূমিস্বাধীনতা করহ রক্ষণ,
পিতৃসম পালহ ধর্ম্মেরে।
দৃঢ় কর বজ্রমুষ্টি,
ধর তায় তীক্ষ্ণতরবারি।
কিন্তু বৎস রেখ সদা মূলমন্ত্র মনে,
"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শিবজী। গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।
কিন্তু প্রভু মূঢ় নিরক্ষর আমি,
বুঝিতে না পারি—
কেমনে হইব পার কর্ত্তব্যসাগর?
প্রতিকূল উর্ম্মিমালা,
প্রতিক্ষণে আসিতেছে ধেয়ে,
নিরাশ করিতে মোরে।

রাম। নিরাশা বহিয়ে হৃদে,
উচ্চকার্য্যে যেই জন হয় আগুয়ান,
কভু নাহি হয় তার পূর্ণমনস্কাম!
কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণেতে করিয়ে অর্পণ,
ধর্ম্মে ধরি সহায় আপন
ধাও ধাও কর নিজ উদ্দেশ্যসাধন।

শিবজী। সূক্ষ্ম ধাতুপথ দিয়া
তড়িতের ধারা যবে হয় প্রবাহিত,
আলোকিত করিয়ে তাহারে,

সেইমত গুরুদেব,
ক্ষুদ্র এই মস্তিষ্কমাঝারে,
উপদেশবাণী তব,
বৈদ্যুতিক কার্য্য আজি করিছে সাধন।

রাম। সুখী হনু তোমার বচনে।
ঈশনাম করিয়ে স্মরণ,
উষা সহ ত্যজিবে শয়ন;
মনে মনে ভাবিবে আপনা,
নশ্যমান জীব এই নশ্বর সংসারে।
অহঙ্কার আত্মঅভিমান,
সযতনে করো পরিহার।
সুখে দুখে সম জ্ঞান করি,
রবে সদা ভানুসম অচল অটল।
সত্যত্যাগ মহাপাপ;
জেনো মনে, সত্য নিত্য অনিত্য জগতে
বিচারের স্থলে, হয়োনা উৎসুক বৎস
নিজ মত করিতে জ্ঞাপন;
বাদী প্রতিবাদী উভয়ের কথা শুনি,
তুলাদণ্ডে করিবে বিচার।
দূরে রেখ চাটুকারগণে;
যথার্থবাদীর বাক্য অপ্রিয় হইলে,
তবু করিবে গ্রহণ,
কটুস্বাদ ঔষধ সমান।

মাদকসেবন, কিম্বা পরস্ত্রীগমন,
বীরধর্ম্ম নহে কদাচন।
অভিজ্ঞতা করিতে অর্জ্জন,
দেশে দেশে করিও ভ্রমণ।
শক্তিরূপা অবলার রাখিবে সম্মান;
যায় যদি প্রাণ,
সহিবে না কভু রমণীর অপমান।
কার্য্যসিদ্ধি হইবার আগে.
করিও না স্বীয় মনোভাব প্রকটন।
বৎস বিদায় এখন,
সন্ধ্যা বন্দনার কাল বহে যায়;
রেখ সদা মনে—
"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী"।

শিবজী। হৃদয়মাঝারে মোর সুবর্ণঅক্ষরে,
লেখা রবে গুরুউপদেশ;
সহস্র প্রণাম শ্রীচরণে।

[রামদাস স্বামীর প্রস্থান।

কি দারুণ দায়িত্ব রাজার!
জানি না কি সুখ সিংহাসনে?
তিলেকের তরে শান্তি নাই প্রাণে,
অবিরাম ভাবনা অপার,
কিসে হবে সুখী প্রজাগণ।
সমর, বিদ্রোহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,

দুর্ভিক্ষ দারুণ, সংক্রামক ব্যাধি আদি,
কতই তরঙ্গ উঠে,
রাজ্যশান্তি করিতে বিনাশ।
উন্নত পাদপ যথা—
প্রখর রবির কর ধরি শির পাতি,
রক্ষা করে আশ্রিত জীবেরে ;
সেই মত প্রজার বিপদপথে,
ব্যবধান নৃপতিমস্তক।
শুনিতেছি আসে যশোবন্ত,
বাঁধিয়া লইয়া মোরে দিতে উপহার,
দিল্লীর সম্রাট্‌পদে।
কি চতুর আরাংজেব!
পাঠায় রাজপুতচমূ,
মহারাষ্ট্রসেনা সনে করিবারে রণ
করিবারে হিন্দুবলক্ষয়।
যাব আমি শিবজীসন্দেশবহবেশে
বুঝাইব যশোবন্ত বীরে,
সব কথা বিশদরূপেতে।
যদি নাহি হই সিদ্ধকাম,
স্মরি ভবানীর নাম,
বন্দি মাতার চরণ,
ঝাঁপ দিব সমরসাগরে।
দেখাইব রাজপুতগণে,
শিবজীর সবলাবাহিনী,

বিন্দুমাত্র থাকিতে শোণিত,
কভু নাহি পৃষ্ঠ দেয় রণে।
একি! পুলকে পূরিল কেন প্রাণ?
দশদিশি প্রফুল্লিত হেরি,
গন্ধবহ ছড়ায় সৌরভ;
ওহো! আসে সেই অদ্ভুত কামিনী।
কভু নাহি জানি কে কালবরণী,
মাঝে মাঝে দিয়ে দেখা হয় অদর্শন,
উৎসাহে মাতায়ে মোর প্রাণ?

(ভবানীর প্রবেশ)

(গীত)

এ বিশাল বিশ্বমাঝে মনুজ অনু সমান,
তার মাঝে সাজে কিগো গর্ব্ব হিংসা অভিমান।
অম্বুবিম্ব সম কায়,
ক্ষণে স্থিতি ক্ষণে লয়,
কেমনে জানিবে বল সাগরের পরিমাণ।
কীটানুটী সৃজিবার,
নাহি যে শকতি যার,
কি সাহসে সে মানুষে লয় অপরের প্রাণ।

শিবজী। কে তুমি মা বিপদবারিনি?
সঙ্কটে করিতে ত্রাণ,
কোথা হ'তে এস মা সহসা?
তোমার(ই) আজ্ঞায় মাতঃ,
বাল্যকালে এই ধর্ম্মে হয়েছি দীক্ষিত;

তোমারি প্রসাদে দেবি,
বহি করে ভবানী কৃপাণ ;
ইষ্টদেবী করিতে স্মরণ,
যদি আমি মুদি দু'নয়ন
হেরি তোর ও কালবরণ,
দয়া করে কহ দয়াময়ি,
কে তুমি মা ছল এ দাসেরে ?

ভবানী। কেবা আমি ? কেবা আমি কি বুঝিবে বল ?
ক্ষুদ্র নর মত্ত সদা ঐশ্বর্য্যে আপন,
ভাবে এই ভবভূমি
চির লীলাস্থলী তার ;
ভাবেনা'ক মনে,
এই বিশ্বলীলাভূমি বিশ্ব নিয়ন্তার,
সাধিতে অশেষসংখ্য বিধির বিধান।
সমুদ্রসৈকতে বালুকণাসম,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর,
তেয়াগিবে আত্মঅভিমান,
চাহে যদি জানিবারে,
কেবা সেই এ বিশাল বিশ্বমাঝে,
তখন(ই) বুঝিবে কেবা আমি ;
নতুবা তাহার, আঁখি মুদি
রত্নঅন্বেষণআশা হইবে বিফল।
শুন শিব্বা !
যে কারণ মোর হেথা আগমন।

গুরুকার্য্যভার ন্যস্ত তব শিরে;
সেই কার্য্য করিতে সাধন,
লইও না স্বধর্ম্মীজীবন।

শিবজী। চিনেছি মা নীরদ বরণি!
তুমি যে গো ইষ্টদেবী আমার ভবানি।
কালিকে করালি, তারা ত্রিনয়নি,
গণেশজননি, শক্তিসনাতনি,
দুর্গতিনাশিনি, অভয়ে ঈশানি,
মহিষমর্দ্দিনি, ভূতেশভামিনি,
ত্রিতাপনাশিনি, পতিতপাবনি,
বিপদবারিনি, শূলিসোহাগিনি
অধম সন্তানে রাখ মা পায়।

[ভবানীর প্রস্থান।

শিবজী। কৈ মা— কৈ মা—কোথা মা?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

সদাসুখ।

সদা। ভোঃ ভোঃ মোগলগগনের উজ্জ্বলরবি, তোমার প্রখর কিরণমালা ওরই মধ্যে একটুখানি কম করে ছাড় না। বাপধন, আমরা যে অস্থির হয়ে পড়েছি। বাদশাহ আকবর যিনি তোমার বাবার বাবা তস্য বাবা ছিলেন.

তিনিত কখনও বিন্ধ্যাচল পার হয়ে আমাদের এধারে পদার্পণ করেন নি। তার মধ্যে কথা আছে; তিনি তোমার মত অতটা গুণধর ছিলেন না। পূজ্যপাদ পিতাকে শ্রীঘরে প্রেরণ, সহোদর ভ্রাতাদের ভবযন্ত্রণা-নিবারণ প্রভৃতি স্থক্ষ্ম স্থক্ষ্ম মোলায়েম কার্য্যকলাপে তিনি জগতে অটল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন কত্তে পারেন নি। ওরে বেটা হাঁদারাম, তুই পাশববলপ্রয়োগপূর্ব্বক পার্থিব রাজ্য অধিকার করবার জন্য লালায়িত, কিন্তু তিনি হিন্দু যবনে সাম্যভাব দেখিয়ে লোকের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে গেছেন। সেই জন্য আজও লোকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলে তাঁকে অভিহিত করে। তিনি জানতেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা জানে না; তাই মহারাজ মানসিংহ তাঁর প্রধান সেনানী, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি তোদরমল তাঁর রাজস্বসচিব ছিলেন। তুমি উদরপরায়ণ লোকের ন্যায় অধিক ভোজনের জন্য লালায়িত; কিন্তু সোণারচাঁদ হজম হয় কৈ? এই দাক্ষিণাত্যই অবশেষে তোমার দক্ষিণদিকের পথ পরিসর করবে। অত্যাচারের চূড়ান্ত হয়েছে; বোধ হয় তাই, "পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনায়চ" সদাশিব শঙ্কর শিবজীকে প্রেরণ করেছেন। ওঃ কে আসে—ব্যাঙ্কোজী না? বেটা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"। মুখে শিবজীর প্রতি বড় সদয়, অন্তরে কেবল অনিষ্টের চেষ্টা, যেন মিছরীর ছুরী। বিমাতার বাচ্ছা আর কবে কার প্রতি তুষ্ট

থাকে? একটু গা ঢাকা হই। বেটা পুষ্করের মত মুখখানা করে আস্‌ছে দেখ।

[সদাসুখের প্রস্থান ও ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।

ব্যাঙ্কো। "জয় শিবজীর জয়,"
সবার(ই) শ্রীমুখে এই কথা!
কেন, ব্যাঙ্কোজী কি কেউ নয়?
শাহজীর সুবর্ণ ডিম্বেতে
জন্মেছে শিবজী,
আর ব্যাঙ্কোজী বাণের কুটা,
ভেসে এসে লেগেছে বন্দরে!
শিবজীর স্তুতিবাণী—
করে কর্ণে বিষ বরিষণ।
সদাসুখ চতুরের চূড়ামণি,
দৃষ্টি তার অন্তরের অন্তস্থল ভেদে।
"সদাশিব শিবজী সুন্দর"
প্রতিজিহ্বা করে প্রতিধ্বনি;
চাতুরী ছলনা ছাড়া,
আমি কিন্তু নাহি হেরি অন্য গুণ তার।
সরস্বতী সতিনী সন্তান,
ষণ্ডামার্ক অকাল কুষ্মাণ্ড,
ভণ্ডযোগী এবে লেগেছে পশ্চাতে।
সেও করে সন্দেহ আমারে!
[illegible] মূর্খ! বুদ্ধি হেরি,
[illegible] নাম তোর সেজেছে তব গুরু।

আমার(ও) প্রতিজ্ঞা আজ হতে,
বাদশাহে করিয়ে সহায়,
শিবজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করি,
সিংহাসন লইব কাড়িয়ে।
কে আসে এখানে?
সদাসুখ বুঝি?
সদাসুখ! ভুঞ্জ সুখ আর(ও) কিছুদিন,
তারপর কারাগারে হবে তব স্থান।

(সদাসুখের প্রবেশ)

আরে কেও,—সদাসুখ যে? অনেক দিন তোমায় দেখিনি, ভাল ত?

সদা। আজ্ঞে অমনি সসেমিরে গোছ।

ব্যাঙ্কো। সে কি রকম?

সদা। আজ্ঞে ঐ ভাব; অনুগ্রহ করে আপনার শাসন বিভাগে যদি আমাকে একটু স্থান দেন, তা হলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকি।

ব্যাঙ্কো। কেন, এর মানে কি? ছত্রপতি তোমাকে কত স্নেহ করেন, কত ভালবাসেন, তবে তাঁর রাজ্য ছেড়ে যেতে চাও কেন?

সদা। মশাই গো, এ রাজ্যে মানুষ থাকে? হুকুম হ'লো কিনা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সব জাতকে হাতিয়ার ধত্তে হবে। এ যে বেজায় জুলুম বাবা! হাতিয়ারের [illegible] বাড়ীতে ব্রাহ্মণীর সম্মার্জ্জনী; তারই ঠেলায় প্রাণটা [illegible]।

।

াঙ্কো। কেন, তুমি ত যুদ্ধবিদ্যায় বেশ পটু।

া। আজ্ঞে ক্রমশঃ যে অপটু হয়ে পড়ছি গো। তার উপর যে মৌতাতটা আসটা করে শরীরটেকে একটু তাজা রাখবো তারও ছাই যো নেই। হুকুম, যে কোন সৈনিক বা রাজকর্ম্মচারী কোন রকম নেশাভাঙ কত্তে পাবে না। আচ্ছা বাবা, তোমার প্রাণে যদি দরকোচা পড়ে থাকে, সকলেরই কি তাই? কেউ একটু সক করবে না? আরে যেখানে মদের আদ্যশ্রাদ্ধ হয় না, গঞ্জিকার সপিণ্ডীকরণ নেই, সেখানে ভদ্রলোক টেঁকবে কেন? কাজেই বেরিয়ে গিয়ে দোসরা যায়গার চেষ্টা দেখতে হয়। দুঃখের কথা বলবো কি, সে দিন প্রতাপগড় দুর্গ অধিকার করে সেনাপতি বাজীপরভু, কিল্লাদারের সুন্দরী স্ত্রীকে শিবজীর নিকট প্রেরণ করেন। শিবজী এমনি বদরসিক, যে সভার মাঝখানে তাকে মাতৃসম্বোধন করে সসম্মানে কিল্লাদারের কাছে পাঠিয়ে দিলে! আর শুধু কি তাই? সেনাপতিকে ডাকিয়ে কত তিরস্কার করা হলো। আমরা হলে অমন লোকের কাছে কেনা হয়ে থাকতুম। আবার কথায় কথায় বলা হয়—"আমি যদি অসৎ উদাহরণ দেখাই, আমার সৈন্যেরা কেন না আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে?

্যাঙ্কো। আচ্ছা, বাজীপরভু কি কল্লে?

দা। কি আর করবে, অপ্রস্তুতের একশেষ। কলির ধর্ম্মই এই—"যার তরে চুরি করি, সেই বলে চোর।" সৈন্য-গুলোকে গাধারও বেহদ্দ করেছে; চোখের পালট

ফেলতে না ফেলতে কার্য্য হয়। সবারই মুখে এক বুলি—"শৃঙ্খলাই সেনার জীবন"; শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেল। খেতে, বসতে, নাইতে, শুতে, সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আবার দেখুন, এদিকে এত মিতব্যয়িতা, বিলাসিতায় এক পয়সাও খরচ করা হয় না, কিন্তু সে দিন অভিষেকের কাণ্ডটা দেখলেন ত? সোনা জহরতে তুলোট করে কি কম টাকাটা উড়ে গেল! এ কথা বলি কাকে? শিবজীর পরিবর্ত্তে যদি আপনি সিংহাসনে বসতেন, তা হলে সব দিকে সুবিধে হত, আর আমরাও দুদিন হাত পা ছড়িয়ে বাঁচতুম।

ব্যাঙ্কো। যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও, এখন এ দিককার কি?

সদা। কোন্ দিককার?

ব্যাঙ্কো। বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ নাকি পেকে উঠলো?

সদা। আপনি যে আমাকে অবাক্ কল্লেন দেখচি! যে সব বিষয় আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ জীব ভালরূপ জানেন না, এ অধম অন্তর্যামী হয়ে সেগুলি জেনে বসে থাকবে? কোথায় আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো, না আপনি আমার কাছে খপর চাইচেন? হা আমার পোড়া অদৃষ্ট! রাজনীতির কথা আপনারাই জানেন; আমি ব্রাহ্মণসন্তান, উদরনীতিই বুঝি ভাল।

ব্যাঙ্কো। হ্যাঁহে, কুকুরলেজের কথাটা কি সত্য?

সদা। কুকুরের লেজ! কাদের? ওহো! ও পাড়ার কলুদের একটা কুকুরের দুটো লেজ হয়েছিল বটে।

ব্যাঙ্কো। না না, তা নয়, শুনলাম, সম্রাটের কাছ থেকে একজন দূত পত্র নিয়ে এসেছিল; শিবজী নাকি সেই পত্রখানা কুকুরের লেজে বেঁধে দিয়ে তাঁর অপমান করেছে?

সদা। হাঃ হাঃ হাঃ, সত্যি নাকি? বাঃ বাঃ, কি মজাই হয়ে গেছে! অমন সুন্দর দৃশ্য দেখা আমার ভাগ্যে ঘটলো না! হেঁ মশাই, কুকুরটা নাকি কেঁউ কেঁউ রবে পুচ্ছ তুলে ময়ূরের মত পেখম ধরে নৃত্য করেছিল?

ব্যাঙ্কো। (স্বগতঃ) এ বেটার কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা আমার পক্ষে বাতুলতা। লোকটা অতি চতুর।

সদা। মশাই কি ভাবচেন? সেই পেখমধরা দৃশ্য মনে করে ভাবে বুঝি বিভোর হয়ে পড়েছেন?

ব্যাঙ্কো। বড়ই ভাবনার বিষয়! আর কাকেই বা বলি? সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত; কেউত আর শিবজীর জন্য ভাবে না।

সদা। আজ্ঞে ঠিক বলেচেন। আর তাও কি কখন ভেবে থাকে? আপনার যতটা উৎকণ্ঠা হবে, আর কি কারও ততটা হতে পারে? সকলেই নিজের উদরপূর্ত্তি করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। দ্বাপরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বিমাতৃপুত্রপ্রেম শুনেছিলেম, আর কলিতে এই আপনার দেখছি। আহা, শিবজীর জন্য ভেবে ভেবে আপনার শরীর কালি হয়ে গেল!

ব্যাঙ্কো। তা—সদাসুখ এখন আমি আসি, আবার দেখা হবে এখন।

প্রস্থান।

সদা। ও বাবা! তোমার পেটে এত? "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ", বাছাধনের ভেতরে ভেতরে আগুণ জ্বলছে, তাই মুখে ধোঁয়ার রঙটা দেখা দিয়েছে। আচ্ছা বাবা, আমিও তক্কে তক্কে রইলুম, তোমার দৌড়টা একবার দেখবো। গোয়েন্দাগিরি কাজটা আমার বাড়লো আর কি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

যশোবন্তসিংহ ও মহারাষ্ট্র দূত।

যশো। কি তব প্রস্তাব দূতবর?

দূত। আসিয়াছি খেদ করিবারে।

যশো। কিসের এ খেদ?

দূত। কিসের এ খেদ!
রাজস্থান গরবিত গৌরবে যাঁহার,
মাড়োয়ার রাজছত্র ধৃত শিরোপরি,
প্রতাপরাণার বংশে বিবাহ যাঁহার,
ধর্ম্মের রক্ষক সেই বীরত্বআধার
যশোবন্ত আজি মিলিত মোগল সনে!
কহ দেব! কেন এত যুদ্ধসজ্জা?
বাজিছে বিজয় ভেরী উড়িছে পতাকা?
কেন এ উৎসাহ এত ক্ষত্রিয় রাজার?

করিছ স্বধর্ম্মরক্ষা ?
দলিছ কি জাতীয় শত্রুরে ?
স্বাধীনতা করিছ স্থাপন ?
মন্দবুদ্ধি আমি, কি বুঝিব বল
কোন্ যশোরাশি আজ করিছ অর্জ্জন ?
হিন্দুমধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজপুত,
মহারাষ্ট্র পুত্রসম তার,
পিতাপুত্রে যুদ্ধ বল কভু কি সম্ভবে ?
অমানিশা অন্ধকারে ডুবেছে ভারত,
ধ্রুবতারাসম রাজপুতজাতি শুধু,
একমাত্র আশার আলোক ;
কোন্ প্রাণে হিন্দু বল সে আলো নিভাবে ?
রাজপুতসনে রণ ভবানীনিষেধ।

যশো। পীযূষপূরিত দূত বচন তোমার,
কিন্তু কি উপায় মোর ?
রাজপুতকুলকালি দিল্লীদাস আমি।

দূত। কোন্ ধর্ম্মমতে কহ দেব শুনি,
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্বে আজি দিলে জলাঞ্জলি ?
কোন্ ধর্ম্মমতে করিবে স্বধর্ম্মনাশ,
হিন্দুরক্তে ভাসাবে ভারত ?
কোন্ ধর্ম্মমতে গাহিবে যবনজয়,
হিন্দুধর্ম্ম দিবে রসাতলে ?

যশো। সব বুঝি—কিন্তু বল—
কেমনে মিত্রতা করি শিবজী সহিত ?

সত্যভঙ্গকারী সে যে বড়ই চতুর।

দূত। মহারাজ!

সাজে না অলীক নিন্দা আপনার মুখে;
যাও রাজা দেশে দেশে, নগরে নগরে,
করহ সন্ধান—
কবে কোন্ হিন্দুপাশে করি বাক্যদান,
প্রভু মোর করেনি পালন?
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করিতে স্থাপন,
গো ব্রাহ্মণ করিতে রক্ষণ,
কবে বল শিবজী কাতর?
ম্লেচ্ছজেতা, বিজিত আমরা
সম্ভবে কি সাম্যভাব বিজিত জেতায়?
বজ্রনখ করিলে ধারণ,
মৃত্যুভাণ করে নাগরাজ;
মৃত ভাবি খগরাজ পশ্চাৎ ফিরিলে,
দংশনের চেষ্টা করে সময় বুঝিয়া;
এ যে স্বভাবের রীতি।
অত্যাচারে জর্জ্জরিত মোদের হৃদয়;
ধন,বল, মান, প্রাণ, জাতীয় গৌরব,
বক্ষের শোণিতসম স্বাধীনতাধন,
করেছে হরণ সব ম্লেচ্ছমুসলমান।
সখ্যভাব তাহাদের সনে?
সত্যের সম্বন্ধ কভু সম্ভবে কি তায়?
চিরপরাধীন মোরা, দরিদ্র এ দেশ,

রণশিক্ষা নূতন মোদের,
ধন নাই, অর্থ নাই, নাহি আছে বল,
কেমনে যুঝিব তবে দিল্লীশ্বর সনে ?
জীবনপ্রারম্ভ এই দরিদ্র জাতির,
চতুরতা ভিন্ন আর কি আছে উপায় ?

যশো। ক্ষান্ত হও দূতবর, ক্ষমা কর মোরে ;
ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক মোর,
হিতাহিত বুঝিতে না পারি।

দূত। বুঝিতে কি বাকি আছে নরনাথ ?
লভ স্বাধীনতাধন,
যশোরাশি করহ অর্জ্জন,
রক্ষা কর দেব দ্বিজে,
গোবৎসাদি করহ পালন।
শিবজী কিঙ্কর তব হিন্দুকুলরবি,
দেহ আজ্ঞা—উদঘাটিত হবে দুর্গদ্বার,
হাস্যমুখে হিন্দুরাজে
কর দিবে মহারাষ্ট্র প্রজা।
মাড়োয়ারপতি !
মহারাষ্ট্রসিংহাসন করহ গ্রহণ,
প্রভুর আমার নাহি অন্য আকিঞ্চন।

যশো। অলঙ্ঘ্য তোমার যুক্তি ওহে দূতবর !
হতভাগ্য আমি কিন্তু দিল্লীর নফর।
কেমনে বিশ্বাসহন্তা হবে রাজপুত ?
বল বল এ কার্য্য কি হবে ভদ্রোচিত ?

দূত। কাফের হিন্দুর প্রতি জিজিয়ার কর,
সে কি ভদ্রোচিত বীরবর ?
স্থানে স্থানে দেবালয় হইছে বিচূর্ণ,
দেশে দেশে ব্রাহ্মণেরা সহে অপমান,
অনাহারে শুষ্ক কণ্ঠে—
মরে প্রজা তারস্বরে করিয়ে চীৎকার,
সে কি ভদ্রোচিত বীরবর ?
লজ্জাবতী হিন্দুর ললনা,
ফুলে দেয় জলাঞ্জলি মোগলপরশে ;
দেখ চেয়ে পুণ্য কাশীধামে
চূর্ণীকৃত হিন্দুর মন্দির
সে প্রস্তরে—বলিতে হৃদয় ফাটে—
উঠেছে মস্‌জিদ্‌ ঐ গগন ভেদিয়া,
এও কিহে ভদ্রোচিত বল বীরবর ?

যশো। আরনা—আরনা—
আর কিছু শুনিতে চাহিনা !
বল মোরে শিবজী মহাত্মা কোথা ?
এক পণে বদ্ধ হব মহারাষ্ট্র সনে,
রাজপুত বাক্য কভু অন্যথা করেনা।

দূত। সম্মুখে নফর তব বীরচূড়ামণি !

যশো। তুমি—তুমি—তুমি কিহে হিন্দুআশাতরু ?
সখা—সখা—দেহ আলিঙ্গন,
সন্তপ্তপ্রাণের জ্বালা হউক শীতল।

[উভয়ের আলিঙ্গন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিংহগড়দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

(শিবজী, তানাজী, নেতাজী, অন্নজী ও রঘুনাথপন্থ।)

শিবজী। পুনা আজি শত্রুকরগত !
যেই গৃহে বাল্যকালে করেছি কুন্দন,
জননীর পাশে বসি
শুনিয়াছি রামায়ণগাথা,
স্বর্গীয় দাদাজী যথা ছিলেন রক্ষক,
সেই গৃহ—বলিতে হৃদয় ফাটে,
মোগল সায়েস্তাখাঁর বিলাসকেতন !
সিংহগুহা জম্বুক আবাস !

তানাজী। দেহ আজ্ঞা বাল্যসহচরে,
পুনা করি অবরোধ,
দেখি কত বল মোগলবাহুতে।

রঘু। দুর্ভেদ্য পুনার দুর্গ ;
গুপ্তচর দিয়াছে সংবাদ,
অসংখ্য মোগলসেনা সদাই সশস্ত্র।

নেতাজী। দুর্গজয়ে কবে ডরে শিবজীসৈনিক ?

ভুলেছ কি পেশোয়াপ্রবর,
কতই অভেদ্য দুর্গ করেছে গ্রহণ?

রঘু। অদূরে নগরদ্বারে যশোবন্ত বীর
রাজপুতসেনা সনে করে অবস্থান।

অন্নজী। সত্য বটে বীর রাজপুত;
কিন্তু ভীরু নহে মহারাষ্ট্রগণ,
না ধরে দুর্ব্বল করে বর্ষা করবাল।

শিবজী। পরাজিত দেশে কভু
সম্ভবে কি সম্মুখসমর?
রাজপুত মোগলমিলিত,
দক্ষিণে পরমশত্রু বিজাপুর দেশ,
শ্রবণ বধির করে দীন্ দীন্ রবে;
মধ্যস্থলে একা মহারাষ্ট্র,
শিশু অভিমন্যু যথা চক্রব্যূহ মাঝে।

তানাজী। সম্মুখসমর কিম্বা গোপনেতে রণ,
রাজপুত অথবা মোগল,
আফ্‌গান পোর্টুগীজ কিবা,
ভবানীকৃপায় তানাজী না ডরে।
যা হবার হবে,
পুণা মোরা করিব গ্রহণ।
শৈশবের মধুময় স্মৃতি,
যথা রয়েছে নিহিত,
ভদ্রাসন অমূল্য রতন,
সে ভবন ম্লেচ্ছকবলে?

রঘু। চতুর সায়েস্তাখাঁ দিয়াছে আদেশ,
অনুমতি বিনা তার,
একজন মহারাষ্ট্র
না আসিবে নগর ভিতর।

নেতাজী। তবে অনিবার্য্য সম্মুখসমর।

শিবজী। শুন বীরগণ!
অদ্য দিবা অবসানে প্রফুল্লিতমনে,
থেক সবে হইয়ে প্রস্তুত;
হবে এক উদ্বাহবন্ধন,
যেতে হবে আমাদের তাহে নিমন্ত্রণ।

তানাজী। সুখে দুখে সম্পদে বিপদে,
দাস তব চিরসহচর।

অন্নজী। কোথায় বিবাহ দেব?
সমারোহ হইবে কি তায়?

শিবজী। বিবাহ পুনায়,
গোপনে আপাতঃ হবে কার্য্যসমাধান,
জয়ধ্বনি কিন্তু তার,
ব্যাপ্ত হবে সমগ্র ভারতে।

রঘু। বাধা না থাকিলে মহারাজ,
প্রকাশিয়া কহ তব অভিপ্রায় কিবা?

শিবজী। সংগৃহীত আদেশপত্রিকা,
পঞ্চবিংশ মহারাষ্ট্র
বরযাত্র যাইবে পুনায়।
গুহ্যকার্য্যবশে যশোরক্ত বীর,

পুনা হতে বহুদূরে করে অবস্থান।
পুনার প্রাসাদপার্শ্বে আম্রবন মাঝে,
মোরা সবে রহিব লুকায়ে ;
নিশা দ্বিপ্রহরে,
প্রবেশিব প্রাসাদ ভিতর।
অদূরে পর্ব্বততলে,
রবে মোর নির্ব্বাচিত সবলা সৈনিক।
কহ তবে পেশোয়াপ্রবর,
এ প্রস্তাবে কিবা তব মত ?

রঘু। অতি ভয়ানক কথা মহারাজ !
বিবরের সুপ্তসর্পে তুলিছ জাগায়ে,
নিদ্রিত শার্দ্দূলমুখে প্রদানিছ কর,
হতে পারে বিষম বিপদ।

শিবজী। বিষম বিপদ !
করিছ কি প্রাণের আশঙ্কা ?
তুচ্ছ প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?
ভেবেছ কি রঘুনাথ,
কি ঘোর বিপদ আজ আমাদের শিরে ?
প্রবাসে রহিলে যাহা ভাবি সর্ব্বক্ষণ,
যার নামে তনু হয় রোমাঞ্চিত,
চক্ষে বহে আনন্দপ্রবাহ,
স্মরণে যাহার দুখ যায় দূরে,
ছোটে প্রাণে সুখের লহর,
রহে গাঁথা হৃদিমাঝে পরমাণু যার,

প্রাণ হতে প্রিয়তর জননীসমান,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" সেই জন্মভূমি
হের আজ যবনবিজিত ;
বল দেখি তুচ্ছ প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

রঘু। তুচ্ছ প্রাণে নাহি প্রয়োজন।

শিবজী। তুচ্ছ প্রাণে নাহি প্রয়োজন ;
জন্মভূমি যবনবিজিত,
রাজশ্রী দুয়ারে বসি কাঁদে সকাতরে,
দিবানিশি বহি শিরে অপমানবোঝা,
বিধেয় কি হেয় প্রাণ করিতে ধারণ ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

তানাজী। তার চেয়ে মরণ মঙ্গল।

শিবজী। তার চেয়ে মরণ মঙ্গল ;
জন্মভূমি পরপদানত,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হের লুপ্তপ্রায় আজি,
গোব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ন,
শুনি ওই দেবতার করুণক্রন্দন,
করিব কি জীবনধারণ ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

নেতাজী। ধরিব না বৃথা এ জীবন।

শিবজী। ধরিব না বৃথা এ জীবন ;
জন্মভূমি শত্রুপদানত,
সোণার ভারত দেখ হয়েছে শ্মশান,

দাস মোরা কুকুর সমান ;
প্রিয়তমা ভগ্নি ভার্য্যা জননী মোদের,
ত্রাসেতে লুকায়ে রয় যবনের ভয়ে,
পতি পুত্র ভ্রাতা বল,
কোন্ প্রাণে সে দৃশ্য দেখিবে ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

শিবজী। করনি কি মাতৃস্তন্য পান ?
ধমনীতে নাহি কি শোণিত ?
প্রাণ কি এতই বড় ?
প্রার্থনীয় নহে কি এ হতে
রণাঙ্গনে করিতে শয়ন ?
রাখিতে বিপুলকীর্ত্তি এ মহীমণ্ডলে ?
লভিতে অক্ষয় স্বর্গ নশ্বর জীবনে ?
বল দেখি কি লাগিয়ে জীবনধারণ ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

অন্নজী। ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

শিবজী। ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন ;
শুন বীরগণ—
পুনা আজ করিব গ্রহণ,
কিম্বা দিব প্রাণবিসর্জ্জন,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"।

তানাজী। ছত্রে ছত্রে আজ্ঞা তব হইবে পালন।

শিবজী। এস এস পেশোয়াপ্রবর,
এস বাল্যসহচরগণ,

প্রাণভরে সবে আজ করি আলিঙ্গন,
হতে পারে এই শেষ জন্মের মতন।
শীঘ্র সব কর আয়োজন,
বন্দি আসি মাতার চরণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মোগলশিবিরসন্নিহিত বনপথ।

সদাসুখ।

সদা। সাধে বলি, গোয়েন্দাগিরির মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বাড়লো। এই দেখনা, ব্যাঙ্কোবিহারী আমার রাত দুপুরে কোথায় উধাও হয়েছেন, কেউ বলতে পাল্লে না। পাছে ঘোড়ার খুরের দাগ দেখে ধরা যায়, তাই পদব্রজেই রওনা। এই রাত্রে মশায়, আলো নিয়ে পাদুকার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ধরে ধরে, এতদূর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছনা গেছে। আরত, কিছু দেখা যায় না। প্রভু কি এখান থেকে হাতে হেঁটে গেছেন নাকি? আচ্ছা, শিবজী আর ব্যাঙ্কোজী ত এক পিতার ঔরস-জাত; তবে তাঁর স্বভাবই এত উন্নত, আর এ বেটার

চরিত্র এত নীচ কেন? আর কেন—মাতৃকুলের দোষে। মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র দশানন, নিকষার গর্ভসম্ভূত বলে রাক্ষসী প্রবৃত্তি পেয়েছিল। অদূরে ত মোগলশিবির; বেটা নিঘ্‌ঘাত এইখানে এসে জমেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করে সব গুপ্তসংবাদ দিতে এসেছে। আর বল্লে ত শিবজী শুনবেন না; বলেন, হাজার হোক, ভাই, ওকি বিশ্বাসহন্তা হতে পারে! আরে বাপু, তা যদি পারবে না, ত নিজের শাসনবিভাগ ছেড়ে, বিনা আহ্বানে, এই ডামাডোলের সময় এখানে এসে হাজির কেন? আর বেটার ছম্‌ছমে চাউনিতেই মেরে রেখেছে। বাবা, যত ঢাকবার চেষ্টা করনা কেন, প্রাণে পাপের আঁচড় লাগলেই, তোমার চোখ সব বলে দেবে। কে বাবা বিটকেল চেহারা রাতদুপুরে? বোধ হয়, মোগলশিবিরের কোন লোক পোকা মাকড় ধত্তে বেরিয়েছেন আর কি? লুকান হবে না, সন্দেহ করবে।

(জনৈক মোগলসৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। কে তুমি?

সদা। বেচারা রাইয়ত।

সৈনিক। এখানে এত রাত্রে দরকার কি?

সদা। আহা বাবা, সে কথা আর কি বলবো? আমার একটী কইলে বাছুর হারিয়েছে। সন্ধ্যের পর থেকে খুঁজতে খুঁজতে, খুরের দাগ ধরে বাবা এতদূর এসে পড়েছি; বোধ হয় তোমাদের শিবিরেই গেছে। দোহাই তোমার

জনাব, সেটীতে আর কাবাব তৈয়ের করো না। বুধি আমার এতক্ষণ হম্বা হম্বা রব কচ্চে।

সৈনিক। তুমি বক্ বক্ করে অস্থির হয়ে পড়লে যে হে।

সদা। স্থির থাকতে আর পাচ্চি কৈ হুজুর! প্রাণটার ভেতর যেন থামচে থামচে ধচ্চে। তা ধর্ম্মাবতারের আমার দয়ার শরীর; যদি সমস্তটা ফিরিয়ে না দাও, অন্ততঃ মুণ্ডটী ফিরিয়ে দিতে হবে। তা হলে বৎসহারা গাভী-টীকে পানিয়ে নিতে পারবো, না হলে বাবা বুঝতে পাচ্চো ত, আফিংখোর লোক দুধ অভাবে মারা যাব।

সৈনিক। (স্বগতঃ) এ বেটা পাগল নাকি! না, ভাল গতিক নয়, শিবিরে নিয়ে যেতে হবে। আমার বোধ হয়, চর। (প্রকাশ্যে) ঠিক বল, কি জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে?

সদা। কেন বাবা, কোরাণ ছুঁয়ে বলতে হবে নাকি? তোমা-দের উপরওয়ালা বাদশার দিব্য, সব সত্য বলেছি। তবে কি রঙের বাছুর সেটী বলা হয় নি।

সৈনিক। ও সব নেকাপনা রাখ, তোমায় মোগলশিবিরে যেতে হবে।

সদা। কেন বাবা—এত কৃপা কেন? আজ কাল কি হুজুরদের ভগবতীতে শানে না, তাই মহামাংস ধরেচেন? তা এ পাকা মাংস ত বড় জুতকর হবে না।

সৈনিক। তবে রে পাজী, চল্। (হস্তধারণ)

সদা। আহাহা, ছেড়ে দাও না বন্ধু। তুমি রহস্য বোঝ না? দিল্লীর দরবারে থাক, আর রসিকতা বুঝতে পার না?

আমার কঠিন কর ধরে তোমার কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবে যে।

সৈনিক। তোর পাগলামোর নিকিছু করেছে, চল্।

[সদাসুখকে লইয়া প্রস্থান, ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।

ব্যাঙ্কো। ও কে, সদাসুখ না? টানাটানি করে কাকে? দিই বেটাকে ধরিয়ে, আপদ চুকে যাক্। না—ও বেটা যে চতুর, কোন কৌশলে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করবে; আর ফিরে এসে যদি আমার কথা সকলকে বলে দেয়, তবেই ত মুস্কিল। বেটা এত রাত্রে এখানে কি কত্তে এসেছিল? আমার সন্ধানে আসেনি ত? ও বাবা, একটা মোগল সৈনিককে বেঁধে আনচে যে! ভাগ্গিস বেটার মুখ শুদ্ধ বেঁধেছে, নইলে ত এখনি ভুর ভেঙ্গে দিত।

(রজ্জুবদ্ধ সৈনিককে লইয়া সদাসুখের প্রবেশ।)

সদা। এস এস হৃদয়েশ্বর! অধিনীর প্রতি আজ কেন এ ছলনা? এই যে কিছু পূর্ব্বেই আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন। তবে এখন গররাজি হলে করি কি?

সৈনিক। গোঁ—গোঁ—গোঁ—

সদা। বদ আওয়াজ মার কেন নাথ? আমি তোমায় প্রেম-ডুরিতে বেঁধেছি; সে বাঁধন কাটবার চেষ্টা বৃথা। যদি তোমার মনে এই ছিল, তবে কেন আমার পাণি-পীড়ন করে? এখন কুলমান মজায়ে আমায় অকূলে ভাসাতে চাও? এস, চলে এস।

ব্যাঙ্কো। একি! সদাসুখ ব্যাপার কি? তুমি হঠাৎ এখানে যে?

সদা। এ কেও! সখিরে,* একবার হাত লাগাও। প্রাণেশ্বর বড় বাড়াবাড়ি কচ্চেন। প্রেমডুরিতে বেজায় টানাটানি কচ্চেন।

ব্যাঙ্কো। সদাসুখ, ব্যাপারখানা কি খুলে বল না?

সদা। নাথের আমার সখীকেই পছন্দ হয়েছে, কত রকমই চক্ষু ঠেরচেন! মশায় ভাগ্‌গিস এসে পড়লেন, নৈলে ধরে নিয়ে গিয়ে কোতল করেছিল আর কি! সে যাহোক, এখন মোগলশিবিরে গিয়ে কিছু সুবিধে কত্তে পাল্লেন কি? সত্য বলতে কি, আপনি এতদিন এসে না পড়লে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি!

ব্যাঙ্কো। (স্বগতঃ) লোকটার কাছে সব গোপন করা হবে না, তা হলে সন্দেহ করবে। (প্রকাশ্যে) বাদশাহের অপমান, তাঁর অনুমতি না পেলে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না। তুমি এত রাত্রে শত্রুশিবিরের সন্নিকটে এসে ভাল করনি।

সদা। মশাইগো, সাধে এসেছি? রোগের ঝোঁকে এসে পড়েছি; না হলে এত কাহিল কেন? নিশিতে ডাকে শোনেন নি? ঘুমের ঘোরে উঠে বেড়ান আমার একটা রোগ। আজ ত তবু বনের ধারে এসে পড়েছি। একদিন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে পথ ভুলে তাল গাছে উঠে পড়েছিলুম।

ব্যাঙ্কো। বটে বটে! তার পর?

সদা। তার পর আর কি? সেই গাছে এক শকুনিদম্পতীর

গৃহস্থালী। বাটীর কর্ত্তাটী মনে কল্লেন, পুষবো বলে তাঁর সুঠাম বাচ্ছাগুলি পাড়তে এসেছি; অমনি শান দেওয়া ঠোঁটে ঠোকরাতে সুরু কল্লেন। দু এক ঘা খেয়েই নিদ্রাভঙ্গ; চেয়ে দেখি, তালগাছের উপর। আজকেও সেই দশা; ঘুমের ঘোরে উঠে এসে বনের ধারে কানামাছির মত ঘুরপাক খাচ্চি, এমন সময় সৈনিকপুঙ্গবের কোমল করমর্দ্দনে নিদ্রাভঙ্গ। মনে কল্লুম, বেটা জবাই করবার জন্যে বাড়ি থেকে সিঁধ মেরে আমাকে চুরি করে আন্‌ছে। এমন সময় দেখি, বাদশার জাত আমার পাণিপীড়ন করেচেন। প্রাণেশ্বর, হেঁচকা মেরোনা।

ব্যাঙ্কো। হাঃ হাঃ হাঃ, চল, এখন যাওয়া যাক।

সদা। আপনি এসে পড়ে আমায় সীতাউদ্ধার গোছ উদ্ধার না কল্লে গিয়েছিলুম আর কি! আপনার ঘোড়া কোথা?

ব্যাঙ্কো। না ঘোড়া আনিনি, পদব্রজেই এসেছি।

সদা। কেন, আপনার পিয়ারের ঘোড়াটী কি আসন্নপ্রসবা?

ব্যাঙ্কো। পাছে অশ্বের পদশব্দে নিদ্রিত নাগরিকগণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় অশ্ব ত্যাগ করে এলুম।

সদা। বাঃ বাঃ বাঃ, কি চমৎকার! শিবজী প্রভু দয়ালু বটেন, কিন্তু আপনার কাছে দাঁড়াতেই পারেন না। (স্বগতঃ) এমনি দু একটী দয়ালু দেখা দিলেই, দয়ার বাজারটা কিছু মহার্ঘ হয়ে পড়বে। (প্রকাশ্যে) প্রাণনাথ! আর মায়া বাড়িও না, চলে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঢাকানহুর্গমধ্যস্থ উদ্যান

রোশিনারা।

গীত।

তুলিয়ে বিষাদ লহরী,
লাজ ভয়ে মাখা একটী কমল, ভাসিছে আপনা পাশরি।
যদি খোঁজ তুমি উহার প্রাণ,
দেখিবে কোরকে কীটের স্থান,
নীরবে দংশন সহিছে কেমন, নাহি জানে কোন চাতুরী।
জড় সড় ভাবে চাহিয়ে রয়,
সুধাইলে কোন কথা না কয়,
অকূলে ভাসিছে কি যেন ভাবিছে, মরি মরি রূপমাধুরী।

(শিবজীর প্রবেশ।)

শিবজী। ধীরে—ধীরে বহ মলয়মারুত,
আর(ও) সুধা ঢাল সুধাকর ;
প্রকৃতি সুন্দরি !
যত পার বিলাও মাধুরী ;
কনকপ্রতিমা আজি ছড়াতে সুষমা
উদয় উদ্যানে মোর।
ঘুমে মোর নাহি কি চেতনা ?
একি স্বপনছলনা ?

কিম্বা হেরি প্রকৃত ঘটনা ?
এত রূপ ধরে একাধারে ?
কমলার মত কঠিন হইয়ে,
রূপ কি লুকায়ে ছিল মোগল আলয়ে ?
এই কি সে রোশিনারা দিল্লীর দুহিতা ?
সাধ হয়—
রাখি দূরে সংসারের যত কোলাহল,
মুগ্ধ হয়ে দিবানিশি নেহারি ও রূপ ;
সাধ হয়—ছিছি ! যাই পলাইয়ে।

রোশি। কে তুমি গা বৃক্ষ অন্তরালে ?
কোথা আমি—কে হরেছে মোরে ?
তুমি বুঝি দস্যুপতি ?
অর্থলোভে ধরেছ আমায় ?
বাদশাহবালা আমি ;
পাঠাইয়া দাও মোরে পিতৃসন্নিধানে,
আশাতীত পুরস্কার মিলিবে নিশ্চয়।

শিবজী। অর্থসাধ নাহিক সাজাদি !

রোশি। তবে কেন হরিলে আমায় ?
জান না কি ভস্ম হবে সম্রাটের কোপে ?
প্রাণে তব নাহি ডর কপট কাফের ?

শিবজী। মাতার কৃপায় মরণে না ডরি,
মৃত্যু মোর চিরসহচর ;
জেনে শুনে কালসর্প ধরে যেই জন,
সে কি কভু ভীত হয় দংশনে তাহার ?

রোশি। বুঝিতে না পারি তব আচরণ।
যত দিন আসিয়াছি হেথা,
সুধায়েছি কত লোকে,
"কোথা আমি, কে হরেছে মোরে ?"
না করে উত্তর কেহ, মৌনভাবে রয়।
হেরি তব বীরবপু উন্নত ললাট,
হাসিমাখাপ্রশান্তবদন,
কৃপা কর সংশয়ে রেখ না আর,
মৃত্যু ভাল সংশয় হইতে।
শিবজী। শুন সুলোচনা নাহিক ভাবনা,
আছ তুমি শিবজী সকাশে।
রোশি। শিবজী সকাশে!
শুনিয়াছি দস্যু সেই পার্ব্বত্যকাফের,
দস্যুকরকবলিতা আমি!
শিবজী। ক্ষতি কিবা তায়, নাহি কোন ভয়,
জানে দস্যু রমণীর রাখিতে সম্মান।
রোশি। নাহি জানি ভয় সে কেমন।
বিজনবিপিনে সিংহিনী যেমন,
শুনে যদি মেঘের গর্জ্জন,
ভীতা নাহি হয় কদাচন,
ঘৃণাভরে বিস্ফারিত করে দুনয়ন;
সেই মত তৈমুরকামিনী,
কভু নাহি শুনি,
ভীতা হয় কাফেরের পাশে।

শিবজী। সাজাদীর উপযুক্ত বাণী।
শুন সুকেশিনি হরণকাহিনী ;
সন্ধিলালসায় প্রতিভূআশায়,
আনীতা সাজাদী আজি কঙ্কণপ্রদেশে।
কিন্তু হেরি তব বিরসবদন,
কে আছে এমন,
রুদ্ধ করি রাখিবে তোমারে ?
নন্দনকাননজাত কোমল কুসুম,
শোভে কিগো এ মহীমণ্ডলে ?
সরসীর নীর ছাড়ি কমলকলিকা,
কবে ফোটে বন্ধুর পর্ব্বতে ?
ক্ষমা কর সুহাসিনি !
কিছু দিন রহ এই দরিদ্রকুটীরে,
সত্বরে যাইবে তুমি আপন প্রাসাদে।
রোশি। বীরবর !
কিরূপে জানাব বল কৃতজ্ঞতা মোর ?
বল বল কিছু তব আছে কি অভাব ?
অপূর্ণ কামনা তব নিশ্চয় পূরাব।
শিবজী। (স্বগতঃ) কি আছে অভাব !
কারে জানাইব কি মোর অভাব ?
আজি হতে শূন্যাগার হৃদি।
কেন আমি হেরিলাম তোরে ?
যবন দুহিতা—
পূরাবে কি অভাব আমার ?

ওহো! উন্মত্ত হয়েছি আমি;
আরে মন দৃঢ় কর বন্ধন আপন,
আপনারে যেও না ভুলিয়ে।

রোশি। নিরুত্তর কেন মিত্রবর?
অধোমুখে কি ভাবিছ মনে?
আছে কিছু কামনা তোমার?

শিবজী। কামনা—কামনা—
ক্ষমা কর মোরে,
নাহি কোন কামনা আমার।

রোশি। সমাচার প্রেরিও প্রভুরে তব,
রোশিনারা ঋণী তাঁর পাশে;
বাসনা আমার,
নিজমুখে ধন্যবাদ প্রদানি তাঁহায়।

শিবজী। কি ফল লভিবে বল,
দস্যুসনে করিয়ে সাক্ষাৎ?

রোশি। আর লজ্জা দিও না আমায়।
জনশ্রুতিকুজ্ঝটিকা,
আবরি রাখিয়াছিল শিবজী রাজেরে;
তরুণ তপনসম আপন নয়ন,
প্রকাশ করিয়া দিল বিচিত্র বরণে।
বল বল কোথা সেই শিবজী ভূপাল?

শিবজী। দাস তব সম্মুখে সাজাদি!

(নতজানু হইয়া উপবিষ্ট)

রোশি। উঠ উঠ নরমণি!

হেন বাণী না সাজে তোমায়।

(হস্তধারণপুর্ব্বক উত্তোলন)

শিবজী। (স্বগতঃ) ওহো ! প্রাণ জ্বলে যায় !

তড়িতের ধারা—

বহে যেন শিরায় শিরায় ;

কি করি উপায় ?

কোথা গেলে পাব পরিত্রাণ ?

হারাব কি জ্ঞান ?

কি এক আবেশে আজি,

দেহ মোর করিছে অবশ ;

যাই চলে, প্রলোভনে পশ্চাতে ফেলিয়া।

(প্রকাশ্যে) আছে কার্য্য সাজাদি সুন্দরি !

অপরাধ লয়োনা আমার,

দেখা দিব সত্বরে আবার।

[প্রস্থান

রোশি। চলে গেলে ! কেন গেলে চলে ?

রহিলে না আর কিছুক্ষণ ?

কার্য্য ফেলি কেন বা রহিবে ?

যাক্ চলে যথা ইচ্ছা হয়,

কিবা আসে যায় তাহে রোশিনা তোমার ?

কিবা আসে যায় ?

প্রাণ যেন শূন্য বোধ হয়।

একি ভাব অন্তরে আমার ?

কেন প্রাণ হতেছে চঞ্চল ?

যেন কিছু ভাল নাহি লাগে।
কি জানি কি যেন মনে হয়!
সরম মরমে পশি কহে চুপি চুপি,
রোশিনারা! আর তোর নাহি সেই দিন,
দর্প তব চূর্ণ হয়ে গেল।
পরশমণির স্পর্শে হীনধাতু যথা,
মুহূর্ত্তে গ্রহণ করে নূতন আকার,
সেই মত শিবজীর বারেক পরশে,
কণ্টকিত হলো তনু,
চেয়ে দেখি নূতন হয়েছি।
যেন আমি আর নহি ত আমার,
নূতন অবনী এই নূতন সংসার।
সহসা অন্তরে মোর কি হলো অভাব?
কার প্রতিবিম্ব পড়ে হৃদয়দর্পণে?
একি জ্বালা মুছিলে মুছে না!
চাহি না এ নবভাব নূতনজীবন,
দয়া করে কে দিবে গো ফিরে,
পুরাতন চিরপরিচিত,
ক্ষুদ্র সেই আমিত্ব আমার?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

আরাংজেব।

আরাং। হায় হায় কিবা অপমান!
টুটিল সম্মান,
কুলের কুনাম রটিল চৌদিকে।
কি লজ্জার কথা!
তৈমুরদুহিতা
বন্দী কিনা কাফেরের করে!
মৃত্যু কেন হলো না আমার?
নিদ্রিত কি যশোবন্ত?
মৃত কি সায়েস্তাখাঁ?
তা না হলে সাজাদীরে
রক্ষিতে পারে না তারা দস্যুকর হতে?
প্রাণাধিকা তনয়া আমার!
না জানি কতই ক্লেশ হতেছে তোমার?
কেন আমি দিলাম সম্মতি,
দাক্ষিণাত্যে আসিতে তোমায়?
ইয়া আল্লা ধরি পায় করো না ছলনা।
সম্রাট্ আলমগীর করিছে প্রার্থনা।
উজ্জ্বল বদনে তার কালিমা দিও না।

(দানেশমন্দের প্রবেশ।)

দানেশ। কি কারণে দাসে প্রভু করেছ স্মরণ ?

আরাং। আছে প্রয়োজন।

শুনেছ দানেশমন্দ,

সিংহশিশু হয়েছে শৃগাল ?

সেনাপতিদ্বয় মোর বীর অবতার,

একি ব্যবহার!

ঘৃণায় মরিয়া যাই।

অকর্ম্মণ্যদ্বয়ে মোর জানাও আদেশ,

কাজ নাই মিছা আর বীরত্ব ফলায়ে,

মির্‌জারাজ জয়সিংহে দিয়ে কার্য্যভার,

করে যেন স্বস্থানে প্রস্থান।

দানেশ। বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরঅধীপ,

বিদ্যাবুদ্ধিশৌর্য্যে নাহি দ্বিতীয় তাঁহার।

আরাং। আফ্‌গান দীলেরখাঁয় পাঠাও বারতা,

জয়সিংহসাথে যেন,

মহারাষ্ট্রে করে সে গমন।

দানেশ। জাঁহাপনা! ক্ষম অপরাধ,

কিন্তু প্রভু একজনে দেহ কার্য্যভার,

তা না হলে কার্য্য কভু সুসিদ্ধ হবে না।

আরাং। বোঝ না দানেশমন্দ,

লেখনী ধরিয়ে সারা জীবন যাপিলে

কি বুঝিবে রাজনীতিকথা ?

বলবান্ সেনাপতিদ্বয়

এক হিন্দু অন্য মুসলমান
যেন কভু তাহাদের মিলন হবে না।
দূর দেশে রহিলে একক,
শত্রু সনে করি যোগাযোগ,
বিদ্রোহী হইতে পারে।
জয়সিংহ সেনানীপ্রধান,
প্রতিক্ষণে ভাবি মনে হবে রাজদ্রোহী।
পুত্র রামসিংহে তার,
নিজপাশে রেখে দিব প্রতিভূ সমান।
দানেশ। অবিশ্বাস কালসর্পে,
কেন প্রভু হৃদে দেছ স্থান?
উগারিয়ে কালকূট
জর জর করিবে পরাণ;
নাহি মিত্র বিশ্বাস সমান।
আরাং। বাতুল হয়েছ কবিবর!
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
কবিতায় শোভে ভাল প্রলাপ বচন,
নীরস এ কর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভবে না কভু।
দুনিয়ায় বিশ্বাস না হয়,
শত্রু যদি মনোভাব অবগত হয়,
একে একে উৎপাটন করিব তাহায়।
দানেশ। (স্বগতঃ) জগতের রীতি চমৎকার!
আত্মবৎ ভাবে লোক চরিত্র সবার।
যেমন যক্কতদুষ্টজন,

সকল পদার্থ হেরে হরিদ্রা বরণ ;
কিম্বা যথা ইক্ষুরস
তিক্ত লাগে পিত্তাধিক্যবশে
সেইমত—
ভ্রাতৃদ্রোহী পিতৃদ্রোহী আপনি সম্রাট্,
রাজদ্রোহী হেরে জনে জনে।

আরাং। নিরুত্তর কেন ?
পুন কহি শুন, এ জগতে নাহিক বিশ্বাস।
সেই সে কারণ,
নিজ করে কার্য্য চাহি করিতে সাধন।

দানেশ। অসম্ভব এ বচন।
লক্ষ লক্ষ ভৃত্য বিনা,
কেমনে হইবে প্রভু সাম্রাজ্যশাসন ?

আরাং। সেই মোর ক্ষোভের কারণ।
কেন নাহি শক্তি মোর,
সর্ব্বস্থানে সমভাবে হতে বিদ্যমান ?
তেঁই মোর ভৃত্য প্রয়োজন।
কিন্তু জেন স্থির মনে,
ভৃত্যগণে ভৃত্যসম রবে চিরদিন,
প্রভু হতে যেন কেহ না করে বাসনা।
আপনার ইচ্ছামত,
রশ্মিযোগে যথা তুমি ফিরাও অশ্বেরে,
সেই মত রশ্মিযোগে
ভৃত্যগণে স্ববশে রাখিব।

দানেশ। বাচালতা ক্ষমহ স্বামিন্;
কিন্তু প্রভু রেখ সদা মনে,
নহে অশ্ব ভৃত্যগণ;
হিতাহিতজ্ঞান আছে মানবহৃদয়ে।
আরাং। থাকে যদি হিতাহিতজ্ঞান,
সাগরসলিলতলে দিক তারে স্থান।
দানেশ। পূজ্যপাদ সম্রাট্ আকবর,
পিতামহ জাহাঙ্গীর,
কিম্বা তব পিতা সাজাহান,
পুত্রসম পালিতেন নিজ ভৃত্যগণে।
আরাং। তুলিও না বিলাসীসম্রাটগণকথা।
ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত আলমগীর;
অন্যে তুষ্ট যাহে, বিরক্তি তাহাতে মোর।
লোকে কহে—
রমণী সৌন্দর্য্য আর পুষ্পের সৌরভ,
সুস্বর সঙ্গীত আর মধুর নর্ত্তন,
থাকুক অন্যের কথা—
ভাল বাসে স্বয়ং শয়তান।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
আরাংজেব বিরক্ত সকলে!
বীণার ঝঙ্কার কিম্বা কুসুমের হার,
লাগে মোর কর্কশ কঠোর।
লাগে ভাল শুধু কার্য্য—
শুধু কার্য্য আর যুদ্ধকোলাহল,

মধুর সঙ্গীত আহা কামানগর্জ্জন !
লাগে ভাল কর্ম্মস্রোতে গাত্র ঢেলে দিতে,
এক তিল না করে বিশ্রাম ;
আর(ও) উচ্চে স্থাপিতে মোগলধ্বজা,
অবনতশির হেরিতে সকল প্রজা।
হিন্দুদের দেখিতে দুর্দ্দশা ;
বড় সুখী হই মনে মনে,
কাফেরঅস্তিত্বলোপ হয়ে যায় যদি।

দানেশ। (স্বগতঃ) কি অদ্ভুত প্রকৃতি !

আরাং। সেনাপতি মহম্মদে জানাও আদেশ,
একে একে সাজাদীর শরীররক্ষক,
কাপুরুষসম যারা পৃষ্ঠ দেছে রণে,
প্রাণ দিবে জল্লাদের করে।

[প্রস্থান।

দানেশ। হা আকবর !
কোথা তুমি দেখ না আসিয়ে,
হিন্দুম্লেচ্ছে সাম্যভাব করিয়ে স্থাপন,
যে সাম্রাজ্যতরু তুমি করিলে পোষণ,
পাপমতি বংশধর তব,
বুদ্ধিদোষে সে তরুর মূলে,
সবলে করিছে এবে কুঠার আঘাত ;
হায় হায় তরু বুঝি ভূমিসাৎ হয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০০০০০—

চাকানদুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রুগ্নশয্যায় শিবজী শায়িত।

শিবজী। গভীরা যামিনী অন্ধকারময়,
একি হেরি হায়—
শায়িত শয্যায়,
তবু মন এতই চঞ্চল!
নিদ্রা নাই এ পাপ আঁখিতে!
কে জানিত আগে,
শিবজীর পাষাণ পরাণ,
গলে যাবে যবনীর প্রেমে?
কোথা মোর যবনবিদ্বেষ?
কোথা গেল ক্ষত্রধর্ম্ম মোর?
রোশিনারা আত্মহারা করিলি আমায়!
কোন্ মুখে কব কথা,
পতিপ্রাণা সইবাই সনে?
স্নেহময়ীদেবীরূপাজননি আমার,
ক্ষমিবে কি পাপিষ্ঠ পুত্রেরে?
কই গুরো!
কোথা গেল তব উপদেশ?
কোথা মা ঈশানি সঙ্কটনাশিনি

পতিত গো ঘোর দায়ে আজি
নাশ মা কলুষ এ পাপ মনের।

(ধীরে ধীরে রোশিনারার প্রবেশ।)

এঁ্যা—এঁ্যা—তুমি—
তুমি কেন এ হেন সময় ?

রোশি। অপরাধ হয়ে থাকে যদি,
ক্ষমা কর মোরে।

[প্রস্থানোদ্যতা।

শিবজী। কোথা যাও বারেক দাঁড়াও,
ফিরে চাও সাজাদি সুন্দরি।
মূর্খ আমি ভাবি নাই আগে,
প্রয়োজন আছে বুঝি আমার সকাশে,
প্রাণপণে আমি তব কার্য্য উদ্ধারিব।

রোশি। এতই কি স্বার্থপর যবনদুহিতা ?

শিবজী। ক্ষম অপরাধ ;
কিন্তু বুঝিতে না পারি,
নিশাকালে কেন তব হেথা আগমন ?

রোশি। রক্ষা তুমি করেছ জীবন।
দিবা অবসানে বিষাদিত মনে,
বনপ্রান্তে গিয়েছিনু করিতে ভ্রমণ ;
ছিনু অন্যমনা চিন্তায় মগনা,
সহসা হুঙ্কারধ্বনি পশিল শ্রবণে ;
চেয়ে দেখি—বদন ব্যাদন করি,
প্রকাণ্ড শার্দ্দূল এক সম্মুখে আমার।

ভাবিলাম নিকট মরণ,
মুদিনু নয়ন,—
কিন্তু হায় মরা ত হলো না।
রিক্তহস্তে, শুধু কর্ত্তরিকা করে,
বীর এক নাশিল শার্দ্দূলে,
সে বীরত্ব কভু কি গো ভুলিব জীবনে!
শার্দ্দূলসমরে কিন্তু আহত সে বীর,
বাঁদীপাশে শুনি,
শয্যাশায়ী আজি হায় বীরচূড়ামণি;
শুধু অভাগীকারণ,
সহিছেন তিনি আহা কতই যাতনা!
বল বল কেন মোরে মরিতে দিলে না?

শিবজী। একি কথা বাদশাহবালা?
কিশোর বয়সে কি হেন বিষম বিষে,
জর জর অন্তর তোমার?
কোন্ কালকীট বল কুসুমকোরকে,
প্রবেশি শুকাতে চায় অকালে তাহায়?
বল বল করোনা ছলনা।

রোশি। পায়ে ধরি বলিতে বলো না,
কেহ জানিবে না কি মোর বেদনা।
অশ্বতরী যথা মৃত্যুকালে শুধু,
ত্যাগ করে হৃদয়ের ধন,
তেমতি রোশিনা কবরের মৃত্তিকায়,
শুনাইবে হৃদয়বেদন।

উচ্চ কার্য্যে ব্রতী মহারাজ,
প্রাণপণে কর সদা স্বকার্য্য সাধন ;
তব যোগ্য নহে ত শ্রবণ,
ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদে কোথা,
ক্ষুদ্র এক রমণীহৃদয়।

শিবজী। রোশিনারা !
হেন বাণী না সাজে তোমার—
(নেপথ্যে "হর হর মহাদেও" শব্দ)
অকস্মাৎ কেন এই যুদ্ধকোলাহল ?
শত্রু বুঝি আক্রমিছে পুরী ?
কি যাতনা এ হেন সময়
জড়পিণ্ডসম আমি নিশ্চেষ্ট রহিব ?

(শশব্যস্তে তানাজীর প্রবেশ।)

তানাজী। ছত্রপতি বিষম বিপদ !
দুর্গ প্রায় শত্রুহস্তগত ;
জানি না বিশ্বাসহন্তা কোন্ নরাধম
গুপ্তপথ দেছে দেখাইয়ে।

শিবজী। এখন(ও) জীবিত আছে বিশ্বাসঘাতক ?
শিবজীর ভবানী কৃপাণ,
দ্বিখণ্ডিত করিল না তারে !

তানাজী। সম্বর সম্বর রোষ ওহে নরমণি,
বিচারের নাহিক সময়,
এ ঘোর আঁধারে পিশাচের মত,
প্রাণপণে যুঝে তব মবলাসৈনিক।

কিন্তু হায় বৃথা চেষ্টা ;
অর্দ্ধ দণ্ড পরে,
দুর্গ হবে শত্রুকরগত।
(নেপথ্যে "আল্লাহো আকবর" শব্দ)
শুন প্রভু শত্রুজয়ধ্বনি,
বিলম্বে বিপদ হবে।
শিবজী। কি বল তানাজি !
কাপুরুষসম যাব পলাইয়ে,
হীন প্রাণ রক্ষিতে আমার ?
তানাজী। প্রাণে তব নাহি অধিকার,
প্রাণ ত তোমার নহে,
সে যে জাতীয় জীবন।
ধরি পায় হিন্দুরবি মহারাষ্ট্রনেতা,
অকালে অতলতলে
ডুবায়ে দিও না সব হিন্দুর ভরসা।
শত হস্ত নিম্নদেশে দুর্গতলভাগে,
বহে যায় নির্ঝরিণী কুলুকুলুনাদে,
ঝাঁপ দিয়ে পড় দেব বক্ষেতে তাহার।
(নেপথ্যে পুনরায় "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি)
ঐ শুন ঐ শুন,
মোগলের জয়ধ্বনি হয় অগ্রসর।
যাই আমি বাধা দিই ক্ষণেকের তরে,
কিন্তু দেব বিলম্ব করো না।

রোশি। কি ভাবিছ মহারাজ ?
ভাবিবার আছে কি সময় ?
শিবজী। রোশিনারা—রোশিনারা—
রোশি। কেন বীরবর ?
শিবজী। রোশিনারা—
রোশি। একি ! উন্মত্ত কি তুমি ?
গর্জ্জে দ্বারে শমন আপনা,
একি বিড়ম্বনা !
রয়েছ এখন(ও) তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়ে !
শিবজী। রোশিনারা ! সত্যই উন্মত্ত আমি,
কারে কব হৃদয়বেদনা ?
কে বুঝিবে কি মোর যাতনা ?
রোশিনারা—রোশিনারা—
দিল্লীর প্রাসাদে কত বিলাসিতা মাঝে,
সখীসহ কুতূহলে রহিবে যখন,
বারেকের তরে ভাবিবে কি মনে,
হতভাগ্য শিবজী দস্যুরে ?
নিরুত্তর কেন ?
একি, অশ্রু কেন নয়নের কোণে ?
রোশিনারা !
দেখ চেয়ে হৃদয়ের পানে,
অন্তর আমার শুধু রোশিনারামময় ;
কিন্তু হায়, বুক ফেটে যায়,
এই বুঝি শেষ দেখা।

বল বল হৃদয়ের প্রান্তভাগে,
দস্যু কভু পাইবে কি স্থান ?

রোশি। কি বলিব অভাগিনী আমি।

(নেপথ্যে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি)

এলো এলো গৃহদ্বারে অরি,
পায়ে ধরি বিলম্ব করো না।

শিবজী। বল বল ভুলিবে কি মোরে ?

রোশি। ভুলে যাব—কেমনে ভুলিব ?

শিবজী। হলো আজ সুস্থির হৃদয়।
তবে আসি আমি,—
বাঁচি যদি দেখা হবে পুন।

[প্রস্থান।

(ব্যাঙ্কোজী ও দীলেরখাঁর প্রবেশ।)

দীলের। কই—কোথা—শিবজী কোথায় ?
কোথা গেল বর্ব্বর কাফের ?

ব্যাঙ্কো। এই ত তাহার কক্ষ।
আহত শার্দ্দূলনখে শয্যাশায়ী আজি,
তা না হলে দুর্গজয় সহজ হতো না ;
অবসর বুঝে আমি ভেটিনু সংবাদ।

দীলের। পাখী উড়ে গেছে শূন্য এ পিঞ্জর।

ব্যাঙ্কো। ভাবিও না সেনাপতি!
দুর্ব্বল শরীর তার,
বেশী দূর যাইতে পারেনি,

দীলের। একি সাজাদী এখানে!
দ্বারে কেন আছ দাঁড়াইয়ে?
দেহ পথ, যাব আমি শিবজীসন্ধানে,
একি, তবু সরিছ না!
রোশি। সেনাপতি!
পুত্তলিকাসম রহ নিশ্চল দাঁড়ায়ে।
দীলের। একি এ সাজাদি!
নিশাদ্বিপ্রহরে শিবজীশয়নদ্বারে,
কেন বল তব আগমন?
একি ভাল আচরণ?
রোশি। সাবধান সেনাপতি!
ভুলেছ কি মনে,
আছ তুমি কাহার সম্মুখে?
দিল্লীর সাজাদী আমি,
কার্য্য তব আদেশ পালন,
অধিকার নাহি তব
সুধাবারে কোন কথা।
ব্যাঙ্কো। এস সেনাপতি!
অন্য পথে লয়ে যাই শিবজীপশ্চাতে।
রোশি। সাবধান!
কর মোর আদেশ পালন,
বন্দী কর বিশ্বাসঘাতকে;
(দীলেরখাঁ কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কোজীর হস্তধারণ)
পশ্চাতে পাঠায়ে দিও শিবজীসকাশে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রায়গড়দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

শিবজী।

শিবজী। রোশিনারা ভাল বাসে মোরে!
উদাস হৃদয়,
কার্য্যপানে ফিরে নাহি চায়,
সদা মনে হয়,
কত দিনে হেরিব তাহায়।
দিগ্দর্শন যন্ত্রের ফলক,
উত্তরাস্যে রহে সদা যথা,
নাহি তার স্থান ব্যতিক্রম,
সেই মত ভোজনে ভ্রমণে,
কিম্বা মোর শয়নে স্বপনে,
ফিরে মন রোশিনা সন্ধানে।
রণস্থলে শুনি যবে কামানগর্জ্জন,
বীরের হুঙ্কারধ্বনি কোদণ্ডটঙ্কার,
শত্রুর ভীষণ ভল্ল কিম্বা তরবারি
হেরি যবে মস্তক উপরে,

ভাবি মনে—
দেখা ত হলো না আর রোশিনার সনে।
কি অদ্ভুত প্রণয়!
জাগে মনে প্রতিক্ষণে,
এ জীবনে নাহি পাব তারে,
অনুচিত ভালবাসা মোর,
তবু কেন ভুলিতে না পারি?

(তানাজীর প্রবেশ।)

কেন সখা অসময়ে তব দরশন?

তানাজী। আছে নিবেদন;
দ্বারদেশে সহস্র যবন,
কার্য্য মাগে তোমার অধীনে,
হবে না ত শত্রুপক্ষচর?

শিবজী। অরি মোর দিল্লীর সম্রাট্,
শত্রু নহে সমগ্র যবন।
হিন্দু দেবালয়সম—
ম্লেচ্ছের মস্‌জিদ্ করি যতনে পালন;
লহ কার্য্যে যবনসৈন্যেরে।

তানাজী। সেনাপতি ইব্রাহিম প্রেরেছে বারতা,
জলযুদ্ধে পরাজিত পোর্টুগীজগণ,
বিপর্য্যস্ত মোগলতরণী।

শিবজী। সুখী হনু তোমার বচনে।
বিদেশীয়গণে সব রাখিতে শাসনে,
উচিত আমার করা নৌবলবর্দ্ধন।

তানাজী। মোগলের দূত এক মাগে দরশন।

শিবজী। লয়ে এস তারে।

[তানাজীর প্রস্থান

কিবা কার্য্য মোর পাশে মোগলদূতের ?

(তানাজীসহ দূতের প্রবেশ।)

দূত। পত্র এক আছে মহারাজ!

শিবজী। তানাজি!

পত্রঅর্থ কর অবগত।

তানাজী। সেনানী দীলের খাঁ পাঠান বারতা,

মহারাষ্ট্র একজন ষড়যন্ত্র করি,

চাকান দুর্গের পথ দিল দেখাইয়ে।

শিবজী। এ ত পুরাতন কথা,

ধন্যবাদ জানায়ো যবনে।

তানাজী। সাজাদিআজ্ঞায়,

বন্দীকৃত বিশ্বাসঘাতক।

শিবজী। সাজাদিআজ্ঞায়!

তানাজী। তাঁহারি আদেশে,

প্রেরিত সে নরাধম ছত্রপতিপাশে।

শিবজী। কই—কোথা সেই বিশ্বাসঘাতক ?

নিজ করে দ্বিখণ্ডিত করিব মস্তক।

ক্ষমা কর দূতবর!

না জানি মোগলরীতি জানিতে চাহি না,

আছে এই সনাতন মহারাষ্ট্রপ্রথা,

বিশ্বাসহন্তার দণ্ড মস্তকচ্ছেদন।
ত্বরা লয়ে এস সেই নরকের কীটে।

[দূতের প্রস্থান।

লিখে দিব ছিন্নমুণ্ড'পরে
এই সেই বিশ্বাসঘাতক।

(বদ্ধহস্ত ব্যাঙ্কোজীসহ দূতের প্রবেশ।)

একি—ব্যাঙ্কোজি!
তুমি—তুমি—তোমার এ কাজ!
বুঝিতে না পারি,
সত্য কিবা শত্রুর চাতুরী;
না না—বন্দী তুমি রোশিনাআদেশে।
জন্মভূমিমহারত্নে,
শত্রুকরে তুলে দিতে ডালি,
কেন তব হইল কুমতি?
সাহজীসন্তান হয়ে;
কাপুরুষসম আচরণ!
ভুলেছ কি মনে,
জ্যেষ্ঠে তব বধেছে যবন?
সহেছেন পিতা তবু কত নির্যাতন?
সেই সে কারণ,
যবনউচ্ছেদব্রত করেছি ধারণ।
হতে যদি সহোদর মোর,
কিম্বা যদি হইতে সন্তান,
নিজকরে লইতাম প্রাণ।

কিন্তু তুমি বিমাতার নয়নের মণি,
অশ্রু তাঁর হেরিতে নারিব ;
এই হেতু শুধু তোমা করিনু মার্জ্জনা।

(ব্যাঙ্কোজীর হস্ত মুক্তকরণ)

(দূতের প্রতি)
জানায়ো প্রভুরে তব কৃতজ্ঞতা মোর।

[দূতের প্রস্থান।

তানাজী। স্যর্ হেন্‌রী অক্সডেন ইংরাজের দূত,
বাণিজ্যসৌকর্য্যআশে মাগে দরশন।

শিবজী। কল্য প্রাতে হেরিব তাঁহায়।
দেখ সখা ভিখারীর বেশে,
পূজনীয় গুরুদেব মোর
ফিরিছেন দ্বারে দ্বারে,
চল চল, মোরা কিছু ভিক্ষা দিয়ে আসি।

[শিবজী ও তানাজীর প্রস্থান।

ব্যাঙ্কো। ওহো জ্বলে যায় প্রাণ,
এত অপমান,
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।
শিব অবতার তুই শিবজী ভূপাল,
আমি কিনা পাপিষ্ঠ ব্যাঙ্কোজী!
জ্বলে মরি মনে হলে সব কথা,
কারে কব ব্যথা,
সব বেটা শিবজীনফর।
রাজমাতা বুড়ি জিজিবাই,

কেহ নহে আমার জননী ?
সাবধান শিবঅবতার
ঘৃতাহুতি দিয়াছ অনলে।
ক্ষতমাঝে লবণের ছিটা যথা
বাড়ায় যন্ত্রণা,
সেই মত তোমার মার্জ্জনা,
জ্বালার উপর জ্বালা প্রদানে আমায়।
ব্যাঙ্কোজী আমার নাম,
তাই বলি হোস্ সাবধান,
হৃদয়শোণিতে তোর নিভাব অনল।

[প্রস্থান।

(শিবজী, তানাজী ও রামদাস স্বামীর প্রবেশ।)

রাম। একি শিব্বা !
দানপত্র লয়ে কি করিব আমি ?
তব রাজ্য, তোমার ঐশ্বর্য্য,
ভোগ কর সুখে চিরদিন ;
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর
রাজ্যে বল কিবা প্রয়োজন ?
শিবজী। যথা ইচ্ছা কর গুরুদেব।
দীন হীন যে আছে যথায়,
তোমার কৃপায় দুঃখ দূর হবে ;
বিলাও সমগ্র ধন অনাথ ভিক্ষুকে।
দেহ দাসে অনুমতি,

সন্ন্যাসী হইয়ে তব সেবিতে চরণ,
মূঢ়জনে শিখাও ভকতিপ্রেম।

রাম। অধিকার নাহি তব ত্যজিতে সংসার ;
বড়ই কঠিন ধর্ম্ম সন্ন্যাসআশ্রম,
গৃহস্থের গৃহই আশ্রম।
পিতামাতা পুত্রকন্যা ছাড়ি,
লক্ষ্মীরূপা ধর্ম্মপত্নী ফেলি,
করে যেই সন্ন্যাসগ্রহণ,
কভু নাহি হয় তার ভজনসাধন।
পুত্রের বিহনে,
অশ্রু যদি ঝরে বৎস মাতার নয়নে,
সেই অশ্রু অগ্নিসম দহিবে অবোধে,
সব শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।
শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মে ব্রতী তুমি মহারাজ,
জন্মভূমিস্বাধীনতাধন,
যত্নে তুমি করিছ অর্জ্জন,
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে সন্ন্যাসআশ্রম ;
তব ধন তব করে করি প্রত্যর্পণ।

শিবজী। দান করি পুনঃ সেই ধন,
কহ দেব কেমনে বা করিব গ্রহণ ?

রাম। মমাধীনে জেনো তুমি করদ রাজন্,
দেয় করে করো লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন
লক্ষ দীনজনে করো ধনবিতরণ,
লক্ষ চতুষ্পাঠী তুমি করিও পালন,

লক্ষ শিবলিঙ্গ বৎস করিও স্থাপন ;
দেহ শিব্বা বিদায় এখন,
করিব কিয়ৎদিন তীর্থপর্য্যটন।

(দানপত্র প্রত্যর্পণ)

শিবজী। প্রতি বর্ণে হবে তব আদেশপালন,
আশীষ অধমে দাস ধরে শ্রীচরণ।

[রামদাস স্বামীর প্রস্থান।

আজ হতে রাজা আমি সন্ন্যাসীঅধীন,
চিহ্নসম—
জাতীয় পতাকা হবে গৈরিকবসন,
চল ভাই—
সুসংবাদ দিই গিয়ে মাতার সকাশে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদকানন।

রোশিনারা।

গীত।

অতি যতনের, কিশোর প্রাণের, সুকোমলী ভাব, কোথায় গেল,
না জানি কারণ, না জানি কখন, কেন ফেলে সই, দূরে পলাইল
গেছিনু সজনি, সুদূর দেশে, দেখিতে প্রকৃতিসুষমাখেলা,
অমিয় ধারাতে, পরাণ তুষিতে, গলায় পরিতে, সোহাগমালা ;

দেখিনু নবীননীরদমাঝে, চমকে চপলা, মোহন সাজে,
আবেশ পরাণে, জাগন্ত স্বপনে, ক্ষণেকের তরে, রূপের আলো।
চমক ভাঙ্গিয়ে, চাহিনু যাই, দেখিনু পরাণে, পরাণ নাই,
অনেক খুঁজিনু, তবু না পাইনু, কোথায় ফেলিনু, কি দায় হলো,
সব ফুরাইল, আশা না মিটিল, স্মৃতিটুকু শুধু, রহিয়ে গেল।

এই সেই প্রমোদকানন,
চিরপরিচিত স্থান নহে ত নূতন।
কতদিন এই স্থানে চপল পরাণে,
কহিয়াছি কত কথা কুসুমের সনে।
কত দিন কুতূহলে সহচরীসাথে,
হৃদয়ের উৎস কত দিয়েছি ছড়ায়ে।
একদিন পড়ে মনে শশধরসনে,
গর্ব্বভরে ব্যঙ্গ করে প্রলাপ বকেছি ;
তাই বুঝি হাসি হাসি পূর্ণিমার শশী,
লজ্জা দিতে রোশিনায়,
ত্বরা আজি হতেছে উদয় ?
পড়ে মনে কঙ্কণপ্রদেশে,
আর এক পূর্ণিমা রজনী,
আধ স্বপ্নে, আধ জাগরণে,
সংগোপনে অতি সযতনে,
ধীরি ধীরি খুলিয়ে হৃদয়দ্বার,
কে আমার পশিল অন্তরে,
কমনকান্তি দিব্যজ্যোতি প্রেমপ্রীতিময় !
মনে হলে সে মোহনছবি,

কি ললাট—কি নয়ন—কি শান্ত অধর !
ভুলে যাই নির্ম্মমসংসার,
নর—নারী—শোক—কোলাহল,
ভুলে যাই অস্তিত্ব আমার,
ডুবে যাই সোহাগসাগরে।
কিন্তু যবে মনে হয়,
সে ত কভু আমার হবে না,
জেগে উঠে মর্ম্মমাঝে,
তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন,
আঁখিফাটা আঁখিজল ঝরে ঝরঝরে,
বুকফাটা হাহাকার শুনি চারিধারে,
বিফল বাসনা কাঁদে হৃদয়শ্মশানে।

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

কলি ফুটোনা ফুটোনা ফুটোনা,
ফুটিলে জুটিবে অলি, লুটিবে মধুকণা।
হৃদে চাপি রাখ মধু, ফুটিবে ঝরিতে শুধু,
বিরাগে তখন বঁধু, যাবে চলি আসিবে না।

১ম সখী। কেন সখি একাকিনী আনতবদন ?
কেন লো নিমেষহীন নিশ্চলনয়ন ?
পাণ্ডুবর্ণ শশীসম প্রভাতগগনে,
কেন লো মলিন আজ স্বুবর্ণলতিকা ?
প্রফুল্ল পঙ্কজসম ও চারুবয়ানে,

কেন হেরি বিষাদের হৃদিহীন ছায়া ?
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে,
কেন বসি সংসারের সমুদ্রশিয়রে ?

২য় সখী। দেখ সখি! শরতের শুভ্রশশী,
শুভ্রহাসি বিকাশে কেমন!
তরল লহরীসনে
খেলা করে তরলকিরণ।
অলস আবেশে ঢলি,
কোমল কুসুমকলি,
হাসি হাসি উঠিছে ফুটিয়া;
তোমারে বিমনা হেরি,
বিষাদিত হলো কলি,
ম্লানমুখী হের সই,
ব্যথিতা তারকাবালা,
কেন সখি চুপি চুপি,
পরিলে বিষাদমালা ?

৩য় সখী। মুখে নাহি কথা ফোটে,
ভাবগুলি কেঁপে উঠে,
চঞ্চল সরসীজলে শশীবিম্বপ্রায়।
হাসিমুখে হাসি ঢেকে,
সুষমা ধরিয়ে বুকে,
কোথা সেই অনিবার আনন্দ অপার ?
অতীতের কত মধুস্মৃতি,
ভবিষ্যের সুধাময় মনোরম ছবি,

উজলিয়া উঠুক ফুটিয়া,
শুধু শান্তি—শুধু তৃপ্তি
বুকভরা ভালবাসা—প্রাণভরা প্রীতি।

রোশি। শুন সহচরি!
নহি আমি আর সেই গর্ব্বিতা সাজাদী,
চপল চঞ্চল সদা অস্থিরহৃদয়।
স্থির ধীর নবঘনকোলে,
শোভে যথা চঞ্চলাদামিনী;
কিম্বা যথা শান্তনীলাকাশ,
স্পর্শে নীল সংক্ষোভিত সাগরসলিল;
সেই মত না জানি সজনি,
কোথা হতে যুগপৎ সাম্যভাব আসি,
চপল হৃদয়সনে মিশিল গোপনে।

১ম সখী। বুঝেছি সাজাদি আর বলিতে হবে না;
কঙ্কণপ্রদেশ মাঝে
হারায়ে এসেছ হায় ও ক্ষুদ্র পরাণ।
যতদিন হৃদাকাশে,
নাহি পড়ে প্রণয়ের ছায়া,
বাল্যভাবে তত দিন না ঘটে অভাব।
প্রণয় সরম আনে মানবহৃদয়ে;
বাষ্পের পরশে যথা,
দর্পণের স্বচ্ছভাব হয়ে যায় দূর,
সেই মত সরমের ক্ষণিক পরশে,
বাল্যভাব মানবের হয় বিদূরিত।

গীত।

না জানি কিসের তরে গরল্ব ঢালে গরল প্রাণে,
তারা কি জানে তখন প্রণয় কেমন, কত জ্বালা হৃদে হানে।
দেখি না ফুলের মালা, চাহি না অলির খেলা,
দূরে যাও চাঁদের কিরণ মলয় পবন, ভুলিনাক কোকিল গানে,
আপন মনে হয়ে খুসি, আপন প্রাণে ভালবাসি,
আমার সাধের হৃদয় হয়ে নিদয়, দিবনাক অন্যজনে।

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। সাজাদি! জাঁহাপনা প্রমোদকাননে আপনার দর্শনার্থে আগমন কচ্চেন, বাঁদী সংবাদ দিতে এসেছে।

[বাঁদী ও সখীগণের প্রস্থান

(সম্রাটের প্রবেশ।)

আরাং। বৎসে!

আছে কিছু জিজ্ঞাস্য তোমায়;
সেই হেতু প্রমোদকাননে,
অসময়ে দিনু দরশন।
আফ্‌গান দীলের খাঁ,
চাহে মোর কলুষিত করিতে শ্রবণ;
কিন্তু তার বৃথা আকিঞ্চন।
এত দূর সাহস তাহার,
নিঃসঙ্কোচে কহে মোরে,
শিবজীশয়নদ্বারে নিশাদ্বিপ্রহরে,
সাজাদীরে স্বচক্ষে হেরেছে!
তব ব্যবধানে শুধু শিবজী পলাল!
সমুচিত শাস্তি দিব দুরাত্মা নিন্দুকে।

রোশি। পিতা ! নির্দ্দোষ দীলের খাঁ।

আরাং। নির্দ্দোষ দীলের খাঁ !

সত্য কথা তবে সে কি বলিয়াছে মোরে ?

রোশি। সব সত্য।

আরাং। বজ্র—বজ্র—কোথা তুমি ছিলে সে সময় ?

পড়িলে না কেন তুমি পাপিনীর শিরে ?

সর্প কি লুকায়ে ছিলে ভূগর্ভবিবরে ?

আরে আরে কুলকলঙ্কিনি !

আরে আরে দুষ্কৃতাচারিণি !

অবহেলে কুলমান দিলি বিসর্জ্জন !

তবু তোর হলো না মরণ ?

রোশি। পিতা ! পিতা !!

দেখ চেয়ে আমার বদনে,

নাহি মাগি জনকের সস্নেহনয়ন,

বিচারকতীক্ষ্ণদৃষ্টি করি আকিঞ্চন,

বল বল হেরিছ কি কলঙ্ককালিমা ?

নহে কি হৃদয় মোর স্বচ্ছ নিরমল ?

শুন পিতা—তোমার দুহিতা,

নহে কভু কুলকলঙ্কিনী।

আরাং। "নহে কভু কুলকলঙ্কিনী"

ভাল—ঘোর নিশাভাগে,

শিবজীশয়নকক্ষে,

কিবা তব ছিল প্রয়োজন ?

রোশি। শার্দ্দূলকবল হতে,

যেই জন রক্ষা মোর করিল জীবন ;
আমা তরে আহত হইয়ে,
শয্যাগত যেই বীরবর ;
নিশা কি দিবায়,
একবার যাই যদি হেরিতে তাহায়,
হইব কি কুলকলঙ্কিনী ?

আরাং। ধিক্ ধিক্ শতধিক তোরে ;
লজ্জা নাহি করে বলিতে আমারে,
বাদশাহবালা গেল
কাফেরের সেবিতে চরণ !

রোশি। পিতা ! কে কাফের কেবা বা যবন ?
মুদিলে নয়ন,
কোথা পড়ে র'বে সিংহাসন ?
একই জনের সৃষ্টি যবন কাফের,
এক(ই) দশা সবাকার অন্তিমশয্যায় !

আরাং। আরে আরে প্রগল্ভ বালিকা,
জ্ঞানশিক্ষা দাও তুমি আপন জনকে ?
স্বপনেও ভাবি নাই কভু,
ভুলে গিয়ে মর্য্যাদা আপন,
মুগ্ধ হবি কাফেরের প্রেমে !
পাইবি উচিত প্রতিফল,
আজ হতে কারাগারে হলো তোর স্থান।

[প্রস্থান।

রোশি। হা বিধাতঃ—এই ছিল মনে !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

জয়সিংহ।

জয়। দিনে দিনে পরাজিত মহারাষ্ট্রচমূ,
প্রীত তাহে বড় দিল্লীশ্বর;
কিন্তু হায়—মোগলের ভাগ্যাকাশ,
ঘেরিছে নিবিড় মেঘে।
বিলাসিতা ব্যভিচারে নির্জ্জীব মোগল,
অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত প্রজা,
সনাতনধর্ম্মদ্বেষী সম্রাট্ স্বয়ং।
জীর্ণপ্রাসাদের মত মোগলসাম্রাজ্য,
গর্ব্বভরে উচ্চশিরে আছে দাঁড়াইয়ে,
নাহি জানে অবিলম্বে হবে ভূমিসাৎ।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাজের জয় হোক। রাজা শিবজী বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

জয়। শিবজী—শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে মোর!
চল যাই সমাদরে লয়ে আসি তাঁরে।

(উভয়ের প্রস্থান, এবং শিবজীসহ জয়সিংহের পুনরাগমন।)

পবিত্র শিবির মোর তব পদার্পণে।

শিবজী। সে কি কথা দেব?

দাস আমি তব,
কিঙ্কর বিমুখ কবে আদেশপালনে ?

জয়। প্রীত হ'নু তব আচরণে।
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হলে দিল্লীশ্বরসনে,
সম্মানিত হবে মহারাজ !
একি ! অশ্রু কেন নয়নে তোমার ?

শিবজী। কিবা কব কেন আমি কাঁদি ?
ধর্ম্ম কিবা সত্য যদি থাকে এ ভারতে,
আছে তাহা রাজপুতহৃদে।
রাজপুতকুলোত্তম তুমি মহারাজ,
বিদ্যা বুদ্ধি বাহুবলে অতুল জগতে,
এ হেন অম্বরপতি ম্লেচ্ছসেনাপতি !

জয়। সত্য বটে ক্ষোভের কারণ,
কিন্তু কে ঘুচাবে অদৃষ্টলিখন ?
অদৃষ্টের দোষে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেল,
দানবে করিল ভোগ সোনার স্বরগ।
শুধু সেই নিয়ন্তানিয়োগে,
আর্য্যজাতি পশিল ভারতে,
আদিম নিবাসীগণে,
খেদাইলা পার্ব্বত্যপ্রদেশে ;
তাঁহার(ই) ইচ্ছায়,
সেই আর্য্যজাতি আজি যবনবিজিত।
নাহি জানি, পুনঃ
কোন্ জাতি একচ্ছত্রী করিবে ভারত।

শিবজী। কোন্ মন্ত্রবলে আজি মহারাজ,
হেন চিরবৈরীভাব দিয়ে বিসর্জ্জন,
আগুয়ান হিন্দুসহ রণে ?

জয়। নহে মন্ত্রবল,
সত্যপাশে বদ্ধ আমি নাহিক উপায়।

শিবজী। আছে এক জিজ্ঞাস্য রাজন্!
শত্রুসনে সত্যের পালন,
বিধেয় কি সর্ব্বস্থলে সকল সময়ে ?

জয়। ছত্রপতি! হেন বাণী না সাজে তোমায়।
ব্রতী তুমি হিন্দুত্বস্থাপনে,
ধর্ম্মরাজ্য করিছ বিস্তার,
জ্ঞানী হয়ে কেন হেন অজ্ঞানবচন ?
হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা,
না হইলে সত্যের পালনে,
হইবে কি সত্যের লঙ্ঘনে ?
জেনো মনে, সত্য সার মানবজীবনে।
রাজপুত ইতিহাস কর অন্বেষণ,
দেখিবে তখন— শুধু মুখের বচন,
দৃঢ়তর সন্ধিপত্র হতে।
সর্ব্বনাশ হয়েছে সাধন,
অবহেলে আলিঙ্গন করেছে মরণ,
কিন্তু কেহ সত্য কভু করেনি লঙ্ঘন,
সত্যের অভাব শুধু জাতীয় পতন।

শিবজী। পিতৃতুল্য তুমি নরমণি!

ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে।
কিন্তু দেব—যে সাধের আশালতা,
সযতনে হৃদি মাঝে করেছি রোপণ,
এত দিন করিয়াছি সলিলসেচন,
দেবীরূপা মাতা মোর পোষিকা যাহার,
স্বয়ং ঈশানী যারে করেন পালন,
সে কোমল হৃদিলতা কোন্ কর্ম্মফলে,
তুলে দিব কালের কঠোর করে,
অসময়ে করিতে ছেদন ?

জয়। ধর বৎস বহুদর্শী বৃদ্ধের বচন,
সন্ধ্যার মলিন ছায়া আবরে মোগলে,
হিন্দুর জীবননিশি হতেছে প্রভাত,
বালারুণমহারাষ্ট্র,
স্বল্পপরে ভাতিবে গগনে।
ঐ দেখ চেয়ে—
তমোরাশি ধীরি ধীরি যাইছে সরিয়া,
ঊষার রক্তিম ছটা বিকাশে গগনে।
সাবধান মহারাষ্ট্রনেতা,
চতুরতা দিওনা প্রশ্রয়।
নবনীতসম বালকের মন,
কুশিক্ষাকলঙ্ক যদি করয়ে গ্রহণ,
যৌবনে তাহার ফল অতীব ভীষণ ;
সেই মত মহারাষ্ট্রজন,
দুর্গ অস্ত্র করিছে লুণ্ঠন,

কল্য সব লুণ্ঠিবে ভারত।
সাবধান শিক্ষাগুরু!
ধর বৃদ্ধের বচন,
যেই জাতি করে লুণ্ঠন পীড়ন,
অনিবার্য্য তার অকালমরণ।

শিবজী। রবে গাঁথা হৃদিপটে তব উপদেশ।
কি আদেশ আর দেব অধমের প্রতি?

জয়। আজি হতে—
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হলে দিল্লীশ্বরসনে;
আমন্ত্রণমত কর দিল্লীতে গমন,
দৃঢ়তর হবে তায় সন্ধির বন্ধন।
পুত্র রামসিংহ আছে বাদশাহপাশে,
আমার আজ্ঞায়—
জ্যেষ্ঠসম হেরিবে তোমায়।
নাহি বৎস ভাবনা তোমার,
যদিও সম্রাট্ পাপমতি,
স্পর্শিতে কেশাগ্র তব নাহিক শকতি,
যতদিন জয়সিংহ থাকিবে জীবিত।

শিবজী। আজ্ঞা তব যতনে পালিব;
আশীষ দাসেরে, লভি বিদায় এখন।

জয়। এস বৎস দেখা হবে পুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

সাজাহান।

সাজা। হায় হায় কি ছিল কপালে!
আমা সম অভাজন কে আছে ধরায়!
এক দিন মোর ভুজবলে,
কম্পান্বিত হইত বসুধা;
কত শত নৃপতি নবাব,
ব্যগ্র হতো আদেশপালনে;
ধন্য মনে মানিত আপনা,
নেহারিলে সহাস্যবদন,
ভ্রূকুটী হেরিলে সবে গণিত প্রমাদ।
কোথা পড়ে আছে হায় ময়ূরআসন?
ধরাধামে স্বর্গপুরীসম,
কোথা মোর প্রাসাদ সকল?
সেই আমি দিল্লীর ঈশ্বর
বন্দী আজ তস্কর সমান!

(রোশিনারার প্রবেশ।)

আরে আরে সর্পশিশু এসেছে হেথায়,
করিবারে বিদ্রূপদংশন,
ঢালিতে ঘৃতের ধারা প্রদীপ্ত পাবকে।
এখন(ও) কি পুরেনি কামনা?

নিষ্ঠুরতা আর(ও) কিছু আছে কি ধরায় ?
আবিষ্কৃত নরকের নব অত্যাচার,
তাই বুঝি এসেছিস্ হেথা ?
হা পুত্র, হা দারা বংশের দুলাল !
কোথারে মোরাদ্ সুজা তনয় আমার,
দেখ না আসিয়ে আজি কি দশা পিতার !
পুত্রশোকানল হৃদে,
ধূ ধূ করি জ্বলিছে নিয়ত,
সপ্ত সমুদ্রের বারি,
পারিবে না সে অনল করিতে নির্ব্বাণ,
কি আশ্চর্য্য ভস্ম তবু নাহি হয় প্রাণ !

রোশি। পিতামহ ! কেন রোষ আমার উপর ?

সাজা। কেন রোষি ?
পুত্রশোক পেয়েছে যে জন,
তারে গিয়ে সুধাও কারণ।
পুত্র হয়ে কারাগারে দিল মোরে স্থান !
হায় হায় তবু মোর রহিল পরাণ !
নরকের সর্পসম,
যদি মোর হইত নয়ন,
দৃষ্টি মাত্র আসে ধেয়ে আপনি শমন,
আঁখির প্রভাবে সবংশে আরাংজেবে,
পাঠাতাম শমনসদন ;
তবে—তবে যদি জুড়াইত প্রাণ,
তবে যদি এ অনল হইত নির্ব্বাণ

রোশি। ক্ষমা কর অবোধ পুত্রেরে।
সাজা। ক্ষমা—ক্ষমা নাই আমার অন্তরে।
যে জ্বালায় জ্বলি নিশিদিন
সপ্তগুণ জ্বালা তার পাবে নরাধম ;
জন্মদাতা পিতা আমি,.
উত্তপ্তনয়ননীর সদা ঝরে মোর,
তপ্তলৌহসম তার বাজিবে মরমে ;
শুন পীর পেগম্বর,
শুন শুন দিবাকর,
শুন শুন গ্রহতারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
অন্তরীক্ষে অলক্ষ্যে যা যে আছ যথায়,
শুন শুন অভিশাপ মোর,
বেঁচে রবে আরাংজেব,
কিন্তু তিলেকের সুখ না পাবে কখন।
রোশি। সম্বর সম্বর অভিশাপ,
অস্থি মজ্জা শুষ্ক হয় ভীষণ বচনে।
সাজা। কি কারণে মোর পাশে তব আগমন ?
আসিয়াছ চাতুরী করিতে ?
শিশুকালে বড় স্নেহ করিতাম তোরে,
এই বুঝি পরিণাম তার ?
সময় বুঝিয়া হায় তুইও নিদয় !
কীটদষ্টবৃক্ষে কভু সুফল কি হয় ?
রোশি। নাহি জানি চাতুরী কেমন।
ভাগ্যদোষে পিতা রুষ্ট মোর,

কারাগারে পাইয়াছি স্থান ;
বিনয় করিয়ে কত,
থাকিতে তোমার পাশে লভেছি আদেশ।
একদিন কত স্নেহ করিতে আমায়,
নাহি জানি কোন্ দোষে হারানু তাহায় ?

সাজা। বচন তোমার বৎসে অমিয় সমান,
যেন মোর জুড়াল পরাণ।
কঠিন পর্ব্বত হতে লভিয়া জনম,
তরলতরঙ্গকোলে,
হেলিয়া দুলিয়া চলে,
বহে যায় যথা তরঙ্গিণী,
শস্যপূর্ণ করি বসুন্ধরা,
তৃষা দূর করিতে জীবের ;
কিম্বা যথা দুর্গন্ধ পঙ্কেতে,
পঙ্কজিনী জন্ম লভি ছড়ায় সৌরভ,
সেই মত জনমিয়া পাপিষ্ঠঔরসে,
শোকশান্তি করে রোশিনারা।
কিন্তু হায় বুক ফেটে যায়,
স্মরিতে সে পামরের কথা ;
আপন দুহিতা প্রতি না করে মমতা !
এস বৎসে মোর সাথে,
আজ হতে শূন্যহৃদি তব অধিকার,
বিরলে শুনিব তব বিষাদকাহিনী।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

দরবার গৃহ।

(শিবজী, রঘুনাথপন্থ, তানাজী ও সদাসুখ।)

শিবজী। সদাসুখ বল কি ?

সদা। আজ্ঞে এই ভাব, নূতন কিছুই নেই, যেমন বরাবর বলে আস্‌ছি।

শিবজী। না না, অসম্ভব অসম্ভব,
ভাবি বিমাতার নয়নের মণি,
ক্ষমিলাম বিশ্বাসঘাতকে ;
কোষমুক্ত অসি,
করিলাম কঞ্চুকে আবদ্ধ।
এই বুঝি প্রতিদান তার ?
ভাবিলাম অনুতাপানল,
অগ্নি মাঝে অঙ্গার সমান,
মলিনত্ব ঘুচাবে মনের ;
কিন্তু ধন্য তার কুৎসিৎ হৃদয়,
কিছুতেই হলোনা চৈতন্য !

সদা। আজ্ঞে হেঁ, ঐটুকু কেবল বাকি। ওঁর অমৃতময় চরিত্র, কেবল চৈতন্যটুকু এসে যোগ দিলেই একেবারে চৈতন্য-চরিতামৃত হয়ে পড়েন আর কি। সেই জন্য চুপি চুপি আপনার চৈতন্যটুকু জন্মের মতন চুরির চেষ্টায় ফির্‌চেন।

রঘু। দুগ্ধ দিয়া কালসর্প করিলে পালন,
সে কি কভু পারে ভুলিবারে,
চিরন্তন হিংসাবৃত্তি তার?
অবসর পাইলে অমনি,
সেই দুগ্ধমাখা মুখে,
ঢালে হলাহল তার পালকের শিরে।

সদা। আপনি অনেকটা এগিয়ে এসেছেন দেখছি। বলে যান, বলে যান, উপপাদ্য বিষয়ের সাধারণসূত্র, বিবরণসূত্র, প্রমাণ পর্য্যন্ত করেই স্থগিত। উপসংহারটা আর হলো না? সেটুকু তবে আমি বলি শুনুন। দিব্যি করে সাপটার মুখটা লাটী দিয়ে চেপে ধরে, একটী নূতন হাঁড়ীতে পুরে, নর্ম্মদা পার করে দেওয়া।

তানাজী। দীর্ঘ মহীরুহ যবে,
ঝটিকার সনে করে রণ,
অন্তঃস্তল যদি তার কীটজীর্ণ হয়,
স্কন্ধশাখা হলেও সবল,
বাত্যাবেগে হয় উৎপাটিত;
সেইরূপ বহিঃশত্রুমাঝে,
অন্তঃশত্রু হইলে প্রবল,
জয় আশা অতীব বিরল।

সদা। এই যে মশাইও বেড়ে বলে যাচ্ছেন। বলি, রোগ-নির্ণয় করেই কি খালাস? চিকিৎসাটা কি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলেন? যখন হেঁচকী উঠবে, তখন মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করবেন, কি বলেন?

নেতাজী। ধন্য সিংহাসন!
ধন্য তোর আকর্ষণবল।
তোর তরে স্বজনজীবন,
অনায়াসে ভ্রান্ত নর করয়ে গ্রহণ!

সদা। মশায়, একেবারে মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছেচেন। রোগটা বাদশাহের বংশে উৎপন্ন হয়ে, ক্রমে সংক্রামক হয়ে পড়লো। তবে ছোট মহাপ্রভু এখনও কৃতকার্য্য হন নি, কেবল চেষ্টায় ফিরচেন।

শিবজী। পুনা ছাড়ি ত্রিবাঙ্কুরে করিতে গমন,
সুকৌশলে ব্যাঙ্কোজীসকাশে,
পত্র এক করেছি প্রেরণ।
পরশ্বপ্রত্যূষে—
যাইবারে হয়েছে স্বীকৃত।

সদা। শুভস্য শীঘ্রং। একদিনেই কি হয় বলা যায় না।

শিবজী। শুনেছ কি সহচরগণ,
করিব গমন দিল্লীদরশনে?

সদা। (স্বগতঃ) সাজাদী রোশিনারা স্বয়ম্বরা হবেন বুঝি? না না, সে যে যবনী! বাবা, দিল্লীকা লাড্ডু।

রঘু। আরাংজেব অতীব চতুর।
কালসর্পমুখে আপন ইচ্ছায়,
কহ কোন্ জন চাহে যাইবারে?
নিষাদ যেমতি আধার আনিয়ে,
ফাঁদ পাতি ধরে পাখী;
সেইমত মোগল সম্রাট্,

সন্ধিছলে করি আবাহন,
না জানি কি বিপদ ঘটায়!

সদা। "বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ", তা এ বেটা আবার রাজার বেটা মহারাজা। যে লোক জন্মদাতাকে পাখীর মত পিঁজরেয় পুরে রাখে, ভাইগুলোর গলা টিপে মারে, তাকে বিশ্বাস, আর সর্পের মুখচুম্বন, সমান কথা।

শিবজী। তবে শুন নিগূঢ় কারণ;
যুদ্ধ যুদ্ধ করি ফিরিয়াছি এতদিন,
এবে চাহি শিল্প আর বাণিজ্যের
করিবারে উৎকর্ষসাধন,
সুশৃঙ্খলা স্থাপিবারে সমগ্র প্রদেশে।
মিলিয়াছে উত্তম সুযোগ;
জয়সিংহ কহেছে আমায়,
দেহে তাঁর থাকিতে জীবন,
করে তাঁর যত দিন রবে করবাল,
সাধ্য নাহি মোগলের,
স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার।

সদা। কথাটা শুনতে নেহাত মন্দ নয়। বলি, জয়সিংহ মশায় ত আপনার প্রাণের জন্য দায়ী, কিন্তু তাঁর আর দিন কতক পৃথিবীতে থাকার সম্বন্ধে দায়ী কে? একটা খটকা রয়ে গেল।

তানাজী। মহারাষ্ট্রপতি!
বিজ্ঞজনে উপদেশ সাজেনা আমার;
বিশেষতঃ খরস্রোতমুখে,

চাহে যেই বাঁধিতে বালির বাঁধ,
বাতুলতা তার।
যথা ইচ্ছা কর নরমণি!
কিন্তু জেনো আরাংজেবে নাহিক বিশ্বাস।

সদা। মশাই গো বাঁধ টাঁধ না দিয়ে, পাশ দিয়ে অমনি একটু নয়াঞ্জুলি বাগিয়ে দিন না; স্রোতটা ফিরে অন্যদিকে যাক।

নেতাজী। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কি দিব মন্ত্রণা?
অসুস্থতা ভাণ করি,
মম মতে দিল্লী দরশন,
কিছুদিন রাখুন স্থগিত।
গুপ্তচর করিয়ে প্রেরণ,
অবগত হ'ন আগে,
মোগলের মনোভাব কিবা?

সদা। কথাটা শ্রুতিকটু নয়। এর মধ্যে কিন্তু একটু কিন্তু জন্মাচ্চে; তা হলে ত গুপ্তচর বাবাজীকে অন্তর্যামী হতে হয়; না হলে, "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই;" আরাংজেবের মনের ভাব জানতে হলে ত, তার পেটে ডুবুরি নাবাতে হয়।

শিবজী। হয় হোক যা আছে মা ভবানীর মনে।
করিয়াছি বাক্যদান রাজপুতপাশে,
পারিব না সে বাক্য লঙ্ঘিতে।

সদা। যাক্, সমস্ত হেঙ্গাম ত মিটে গেল; বৃথা বাক্যব্যয়ে কেবল ক্ষুধার কলেবর বৃদ্ধি হয়। তা মহারাজ একটা

নিবেদন আছে। ব্রাহ্মণীটী আমার অন্তঃসত্ত্বা, অনেক দিন্ থেকে দিল্লীর লাড্ডু খাবার অভিপ্রায় প্রকাশ কচ্চেন। এমন সুবিধা আর পাব না; অনুগ্রহ করে যদি অধীনকে সঙ্গে নেন, তা হলে দেখে শুনে গোটা কতক ভাল লাড্ডু নিয়ে আসি।

নেতাজী। ছত্রপতিআদেশ পাইলে,
দিল্লী ত সামান্য কথা,
বহ্নিমাঝে ঝাঁপ দিতে হ'ব না কাতর।

রঘু। আপত্তি না থাকে যদি—

শিবজী। বুঝিয়াছি মনোভাব তোমা সবাকার
উচ্চকুলে লভিয়া জনম,
উচ্চ প্রাণীসম আচরণ।
কিন্তু বল কারে দিয়া রাজ্যভার,
রহিব নিশ্চিন্তমনে সুদূর প্রদেশে?
সদাসুখ তানাজীসহিত,
লয়ে মাত্র সহস্রেক অবলাসৈনিক,
যাবে মোর সাথে।
রঘুনাথ প্রতিনিধিসম,
পাল রাজ্য মোর;
নেতাজী অরজী জেনো বাহুবল তব।
যদি দেখ ভাগ্যরবি মোর,
আরাংজেবরাহুকবলিত;
জন্মেজয় সর্পসত্রসম,
জ্বালিও সমরানল,
আহুতি প্রদান করো মোগলমস্তক।

বিদায় এখন—
পূজি গিয়ে মাতার চরণ।

[শিবজী, নেতাজী ও রঘুনাথের প্রস্থান।

সদা। বলি দাঁড়িয়ে যে? তলপি তলপা বাগিয়ে নাও না।

তানাজী। ভাবচি।

সদা। এর আর ভাবা ভাবিটে কি? তোফা হাতির উপর হাওদা দিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে, পার্থিব স্বর্গ দিল্লী সহর দেখতে যাবে, এর আবার ভাবনা কি? আমার আজ যত আমোদ হচ্চে, কেবল শুভ বিবাহের দিন ছাড়া এমন আমোদ আর কখনও হয়নি। বল কি গা, ব্রাহ্মণীর এই দারুণ অরুচির সময়, তাঁর কত সাধের দিল্লীকা লাড্ডু নিয়ে আসবো! এঁ্যা, আমি কি আর বাঁচবো?

তানাজী। সদাসুখ!

গুরুকার্য্যভার ন্যস্ত হলো শিরে।
প্রভুসনে পারি যদি,
ফিরিতে পুনায় পুন,
তবে ত বুঝিব সেই আনন্দের দিন;
নহে জানিহ নিশ্চয়,
ভারতের ভাগ্যরবি চিরঅস্তমিত।

সদা। ওগো বাপু, কাঁদুনি গাওয়া একটু থামাও না গা। এ যে বেজায় বাড়াবাড়ি আরম্ভ কল্লে। দেখ, দিল্লী শুনেছি সৌখীন জায়গা। তোমাদের ওই কোর্ত্তাগুলিকে দিনকতক বিশ্রাম দাও। ও গুলি পরে গেলে, ভালুক বলে সেখানকার ছোঁড়াগুলো ঢিল ছুঁড়তে সুরু করবে। আমার ত পিতামহের

আমলের একখানি গরদ আছে। তাই কাটিয়ে একটী অঙ্গরাখা তৈয়ার করাব মনে কচ্চি। কি জান বন্ধু, আমার ত এই খাপসুরত চেহারা, তার উপর যদি তুলোভরা গায়ে দিয়ে যাই, হয় ত ধুনুরী ডাকিয়ে আমার পিট থেকেই ধুনতে সুরু করে দেবে।

তানাজী। হর হর মহাদেও,

তব কার্য্য তুমিই করিবে মহেশ্বর!

[প্রস্থান।

সদা। ছোঁড়াটার কাছে আমোদের ভান কল্লে কি হয়, প্রাণের ধড়ফড়ানি ত থামচে না বাবা। আমার ইচ্ছে হচ্চে, শিবজীর মূর্ত্তি ধরে দিল্লীর দরবারে দিনকতক রাজার আদরে খেয়ে আসি। আর যদিই কিছু তেমন তেমন ঘটে ত আমার উপর দিয়েই ফলে যাবে। বড় সুবিধে বুঝচি না। রোশিনারা যদি সত্য সত্যই স্বয়ম্বরা হয়, তা হলে ত সভাস্থলে শিবজী খুড়োকে খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে উঠবে। এই সুঠাম নধর চেহারা দেখেই তার মুণ্ড ঘুরে যাবে; হয় ত সেই বেটীই গোয়েন্দা হয়ে নকল শিবজী ধরিয়ে দেবে। তবে উপায়? হেঁগা মানুষে এত কচ্চে, আর বাড়ী ঘরের মত মানুষকে চুণকাম কত্তে পারে না গা? তা হলে আমার মত অনেক মেয়ে পুরুষ বেঁচে যেত। এখন করি কি? কি আর করবো? যাই, ব্রাহ্মণীর সিঁতের সিঁদুরের রঙটা কতখানি ময়লা হলো দেখিগে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শয়নকক্ষ।

শিবজী নিদ্রিত।

(ভবানীর প্রবেশ।)

গীত।

মোহনিশাঅন্ধকারে কতকাল জীবগণ,
রহিবে ঘুমায়ে সবে স্পন্দহীন অচেতন।
বালার্ক মোহন ভাতি, নেহার নাহি যে রাতি,
অলসতা পরিহরি কর কার্য্যসমাপন।
এসেছ করিতে কর্ম্ম, কর্ম্ম যে জীবের ধর্ম্ম,
কেন তবে ঘুমঘোরে অভিভূত অকারণ।

ঘুমাও নন্দন!
মহেশমানসপুত্র আনন্দবর্দ্ধন!
কর সদা বৈরনির্যাতন।
ম্লেচ্ছপদভরে কাতরা ভারত,
চারিদিকে শুনি সদা হাহাকার ধ্বনি,
ঝালাপালা হইল শ্রবণ,
তাই মোর মর্ত্তে আগমন।
পুন কহি ঘুমাও নন্দন,
ফুল্লমনে হের সুস্বপন।

[ভবানীর প্রস্থান।

(ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।)

ব্যাঙ্কোজী। হাঃ হাঃ পূরিল কামনা,
এতদিনে সফল বাসনা।
ধিকি ধিকি যে আগুন জ্বলিছে হৃদয়ে,
বারিধিবিশালগর্ব্বে অনল সমান,
আজ তার হবে অবসান;
জুড়াব সকল জ্বালা শিবজীশোণিতে।
একদিন সুযোগ বুঝিয়ে,
সুশীতল নীরে দিনু বিষ মিশাইয়ে,
কিন্তু কোথা হতে নাহি জানি,
আসি এক অদ্ভুতকামিনী,
সকলের অলক্ষিতে,
পানপাত্র ফেলে দিলা ভূমে;
শুধু তাহা ব্যাঙ্কোজী হেরিল।
আজি পুন মিলেছে সুযোগ,
আনন্দে নাচিছে মন;
প্রহরী যতেক—
ভাঙপানে পড়ে অচেতন,
শিবজীশোণিত আজ করিব দর্শন।
শূন্য হবে সিংহাসন,
রাজমাতা হবে আজ আমার জননী,
দাসী হয়ে রবে মোর বুড়ি জিজিবাই।
যাই—একবার দেখি চারিধার,
অন্তরালে কেহ কোথা আছে কিনা আছে।

(ভবানীর প্রবেশ।)

ভবানী। আরে আরে দুর্বৃত্ত ব্যাঙ্কোজী!
তনয়ে আমার চাস করিতে নিধন!
সে দিন যখন—
বিষপাত্র দিলি তুলে শিবজীর করে,
অলক্ষ্যে সবার দেখা দিনু তোরে,
তবু তোর হ'ল না চৈতন্য?
নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাও তনয় আমার,
কার সাধ্য স্পর্শে তব কেশ?

[প্রস্থান।

(ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।)

ব্যাঙ্কোজী। কেহ নাই—সব বেটা ভাঙে অচেতন,
এই বেলা করি স্বকার্য্যসাধন।
ব্যাঙ্কোজী! ব্যাঙ্কোজী!!
এতদিনে কণ্টক ঘুচিল তোর।
একি! পুন সেই অদ্ভুতকামিনী,
নিবারণ করিছে আমায়!
কে শুনিবে তোর কথা?
আজ আমি মারিব ইহারে,
কিম্বা মরিব নিশ্চয়।
একি একি—একি দেখি সম্মুখে আমার!
লোলরসনা করালবদনা,
বিকটদশনা কে ঐ রমণী?
নবঘন জিনি কাল অঙ্গের বরণ.

এলোকেশ উড়িছে পবনে,
হেরি করে খর্পর ভীষণ,
উলঙ্গিনী কেরে তুই নৃমুণ্ডমালিনি ?
ধক্ ধক্ জ্বলিছে নয়ন,
দপ্ দপ্ হেরি ভালে অনলের শিখা,
ওই দেখ দিগন্ত ছাইয়া ফেলে।
মায়াবিনী নিশ্চয় রমণী,
বিভীষিকা দেখায় আমায়।
যেই ব্রতে ব্রতী আমি আজ,
বিভীষিকা আমা হতে পলায় সভয়ে ;
নরকের নির্ম্মমতা ছাঁকিয়া লইয়ে,
সযতনে হৃদিমাঝে প্রদানিছি স্থান।
কার্য্যসিদ্ধিপথে মোর,
কতবার দিছিস ব্যাঘাত,
আজ তোরে দিব প্রতিফল।
একি একি—কে তোরা রে বিকটবদনা ?
কোথা যাব—কোথায় পলাব,
ছাড় হাত—ছাড় হাত
ওহো—গেলুম—মলুম।

(আপন ছুরিকা আপন বক্ষে বিদ্ধ হইয়া পতন।)

শিবজী। কে মোর বলিল শ্রুতিমূলে,
"শত্রু তব পড়ি পদতলে !"
এ কে ব্যাঘ্রোজী !
একি ! রুধিরে আপ্লুত তব দেহ !

কে আছ হেথায়—
ত্বরা যাও চিকিৎসকপাশে,
নহে আমি ভ্রাতৃহারা হই।

ব্যাঙ্কোজী। শুন ভ্রাতা বৃথা আকিঞ্চন,
নিকট শমন,
কি করিবে চিকিৎসক মোর?
আপনার শিরে আমি হেনেছি অশনি,
উপযুক্ত প্রতিফল দেছেন ভবানী।
নিশাকালে চুপি চুপি
এসেছিনু প্রাণ তব করিতে হরণ।

শিবজী। কেন ভাই এ হেন কুমতি?

ব্যাঙ্কোজী। সর্পসম আচার আমার,
হিংসকের খলতাই রীতি।

শিবজী। কোন্ প্রাণে যাব আমি বিমাত্রাসদনে,
কিরূপে বলিব তাঁরে,
সর্ব্বনাশ হয়েছে তোমার?

ব্যাঙ্কোজী। অন্তিম শয্যায়—
ক্ষমাভিক্ষা মাগি তব পায়।
যাই—যাই—আমি—
ক্ষমা—ক—র—মো—রে।

(মৃত্যু)

শিবজী। কোথা যাও ফেলিয়ে আমারে?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আমখাস দরবার।

(আরাংজেব, দানেশমন্দ, উজীর, সায়েস্তাখাঁ, যশোবন্ত-
সিংহ ও ওমরাহগণ।)

আরাং। শুনেছ কি ওমরাহগণ!
মহারাষ্ট্রদস্যুপতি,
আসিয়াছে রাজদরশনে ?

যশো। বাচালতা ক্ষম জাঁহাপনা!
বিদ্রোহী হইতে পারে,
কিন্তু নহে দস্যু শিবজীভূপাল।

উজীর। কি সাধ্য আমার প্রভু,
দিল্লীশ্বরে প্রদানি মন্ত্রণা ?
কিন্তু মিত্রতার ডোরে বাঁধিলে তাহারে,
দক্ষিণে প্রতাপ তব অক্ষুণ্ণ রহিবে।

দানেশ। মূর্খজনে ক্ষমহ খালিস্!
সম্রাটের আমন্ত্রণমত,
উপনীত মহারাষ্ট্র দিল্লীর দুয়ারে,
সমুচিত অভ্যর্থনা বিহিত মোদের।

আরাং। এত কথা কিসের লাগিয়ে।
আরাংজেব জানে ভাল রাজধর্ম্ম কিবা,
হিতাহিতজ্ঞান আছে অন্তরে তাহার।
সায়েস্তা। অধমজনের প্রতি
আছে তব অপার করুণা,
তাই বলি—
শিবজী দস্যুরে কভু বিশ্বাস করো না।
জেনো তারে মায়াবী শয়তান,
ধরিয়ে মনুষ্যদেহ ভ্রমে ধরাধামে!
নহে অলক্ষিতে পুনায় প্রবেশি,
এক লম্ফে শতহস্ত শূন্যপথে উঠি,
পারে কি পশিতে নর প্রাসাদে আমার?
হেরিয়ে তাহারে,
অসিকরে যবে আমি ধাইনু পশ্চাতে,
বিড় বিড় করি কি মন্ত্র বলিল,
অচল হইল কর,
তিনটী অঙ্গুলি মোর খসিয়া পড়িল;
অকস্মাৎ লক্ষ লক্ষ সেনা
ভূতল ভেদিয়া যেন উদয় হইল।
শুধু সেই মায়ার প্রভাবে,
আফ্গান আফ্জল খাঁরে,
পাঠাইলা শমনসদন।
সরল অন্তর তব,
কুটিলতা নহ অবগত—

পুন কহি তাই,
বিশ্বাস করো না কভু মায়াবী পিশাচে।

যশো। (স্বগতঃ) আহা, অঙ্গুলির শোকে ক্ষিপ্ত সেনাপতি।
অবিদিত নহে কথা সমগ্র ভারতে,
মাত্র পঞ্চবিংশ মহারাষ্ট্র,
পুনার দুর্ভেদ্য দুর্গ করেছে গ্রহণ।

(রামসিংহ সহ শিবজীর প্রবেশ।)

রাম। সাহন্সা সম্রাট্সকাশে,
উপনীত উপহার লয়ে,
অসীম বিক্রমশালী মহারাষ্ট্রপতি।

শিবজী। (স্বগতঃ) হর হর শঙ্কর। (১)
জয় মা ভবানি। (২)
জয়মাতা জিজিবাই। (৩)

(অভিবাদন)

আরাং। শুনহ উজীর!
সার্দ্ধলক্ষ সেনা কর কাবুলে প্রেরণ,
আরাকানে সার্দ্ধলক্ষ করুক গমন।

শিবজী। (স্বগতঃ) ওহোঃ এত অপমান!
হেথা আমি জোড়করে ভিক্ষুকের মত,
কাতরনয়নে আছি দ্বারে দাঁড়াইয়ে,
হোথা উনি সমৃদ্ধির সমুচ্চশিখরে,
ময়ূরআসনে বসি,
অবকাশ নাহি পান ফিরাতে নয়ন!

এই হেতু যত্নে নিমন্ত্রণ ?
এই হেতু মিত্রতার ভাণ ?

উজীর। সম্রাট্ সাহন্‌সাহ দিল্লীর ঈশ্বর,
আলমগীর নাম যাঁর সর্ব্বগুণাকর,
প্রতাপে যাঁহার হয় কম্পান্বিত ধরা,
কীর্ত্তিগাথা ত্রিভুবনে যাঁর,
বীর্য্যবান্ মহারাষ্ট্র শিবজীশূরেরে,
পঞ্চহাজারীর পদে করিলা বরণ।

শিবজী। (স্বগতঃ) অসহ্য এ অপমান বীরের হৃদয়ে
প্রতাপ রাণার বংশে জনম্ যাহার,
যার তেজে কম্পমান দিল্লীসিংহাসন,
অধীনে যাহার লক্ষ মবলাসৈনিক,
সেই শিবজী—স্মরিতে হৃদয় ফাটে,
সেই শিবজী পঞ্চমহাজারী!
ঘৃণিত কুক্কুরসম,
করিবে উদরপূর্ত্তি ম্লেচ্ছের প্রসাদে!
মৃত্যু কেন হলো না আমার ?

উজীর। সম্মানের শিরস্ত্রাণ ধর বীরবর!

শিবজী। ক্ষমা কর উজীরপ্রবর!
শিরস্ত্রাণে নাহি মোর কোন প্রয়োজন।
নিজকরে করিয়ে নির্ম্মাণ,
শিরস্ত্রাণ ধরেছি মস্তকে,
নাহি মোর অন্য আকিঞ্চন।

আরাং। নাহি মাগ সম্রাটসম্মান ?

শিবজী। কৃপা করে কঙ্কণপ্রদেশে,
বাদশাহ যদি কভু করেন গমন,
হেরি তব জুড়াবে নয়ন,
কতশত পঞ্চমহাজারী
কার্য্য করে শিবজীঅধীনে,
ক্ষীণকরে খর্পর না ধরে কেহ।

আরাং। এতদূর সাহস তোমার,
দিল্লীর দরবারে আসি,
অপমান কর সিংহাসনে!
যাও এবে সম্মুখ হইতে,
পুন কভু নাহি পাবে রাজদরশন।

[শিবজীর প্রস্থান।

রাম। জাঁহাপনা!
পিতা মোর বাক্যদত্ত শিবজীসকাশে।

আরাং। অবিদিত নহে কথা সম্রাটেরপাশে;
কিছুদিন গতে—
সসম্মানে মহারাষ্ট্রে করিব বিদায়।

রাম। বড় সুখী হনু জাঁহাপনা।
নাহি হবে কেন?
আকবরসাহের বংশে,
কে কোথায় বাক্য কবে করেছে অন্যথা?
স্থাপিত মোগলধ্বজা বিজাপুরদেশে,
রাজপুতসেনা লয়ে নিজবাহুবলে,
পূজনীয় জনক আমার,

সমগ্র দক্ষিণ দেশ করেছেন জয়।
কিন্তু দিন দিন হন চমূ ক্ষীণ,
তাই সম্রাটসকাশে,
সৈন্য কিছু করেন কামনা।
সকলি ত জান জাঁহাপনা,
সাহায্যে বিলম্ব দেখি,
পুত্রে তাঁর কহেছেন করিতে প্রার্থনা।

আরাং। শূরশ্রেষ্ঠ অম্বরঅধিপ,
জয়শ্রী সদাই শুনি সহচরী তাঁর,
অজেয় অম্বরসেনা বিখ্যাত ভুবনে,
অদ্ভুত এ কথা—আজ অক্ষম অম্বর!

রাম। নহে প্রভু অক্ষম অম্বর!
মনুষ্যের সাধ্য যাহা,
পিতা মোর করেছে সাধন।
পতিত বিষম দায়ে জনক আমার,
তা না হলে ভিক্ষা নহে অম্বরের রীতি।
কর প্রভু সাহায্যপ্রেরণ,
নহে পিতা মোর হারাবে জীবন।

আরাং। অসম্ভব সাহায্যপ্রেরণ।

রাম। রাজকার্য্যে শুক্লকেশ জনক আমার,
পতিত বিষম দায়ে আজি,
কেহ নাহি উদ্ধারিতে তাঁয়?
অম্লানবদনে কহিলে রাজন্।
"অসম্ভব সাহায্যপ্রেরণ"!

করজোড়ে যাচি জানু পাতি,
দেহ প্রভু দাসে অনুমতি,
রণাঙ্গনে করিতে গমন।
জয়সিংহ রাজার তনয়,
কাতরনয়নে চাহে মুখপানে,
দেহ আজ্ঞা—নহে আমি পিতৃহারা হই।

আরাং। অল্পবুদ্ধি তুমি হে কুমার,
তাই হেন প্রলাপবচন!
সিংহবীর্য্য জনক তোমার,
নাহিক সংশয় করি শত্রুজয়,
অবিলম্বে ফিরিবে দিল্লীতে।

রাম। হা পিতঃ!
কোথা তুমি আছ এ সময়?
তোমার বিপদ শুনি,
কুলাঙ্গার পুত্র তব নিশ্চেষ্ট রহিল!

[প্রস্থান।

আরাং। অদ্য হলো দরবার শেষ,
উজীর ক্ষণেক রহ মোর পাশে।

[উজীর ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) অবোধ বালক!
অশ্রু তব গলাইবে আমার হৃদয়?
সহোদরতপ্তরক্তে করিয়াছি স্নান,
পুত্রশোকাতুর পিতার নয়নে,
যার জন্যে ঝরিয়াছে উত্তপ্ত শোণিত,

তবু কভু কাঁপেনি হৃদয়।
হয় নাই কণামাত্র করুণাবিকাশ!
বজ্রের সারাংশ দিয়া নির্ম্মিত এ হৃদি,
কোমলতা কোথা পাবে স্থান?
পিতা তোর অতি বীর্য্যবান্
বাক্যদান করেছে কাফেরে;
কি কুক্ষণে পতিত সে মম পথে,
ঘৃণ্যকীটসম তায় দলিব চরণে।

উজীর। কি আদেশ দাস এবে করিবে পালন?

আরাং। শিবজীপ্রাসাদ বেড়ি,
রহে যেন দিবানিশি সতর্ক প্রহরী।
কহে দাও নগরকোটালে,
জয়সিংহপুত্র যেন
নাহি যায় নগর বাহিরে;
ওস্মানে প্রের মোর পাশে।

[উজীরের প্রস্থান।

এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম!
পর্ব্বতমূষিক আজ আরাংজেবজালে।
যতদিন জয়সিংহ রহিবে এ ভবে,
পারিব না শিবজীকে করিতে সংহার।

(ওস্মানের প্রবেশ।)

ওস। কি হেতু সাহন্ সাহ স্মরেছ দাসেরে?

আরাং। দিব তোমা অন্য এক গুরুকার্য্যভার,

পার যদি করিতে সাধন,
নিজ করে মুক্তাহার দিব তব গলে।
ওস। কবে দাস কহ জাঁহাপনা,
বিমুখ হয়েছে তব আদেশপালনে ?
আরাং। এই তব উপযুক্ত বাণী ;
লহ অঙ্গুরীয় এই রাজনামাঙ্কিত।
যাও ত্বরা দক্ষিণপ্রদেশে,
সাজাদা মোজেমপাশে।
কহ তারে—
ভক্তি যদি থাকে তার আমার উপর,
সাধ যদি থাকে সিংহাসনে,
করে যেন বিদ্রোহের ভাণ।
যে যে সেনাপতি হিন্দু বা যবন,
যোগ দিতে করিবে বাসনা,
পাঠাইয়া দেয় যেন তাহাদের নাম।
আর এক কথা—
জয়সিংহ রাজা আছে তাহার সকাশে,
বড় স্নেহ করে বৃদ্ধ সাজাদা মোজেমে,
সাহায্যে তাহার মত করিবে নিশ্চয়।
ধর এই চূর্ণটুকু,
কোনরূপে মিশাইও তাম্বূলে তাহার।

[ওস্‌মানের প্রস্থান।

জানি আমি মোজেম তোমার,
আছে তব সিংহাসনে সাধ।

কর যদি বিদ্রোহের ভাণ,
অসন্তুষ্ট সেনাপতিগণে,
ভালরূপে চিনিব এবার।
পরন্তু হইবে যবে সত্যই বিদ্রোহী,
কেহ না করিবে আর বিশ্বাসস্থাপন।
শিবজী—শিবজী—
রাজঅনুগ্রহছায়ে আর কিছু দিন,
রহ মুগ্ধ নিশ্চিন্তনিদ্রায়;
তার পর—তার পর
তব নাম লুপ্ত হবে জয়সিংহসনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পবাটিকা।

শিবজী।

শিবজী। হা রমণি!
না জানি কি মোহিনী মায়ায়,
সৃজিলা তোমায় বিধি!
সংসারআতপতাপে ক্লিষ্ট যবে নর,
মূর্ত্তিমতীকরুণাআকারে,
শান্তির শীতল ছায়া প্রদানহ তারে;

জয় জয় মানবপরাণে,
ঢেলে দাও স্নিগ্ধবারি অতি সযতনে,
বলে দাও জগজনে,
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারীঅবতার,
নরহৃদিবেদনা নাশিতে।
পুন বল কোন্ প্রাণে কি রূপ ধরিয়া,
দেবীরূপা সে রমণী হয়ে পিশাচিনী,
জ্বেলে দাও মানবহৃদয়ে,
অন্তহীন শান্তিহীন অনন্ত অনল ?
একি মায়া তব মায়াবিনি !
কিম্বা মূঢ় আমি,
কি বুঝিব মহিমা তোমার ?
পরীক্ষিতে নরের হৃদয়,
শক্তিরূপে আসিলে ধরায়,
স্বয়ং ঈশানীঅংশে লভিয়া জনম,
যে রূপে যে ভজে তোমা,
সেই রূপে দেখা দাও তারে।
নহে কেন—
নধরঅধরপ্রান্তে বিন্দুমাত্র হাসি,
অথবা অপাঙ্গকোণে তিলেক উচ্ছ্বাস,
আনন্দ জাগায় কারো হৃদে,
ঢেলে দেয় কারো প্রাণে তীব্র হলাহল ?
নহে কেন এক নারী—
কারো মাতা, কারো ভগ্নি, পত্নী অপরের,

জাগায় বিষম ব্যথা কাহার পরাণে ?
তবে কেন কঠিনপুরুষপ্রাণ,
যাচে সদা কামিনীর কোমলতাটুকু ?
কেন এ মিলন সদা কোমলে কঠিনে ?
হোথা ঐ উন্নত পাদপ,
স্বতন্ত্র সগর্ব্ব শিরে আছে দাঁড়াইয়ে,
কোথা হতে লজ্জানম্রসঙ্কুচিতা লতা,
লাজবিজড়িত নববধূসম,
ধীরে ধীরে লগ্ন হয় হৃদে ;
সেথা ঐ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী,
যৌবনের খর টান ধরি হৃদে ধনি,
ছোটে বালা সাগরসোহাগআশে,
গাত্র ঢেলে দিয়ে প্রেমের উজানে,
মিশে যায় দোঁহে এক প্রাণে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। কুমার রামসিংহ সেনাপতিসহ মহারাজের দর্শন-প্রার্থী।

শিবজী। লয়ে এস সমাদরে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

অবিমিশ্র সুখ দুঃখ নাহি ধরাধামে।
যেথা—
সুখের কোমল কোলে ঘুমায় মানব,
কোলাহল কর্কশ কঠোর,
নাহি পশে শ্রবণে তাহার,

কোথা হতে দুঃখের দুঃস্বপ্ন আসি,
সুখনিদ্রা দেয় ভাঙ্গাইয়ে।
ঐ যে গোলাপবালা,
দশদিশি বিলাইছে হাসি,
কালকীট বল কেন তাহার কোরকে ?
পদ্মবৃন্তে কেন বা কণ্টক ?
ওই যে গগনপটে বিমল চন্দ্রমা,
রজতমধুরধারা বিলায় ভুবনে,
ধরি হৃদে কলঙ্ককালিমা,
মূর্খ নরে জ্ঞানশিক্ষা দেয়।

(তানাজী সহ রামসিংহের প্রবেশ।)

স্বাগত কুমার !
অসময়ে কিবা প্রয়োজন ?

রাম। বাক্যদত্ত পিতা তব পাশে
দুর্ম্মতি সম্রাট্ করে সে বাক্যহেলন ;
তোমার সাহায্য তরে,
প্রাণ যদি হয় প্রয়োজন,
অবহেলে তব করে করিব অর্পণ।

শিবজী। ভাবনার নাহিক কারণ ;
সত্য বটে সুচতুর আরাংজেব,
কিন্তু সে বিদ্যায়,
শিশু নহে মহারাষ্ট্রপতি।
খেলা এবে চতুরে চতুরে ;
হীরকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে,

হয় যথা হীরক কর্ত্তিত,
সেইমত হিন্দুচতুরতা,
করিবে খণ্ডন যত যবনচাতুরী।
সুখস্বপ্নে মগ্ন দিল্লীশ্বর!
শিবজীরে বন্দী করি বড় প্রীতমন,
ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপিয়া নয়নে তোমার,
দিব যবে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়ে,
নিবারিয়ে চক্ষুজ্বালা হেরিবে তখন,
উড়ে গেছে সাধের বিহঙ্গ,
ঝরে গেছে আকাশকুসুম।

রায়। বুঝিতে না পারি;
কি উপায় আছে বীরবর?
সশস্ত্র প্রহরী সদা প্রাসাদচৌদিকে,
অসংখ্য মোগলসেনা নিবসে দিল্লীতে,
কি করিবে সহস্রেক মবলাসৈনিক?

শিবজী। তানাজী!
অনুমতি দেছে কি সম্রাট্,
মবলাসৈনিকগণে,
ফিরে যেতে তাহাদের পার্ব্বত্যআবাসে?
দিল্লীর এ জলবায়ু সহ্য হবে কেন?

তানাজী। অনুমতি দেছে আরাংজেব;
কিন্তু প্রভু কোন্ প্রাণে সৈন্যগণে,
দেহ আজ্ঞা ফিরিতে ভবনে?
মবলারা নহেত কৃতঘ্ন;

তোমারে বিপদে ফেলি
পলাইবে প্রাণ লয়ে মহারাষ্ট্রদেশে ?
স্পৃহনীয় এত কি জীবন ?
একমত সৈন্যগণ—চাহে সবে,
বিপদের অংশ তব করিতে গ্রহণ,
কিম্বা দিবে তব সাথে প্রাণবিসর্জ্জন।

শিবজী। বুদ্ধিমান্ তুমি মোর বাল্যসহচর,
অজ্ঞানের মত আজ কেন আচরণ ?
সৈন্যগণে বুঝাও যতনে,
দিল্লীতে রহিলে সবে,
হবে মোর বিপদবর্দ্ধন,
ত্বরা যেন করে মম আদেশপালন।

তানাজী। ছায়াসম দাস কিন্তু রহিবে পশ্চাতে,
কোন যুক্তি না পশিবে তাহার শ্রবণে।

রাম। হে রাজন্ !
বুঝিতে না পারি তব আচরণ !
সৈন্যগণে প্রদানি বিদায়,
রবে একা সহায়বিহীন,
এই শত্রুপুরী মাঝে ?

শিবজী। শক্তিরূপা ভবানী সহায় যার,
বল দেখি কি ভয় তাহার ?
কিবা ছার দিল্লীশ্বর বল না কুমার ?
বিচ্ছিন্ন শাবক হতে কূর্ম্মমাতা যথা,
বহুদূরে শুধু কামনার বলে,

সজীব রাখয়ে যত আপন সন্তানে,
কিন্তু যদি কূর্ম্মমাতা হারায় জীবন,
তখনি পঞ্চত্ব পায় শাবকনিচয় ;
সেই মত যতদিন মাতা জিজিবাই,
সতত করিবে মোর কল্যাণকামনা,
নাহি রবে কোনরূপ বিপদভাবনা,
জেন মনে—ততদিন
শিবজীঅস্তিত্বলোপ কখন হবে না।
মাতার চরণধূলি ধরিয়ে মস্তকে,
কোন কর্ম্মে হলে আগুয়ান,
কখন হয় না তার ব্যর্থ মনস্কাম।

রাম। ধন্য মাতৃভক্তি! ধন্য তুমি নরমণি!
মাতৃভক্তযোধ সদা অজেয় ভুবনে,
কি এক অদ্ভুত বল সদা তার মনে!
মহারাজ বিদায় এখন,
আর মোর নাহি কিছু ভয়ের কারণ।

[তানাজী ও রামসিংহের প্রস্থান।

শিবজী। রোশিনারা! শুধু বারেকের তরে,
প্রাণভরে দেখিবার আশে,
বহুদূর দাক্ষিণাত্য হতে,
অবহেলে আসিয়াছি ফণীর বিবরে ;
তাহে মোরে করো না নিরাশ।
মত্ত মন না মানে বারণ,
একবার দরশন করে আকিঞ্চন,

তাহে কি হইবে বাদী ?
করে ধরে সাধি,
এত তুমি কঠিন হয়োনা।

(ভবানীর প্রবেশ।)

গীত।

সংসারে সকলি মিছা,
ভবের বাজার বিষম ব্যাপার, কেন কর কেনা বেচা।
পুত্রবারি নিজদারা,
শান্তিরূপে তাপহরা,
স্ফটিকে হীরকে দেখে, চিন্‌তে নারে ঝুটো সাঁচা।
মরীচিকা পরপ্রেমে,
বিশাল জলধিভ্রমে,
ডুবিলে হারাবে জ্ঞান, ভার হবে প্রাণ বাঁচা।

শিবজী। প্রণমি জননি !
এতদিনে দয়া তব হলো কি পাষাণি ?
একি মা কল্যাণি !
ভ্রূকুটীর ঘনছায়া কেন মা নয়নে ?
কোন্ দোষে কহ দাস দোষী শ্রীচরণে ?
ভবানী। উচ্চকার্য্যে ব্রতী যেইজন,
ধর্ম্মরক্ষাব্রত যেই করেছে ধারণ,
তুচ্ছ রমণীর প্রেমে মুগ্ধ সেইজন !
না ত্যজিলে কামিনীকাঞ্চন,
উচ্চব্রত না হয় সাধন।

এতদূর আত্মহারা তুমি,
ঠেলি সুহৃদের বাণী,
না মানিয়ে মাতার নিষেধ,
অনায়াসে আসিলে দিল্লীতে,
হেরিতে নয়নে শুধু যবনীবদন!
লজ্জা নাহি হয় হেরি বুদ্ধিবিপর্য্যয়?
কর্ত্তব্যকর্ম্মেতে সব দিয়ে জলাঞ্জলি,
ফিরিতেছ যবনীপশ্চাতে?
ব্যভিচারী! একবার ভাবিলে না,
পতিপ্রাণা সইবাইকথা?

শিবজী। ক্ষমা কর মাতা!
অন্তর্যামী জগৎজননি
অবিদিত কিবা আছে তব?
সত্য বটে কলুষিত আমার অন্তর,
ব্যভিচারী নহে কিন্তু অধম কিঙ্কর।

ভবানী। অন্তরের পাপ থাক দূরে,
লঘু নহে কলুষকল্পনা।
দিবানিশি পূর্ণ অধিকার,
নারী করে হৃদয় যাহার,
উচ্চবৃত্তি তার মনে কোথা পাবে স্থান?
নরপতি তুমি হে রাজন্!
প্রজাদের সুখ দুঃখ নির্ভরে তোমাতে,
সকাতরে ধর্ম্ম চাহে তব মুখপানে;
তোমার সমস্ত হৃদি,

ক্ষুদ্র এক রমণীরে ফেল দিয়ে যদি,
কি করিবে কোথা যাবে দীন প্রজাগণ ?
বিশেষতঃ বিবাহিত তুমি,
কর্ত্তব্য কি অন্যনারী প্রেমআকিঞ্চন ?

শিবজী। নরাধম আমি ;
নহে আসি এই ইন্দ্রপ্রস্থে,
যথা ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্মের নন্দন,
স্বয়ং শাসনদণ্ড করিলা ধারণ,
কত লীলা করেছেন নর নারায়ণ ;
যথা বীরত্বআধার পৃথ্বীরাজ ভূপ
কত কীর্ত্তিস্তম্ভ করিলা স্থাপন ;
যথা স্মরিতে হৃদয় ফাটে,
একতা অভাবে হলো হিন্দুর পতন,
স্বাধীনতারবি যথা,
চিরতরে হলো অস্তমিত ;
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে আসি,
এ পাপ হৃদয় শুধু রোশিনারাময় !
জান ত গো সকলি জননি,
কত বুঝাইছি মনে,
ফিরাইতে পাপপথ হতে,
মুগ্ধ মন মানা ত মানে না।
প্রার্থনা দাসের মাগো ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া করে ওগো দয়াময়ি !
ব্যরেকের তরে তারে দেখাও আমারে

তার পর—তার পর—
খণ্ড খণ্ড করি হৃৎপিণ্ড মোর,
ফেলহ অনলে ;
সব জ্বালা দাও দূর করে।

ভবানী। জান না কি অবোধ নন্দন,
বিন্দুমাত্র বারিদান তৃষাতুরজনে,
প্রশমিত করে না পিপাসা,
করে শুধু তৃষ্ণার বৰ্দ্ধন ?
উঠ বৎস !
অশ্রু তব করে বুকে শেল বরিষণ,
পাবে দরশন,
কিন্তু জেনো বারেকের তরে।
বৎস বিদায় এখন—
অবিলম্বে দিল্লী হতে কর পলায়ন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যমুনাতীরস্থ কক্ষ।

রোশিনারা।

রোশি। কি পোড়া অদৃষ্ট মোর !
হইয়ে সম্রাট্সুতা বন্দী কারাগারে !

হৃদয়ের এক প্রান্তে নীরবে নিভৃতে,
ফুটে ছিল অনাঘ্রাত একটী কুসুম,
অনিলে সুবাস দিত বিলাইয়ে,
আপনা আপনি যাইত ঝরিয়ে,
কিন্তু বল কেবা ঐ নির্ম্মমহৃদয়,
চুপি চুপি পশিয়ে পরাণে,
বৃন্তচ্যুত করি সে কুসুম,
অবশেষে দলিল চরণে ?
ভাবিতে ভাবিতে আপনা হারায়ে,
দেখি যবে জাগ্রতস্বপন,
কি লহর উথলে অন্তরে !
কিন্তু যবে—
সত্যের উলঙ্গ ছায়া কর্কশ কঠোর,
সে স্বপন করে অবসান,
চাহে প্রাণ বিস্মৃতি বা জ্ঞানের বিকার।
লো যমুনে কলনিনাদিনি !
কাল জল ধরে হৃদে ধনি,
ভ্রমিতেছ কত শত দেশে ;
পার কি বলিতে মোরে,
হেন দেশ আছে কি কোথায়,
যাইলে যথায়,
সব স্মৃতি লোপ পেয়ে যায় ?
জ্ঞানের বিকৃতি আসি,
অধিকার করিয়ে হৃদয়,

সব-জ্বালা দূর করে দেয় ?
কি কহিছ ?
কাল জলে তব কালস্মৃতি যায় ?
বিস্মৃতি বিলায় ?
ঘৃণা কি হবে না মনে ?
যবনীরে দিবি কি লো স্থান ?

(সাজাহানের প্রবেশ।)

সাজা। কোথা লো নাতিনি !
সারাদিন রবি কি বিরলে,
তোর বঁধুয়ার সনে ?
রহিবি না তিল মাত্র বুড়ার সকাশে ?

রোশি। পিতামহ !
মৃত্যু কি বিস্মৃতি আনে মানবহৃদয়ে ?
মরণ কি বাল্যকাল দেয় ফিরাইয়ে ?

সাজা। একি একি ! কেন আজ
নিশার শিশিরসিক্ত আনত কমল ?
বিষাদের ঘন ছায়া কেন লো বদনে ?
নিরাশা কালিমা কেন হেরিবা নয়নে ?

রোশি। কহ তাত !
জাতিভেদ কেন এ জগতে ?
একি স্রষ্টার নিয়ম ?
কিম্বা ইহা মানবকল্পনা ?
ভিন্ন দেশে বিভিন্ন আচার,
ভিন্ন জল বায়ুগুণে বিভিন্ন আহার,

ভিন্নরুচি জীব তাই বিভিন্নআকার,
কিন্তু জেনো—
সমরক্ত সমপ্রাণ বিভিন্ন নরের;
নাহি কি উপায়—
হতে পারে যাহে তাত,
জাতিগত বৈষম্যবারণ ?

সাজা। কঠিন সমস্যা বৎসে,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর আমি,
কেমনে বা করিব পূরণ ?
ভিন্ন ভাব সৃজিয়াছে আপনি স্বভাব,
অসম্ভব সাম্যভাব বিশাল জগতে।

রোশি। তবে কেন বিশ্বের সৃজন ?
কি উদ্দেশ্যে দিবাকর হয়েন উদয় ?
গ্রহ তারা ঘুরে মরে স্বীয় আবর্ত্তনে ?
পশুগণে রাখি বদ্ধ পশুশালা মাঝে,
মন্দমতি নর যথা উপজে আনন্দ,
তেমতি কি পশুশালা এই ধরাধাম ?
হাসায়ে কাঁদায়ে নরপশুগণে,
বিশ্বপতি করেন কৌতুক ?
নহে কেন একজন,
সুখের শিখরে বসি,প্রফুল্লঅন্তর,
দুঃখের অতল তলে ভাসে অন্য জন ?
দিবানিশি কাঁদাতে আমায়,
কেন মোরে পাঠালেন যবনী করিয়ে ?

সাজা। সঙ্কীর্ণ এ মানবহৃদয়,
কি সাধ্য তাহার বল,
নির্দ্ধারিতে স্রষ্টার উদ্দেশ্য মহান্?
নিজ নিজ স্বল্পবুদ্ধিমত,
ভেঙ্গে গড়ে বিধাতায়,
সৃজে নর আপন ইচ্ছায়।
সুখ দুঃখ লভে জীব আপন অদৃষ্টে,
জেনো মনে কর্ম্মফল সকলি নাতিনি।
রোশি। কে করায় কর্ম্ম জীবে?
বুদ্ধিবৃত্তি হিতাহিত জ্ঞান,
কে দিয়াছে তারে?
কেন তিনি—
সুকর্ম্ম করান একে কুকর্ম্ম অন্যেরে?
সাজা। যেমন শতেক জনে
লক্ষ মুদ্রা দাও যদি বিভাগ করিয়ে,
বুদ্ধিবল সুনিয়োগগুণে একজন,
আপন সহস্র করে লক্ষেতে বর্দ্ধন,
বুদ্ধিদোষে কিন্তু অন্যজন,
মুষ্টিভিক্ষাতরে ফেরে দ্বারে দ্বারে;
সমভাবে ঈশদত্ত বুদ্ধি সেইরূপ
সুনিয়োগ সুযতনে,
কেহ করয়ে শাণিত,
মরিচা ধরিয়া যায় অযতনে কারো।
রোশি। জটিল রহস্য এই কিছু না বুঝিনু,

যত তর্ক করে স্বল্পবুদ্ধি নর,
বাতুলতা ততই প্রকাশে
লক্ষ্যস্থল হতে তত দূরে যায় চলে।
বিশ্বাস দুর্গম পথ করিয়ে সুগম,
মানবে লইয়া যায় অতি সন্নিকটে।

সাজা। রাখ দূরে ও সব বচন ;
সুসংবাদ করিয়ে বহন,
আসিয়াছি তোর পাশে,
বল্ এবে কি দিবি আমাকে ?
অন্থ নিশাযোগে,
পলায়ন করিবেন মহারাষ্ট্রপতি।

রোশি। পীর পেগম্বর সদা রক্ষুন তাঁহায় ;
আহা একবার—একবার জনমের মত,
হেরিতে পেতেম যদি বদনকমল,
সযতনে ধরি হৃদে সে চারুচরণ,
প্রাণভরে দিতাম ঢালিয়ে,
উত্তপ্ত প্রাণের যত তপ্ত অশ্রুনীর !

সাজা। মনোসাধ পূরিবে নাতিনি !
যে আশে ব্যাকুলা তুমি,
কাতর সে আশে জেনো মনোচোর তব।
দিল্লীর তোরণপার্শ্বে,
আছে যথা প্রান্তর ভীষণ,
সেই স্থলে বটবৃক্ষতলে,
ছদ্মবেশে ভেটিবেন নিশা দ্বিপ্রহরে,

বারেক দর্শন তব করি আকিঞ্চন ;
বিশ্বাসের চিহ্নসম,
করেছেন নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রেরণ।

(অঙ্গুরী প্রদান)

রোশি। রে অঙ্গুরি!
তুই মোর প্রাণেশের চিরসহচর।
হরিয়ে কি এনেছিস্,
নবনীতসম তাঁর বিন্দুমাত্র প্রাণ,
মিশিয়া যাইতে এই অভাগীপরাণে ?
আয় তবে ধরি তোরে হৃদে।

সাজা। বৎসে যামিনী আগতাপ্রায়,
ছদ্মবেশ করহ ধারণ ;
কেহ না জানিবে কেহ না শুনিবে,
অনায়াসে পাবে দরশন।

রোশি। মানবের যত সাধ,
সব যদি হইত পূরণ,
না হইত নিয়ন্তার কোন প্রয়োজন!
অভাগিনী আমি—
হেন ভাগ্য কি করেছি,
ঘটিবে এ পোড়া ভালে,
প্রাণেশের চরণ দর্শন ?

সাজা। সে কি রোশিনারা!
নিশিদিন মর কেঁদে যাহার লাগিয়ে,
যার তরে ভেবে ভেবে অস্থিচর্ম্মসার,

যার তরে হিন্দুর আচার,
প্রাণ দিতে যার তরে নহ লো কাতরা,
সেই জন—সেই তব বাঞ্ছিতরতন,
দিল্লীর দুয়ারে আসি মাগে দরশন,
করিবে না তবু তার সাধ সম্পূরণ?
কিবা আচরণ—একি উন্মাদলক্ষণ?

রোশি। পিতামহ! সত্যই উন্মত্তা আমি।
নহে কেন জেনে শুনে,
প্রাণ দিয়ে কাফেরের করে,
নিরাশপ্রণয়মালা পরিব আদরে?
ভালবাসি যাঁরে,
প্রাণ সদা কাঁদে যাঁর তরে,
কেমনে ডুবাব তাঁরে বিপদসাগরে?
জেনো মোর নহে ইহা ইন্দ্রিয়লালসা,
আঁখির পিয়াসা কিম্বা মনের কুয়াশা,
দুই দিন পরে ছুটে যাবে নেশা,
হারান হৃদয় মোর ফিরায়ে পাইব।
নিজ স্বার্থ বলি দিয়ে চরণে তাঁহার
তবে আমি বাসিয়াছি ভাল।

সাজা। অভাগিনি!
পিয়াস লাগিয়ে জলদ সেবিলি
বজ্র পড়িল ভালে!

রোশি। নহে তাত পিয়াস লাগিয়ে;
ওই যে দামিনী খেলে নবঘনকোলে,

সে কি তার পিয়াস মিটাতে?
আমি ত বাসিনি ভাল প্রতিপ্রেম আশে।
সত্য বটে, নির্ম্মম নিঠুর হিয়া,
আপন সর্ব্বস্ব দিয়া,
পারে না বাঁধিতে তায়,
মাঝে মাঝে খোঁজে প্রতিদান।
তখন(ই) বুঝাই মনে,
আরেরে অবোধ মন!
ভালবাস সেই ভাল,
করোনাক মিলনের আশা;
হৃদয়আসনে বসায়ে যতনে,
প্রেমপুষ্পে পূজ সে চরণ,
বলি দাও স্বার্থ আর লালসা পশুরে।

সাজা। স্বরগসুষমা দিয়া,
চুপি চুপি নিরমিয়া,
দিয়াছে তোমারে বিধি অদ্ভুত এ প্রেম;
পরশে যাহার—
হিন্দু হলো যবনদুহিতা।

রোশি। বন্দী তিনি অভাগীকারণ,
নহে তাঁর কোথা পিতা পেতেন দর্শন?
পিতার প্রখর দৃষ্টি করিয়ে ছলনা,
ছেলে খেলা নহে পলায়ন।
লালসাআশায় বারেক হেরিতে তাঁয়,
বাধা দিব গমনে তাঁহার?

হতে পারে সতর্কতালোপ,
হতে পারে বিলম্বে বিপদ।
স্মরণে যাঁহার হয় জ্ঞানের অভাব,
হেরিলে তাঁহায়,
আত্মহারা হব সুনিশ্চয়,
হারাইব মনের এ বল।
মহাশত্রু দিল্লীশ্বর তাঁর ;
স্বজাতি তাঁহার যদি হারায় ভকতি,
শুধু এই যবনীকারণ,
কি করিবে কোথা যাবে শিবজী আমার ?
তুষারতরঙ্গদ্বয়মাঝে,
চূর্ণীকৃত হয়ে যাবে ক্ষুদ্রপোতসম।
কহ তাত !
স্বার্থের লাগিয়ে প্রণয়পাত্রেরে,
উচিত কি ফেলিতে বিপদে ?
সে কি ভালবাসা—সে কি প্রেম ?
প্রণয়ের এই যদি হয় পরিণাম,
শত ধিক প্রণয়ে আমার।

রাজা। এত প্রেম ক্ষুদ্র প্রাণে তোর !
চমৎকৃত করিলি বৃদ্ধেরে।

রোশি। ভুলিতে আমায় জেনো কর্ত্তব্য তাঁহার।
ধর এই অঙ্গুরী আমার,
পাঠাইয়া দিও তাঁরে।
অঙ্গুরীয় ! বলিও তাঁহায়,

মরেছে রোশিনা,
স্মৃতি তার নিক্ষেপহ দূরে।

[বেগে প্রস্থান।

সাজা। কোথা যাও রোশিনা আমার?

[পশ্চাদ্ধাবন।

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লীর নগরতোরণ।

প্রহরী দণ্ডায়মান।

(সদাসুখের প্রবেশ।)

প্রহরী। কে যায়?

সদা। যার পা পাছে।

প্রহরী। তাত দেখতেই পাচ্চি, কিন্তু যাতে না থাকে, তার উপায় করা যাচ্চে।

সদা। এত পরিশ্রম কত্তে পারবে? এ দিকে নিরীহ পীড়নে ত খুব পটু; অন্য সময়ে, মেজাজ মজগুল করে ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিদ্রা দাও।

প্রহরী। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় ঘোড়া বলিস্?

সদা। ওহো থুড়ি, ভুল হয়েছে, গাধা বল্লেই ঠিক হত।

প্রহরী। (স্বগতঃ) আমাদের কড়া কথা বলে লোকটা কে? আমাদের এ বকনো ভাঙ্গার জোর এমনি, যে এটী পরে থাকলে স্বয়ং জন্মদাতা বাবাও মুখ তুলে কথা কইতে পারেন

না, আর এ বেটা সটান গাধা বলে ফেল্লে? না বাবা, একটু সমজে চলতে হলো।

সদা। কি মিঞা, ভাবচো কি, সরে পড়।

প্রহরী। ফটক ছেড়ে? (স্বগতঃ) বেটা পাগল নাকি? না, বড় ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। (প্রকাশ্যে) তুমিত বড় রসিক হে; বদলি না এলে ফটক ছাড়ব কি?

সদা। বদলি আসবার পূর্ব্বেই, তোমার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর থেকে বদলি হবে।

প্রহরী। আপনি কে মশয়? কি বলচেন বুঝতে পাচ্চি না!

সদা। (স্বগতঃ) বেটার ভয় ঢুকেছে, আর যায় কোথা? (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি তোমার একজন শুভানুধ্যায়ী; আমার নাম মনসুক মিঞা, ছদ্মবেশে তোমারই কাছে এসেছি। কি বলচি, তাড়াতাড়ি শুনে ফেল। কাফের শিবজীর কথা শুনেছ?

প্রহরী। আজ্ঞে হেঁ, তা আর শুনিনি? তাঁর দৌলতে কদিন পেটটা ভরে মেঠাই মণ্ডা খাওয়া যাচ্ছিল! আহা, তাঁর বেয়রাম শীগ্‌গির সেরে যাক। তা হেঁ মশয়, আজ দিন তিনেক ত সন্দেশের ওড়া আর ফটক পার হয়নি, এর কারণ কি বলতে পারেন? আঃ, এক একটা ওড়াই বা কি, যেন এক একটা ঘর।

সদা। তুমি ত বড় জবর শ্রোতা হে! অনেকটা এগিয়ে দিলে দেখছি যে। সেই সন্দেশের ওড়াই কাল হয়েছে। শিবজীর বেয়রাম টেয়রাম সব মিছে, সব ভাণ মাত্র। সেই ওড়ার ভেতর ঢুকে শিবজী পগার পার, আর মেঠাই খাবে কোথা থেকে? এ কথা কেউ জানে না। উজীর জানেন,

আর আমি কিনা তাঁর পিয়ারের খানসামা, তাই আমি জানি। উজীর চুপি চুপি হুকুম দিয়েছেন, যে চারটে ফটকের প্রহরীকে ধরে ফাটকে আটক রাখতে, তার পর বুঝেছ ত? তুমি দূর সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী হও, তাই পূর্ব্বে তোমাকে সাবধান করে দিলুম।

প্রহরী। ও-বা-বা—তবেই ত গেছি; কি হবে মশাই?

সদা। কি আর হবে? এইখানে পোষাক টোষাক সব খুলে রেখে সটান সরে পড়। এক দম এ রাজ্যের বাইরে, বুঝলে ত?

প্রহরী। (পোষাক খুলিতে খুলিতে) আমার ছেলে পুলের কি হবে?

সদা। সে বিলি আমি করবো, তার জন্য ভাবনা কি? তুমি শীঘ্র পলাও, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

প্রহরী। সেলাম মিঞা, আমার ছোট ছেলেটার পিলে হয়েছে, একটু দাওয়াই দিও। আর কোলের মেয়েটার আমাশয় হয়েছে দাদা।

সদা। আহা সে জন্যে ভাবনা নেই গো।

প্রহরী। আর মেহেরবাণী করে তেনাকে বলো—

সদা। হাঁ হাঁ, তাই হবে। (স্বগতঃ) আ মলো, আপোদ ছাড়ে না যে গা।

প্রহরী। তা দেখ দাদা—

সদা। ঐ কোতোয়াল আসছে—যা সর্ব্বনাশ কল্লে—

প্রহরী। ও বাবারে—

[বেগে প্রস্থান।

সদা। আঃ বাঁচা গেল। এখন তাড়াতাড়ি পোষাকটা পরে নিতে পাল্লে হয়। আরে রাম রাম, বেটার পোষাক ফুঁড়ে রসুনের গন্ধ বেরুচ্চে। অদৃষ্টে এতও ছিল! (পোষাক পরিতে পরিতে) এ বেটাকে ত সরান গেল, এখন তানাজী এসে পড়লে যে বাঁচি। আহা, বেচারি আজ তিন দিন কম্বল মুড়ি দিয়ে শিবজী সেজে পড়েছিল। হকিম সাহেব এলেই হাতখানি বার করে দিত, রঙটা ফর্সা ছিল, ধত্তে পারেনি। আর শিবজী মরুক বাঁচুক, তাত দেখবার আবশ্যক ছিল না; একবার হাত টিপেই দিনগত পাপক্ষয় করে সরে পড়তেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হতুম। ঐ যে আসচে না? তানাজীই ত বটে; কি করে দেখা যাক।

(তানাজীর প্রবেশ।)

তানাজী। সদাসুখ কোন দিকে গেল? এই যে এই বেটাকে জিজ্ঞাসা করি। ওহে, খানিক আগে একটী লোককে এই ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছ?

সদা। (বিকৃত স্বরে) কি রকম চেহারা?

তানাজী। (স্বগতঃ) আরে মলো, বেটার আওয়াজ দেখ। (প্রকাশ্যে) খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়, খুব রোগাও নয়, খুব মোটাও নয়—

সদা। বুঝেছি, এই দিকে গেছে—না না উদিকে, ওহো ভুল হয়েছে, ঐ দিক।

তানাজী। আরে মলো, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ?

সদা। কিদ্রূপ? আপনি দেখছি একটী বদ্ধ পাগল।

তানাজী। কি রকম?

সদা। ঐ ভাব। রাতের বেলা ছাড়চিঠি না থাকলে একটী পেঁচাও বেরুতে পারে না, আর থামকা থামকা একটা জলজ্যান্ত মানুষ বেরিয়ে যাবে? একটা লোক যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, কে তুমি? সে বল্লে, বাদুড়। আমিও তার গলাটী টিপে ফটক পার করে ঐ গাছে বেঁধে রেখেছি।

তানাজী। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ, কি করা যায়? যা থাক কপালে বেটাকে ত দিই নিকেশ করে, তার পর পারি সদাসুখকে নিয়ে সরে পড়বো। নইলে এম্‌নেও গেছি, অম্‌নেও তাই। (প্রকাশ্যে) তবে রে পাজী—

সদা। আরে আরে কর কি?

তানাজী। কে কে, সদাসুখ? ছিছি, তোমার এই দারুণ বিপদের সময়ও আমোদ? এখনি ব্রহ্মহত্যা করেছিলুম!

সদা। সে জন্য চিন্তা নাই। এই পোষাকের গরম মসলার গন্ধে আমার ব্রাহ্মণত্ব অন্তর্হিত হয়েছে। সে যা হোক, আমায় কেমন মানিয়েছে বল দেখি?

তানাজী। ধন্য তোমার বুদ্ধিমত্তা। যদি কখনও সুদিন হয়, তোমার এ ঋণ আমরা শোধ করবো।

সদা। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন চলে এস, ক্রমে ঐ বেটার বদলি আস্‌বার সময় হয়ে এলো। এই বেলা সরে পড়া যাক।

তানাজী। চল। হর হর শঙ্কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

শয়নকক্ষ ।

আরাংজেব ।

আরাং । এতদিনে পূর্ণমনস্কাম ।
যার তরে—
করগত মহারাষ্ট্রে পারিনি বধিতে,
যার তরে অহরহ কেঁপেছি সভয়ে,
কীর্ত্তিমালা ব্যাপ্ত যার সমগ্রভারতে,
সেই জন —
সে মোর দুস্মন আজ মুদেছে নয়ন ।
শিবজী ।
জয়সিংহ ছিল তব প্রাণের প্রতিভূ ;
সে প্রতিভূ বিনা,
কয়দণ্ড দেহে তব রহিবে জীবন ?
কম্‌বক্ত কাফের !
ছলে বলে মায়ার কুহকে,
করেছ হরণ মোর তনয়ার মন,
প্রতিফল পাবে সুনিশ্চয় ।
অদ্য নিশাঅবসানে প্রফুল্লিতমনে,
ছিন্নশির হেরিব তোমার ;

তারপর মহারাষ্ট্রগণে,
তৃণসম ফুৎকারে উড়াব।

(জয়সিংহের প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

কেরে তুই গুপ্তহত্যাকারী!
চুপি চুপি নিশাদ্বিপ্রহরে,
এসেছিস্ হরিতে জীবন?
কুক্ষণে আসিলি মোর পাশে।

(তরবারি আঘাত ও প্রেতাত্মার অট্টহাস্য)

একি! একি! একি হেরি অদ্ভুত ব্যাপার!
ব্যর্থ মোর তীক্ষ্ণতরবার!
দেখি পুন কোন্ মায়াবলে,
ব্যর্থ কর দ্বিতীয় আঘাত?

(দ্বিতীয়বার তরবারি আঘাত ও প্রেতাত্মার অট্টহাস্য)

ওহো ছায়াময় হেরি যে শরীর!
কেরে তুই দোজাকী শয়তান?
কিবা কার্য্যে হেথা আগমন?
বল্ ত্বরা সন্দেহ সহে না আর।

প্রেতাত্মা। আরাংজেব! এত শীঘ্র ভুলিলি আমায়?

আরাং। ওহো সেই কণ্ঠস্বর!
উদ্ঘাটিয়ে দোজাক্ দুয়ার,
আসিলে কি আপনি শয়তান?
শ্রবণ বধির কেন হলোনা আমার?
চলে যাও সরে যাও সম্মুখ হইতে।

প্রেতাত্মা। ক্রূরমতি বিশ্বাসঘাতক!
চিরদিন রাজকার্য্যে কাটাইনু কাল,
এই বুঝি প্রতিদান তার?
অবহেলে বিষদানে নাশিলি আমায়!
আরাং। মোবারক! মোবারক!!
প্রেতাত্মা। কোথা মোবারক?
পিশাচীমায়ায় মুগ্ধ যত খোজাগণ।
আরাং। কে আছ কোথায়,
দেখে যারে হত্যা করে মোরে।
প্রেতাত্মা। হত্যা!
সেত তোর জ্বালানিবারণ।
রহ বেঁচে বহুদিন ভবে,
ভুঞ্জ সদা নরকযন্ত্রণা;
দারা সুজা মোরাদের প্রেতআত্মাগণ,
নিত্য তোরে দিবে দরশন,
দুঃস্বপনে সারানিশি কেটে যাবে তোর;
রত্নময় ময়ূরআসন,
অগ্নিময় বোধ হবে পরশে রে তোর।
তোর পাপে বংশধরগণ,
হারাইবে দিল্লীসিংহাসন,
নিত্য কত করিবে রোদন।
আরাং। ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোরে,
ধরি পায় চলে যাও স্থানান্তরে।
প্রেতাত্মা। শুন আরাংজেব!

জীবন্তে নরকভোগ হইবে তোমার।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ সম্মুখে তাহার।
(প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান)

পটপরিবর্ত্তন, দৃশ্য—নরক।

আরাং। একি একি!
কোথা হতে আসে ঐ অনন্তঅনল?
কোথা যাব, কোথায় পলাব?
কি ভীষণ সরীসৃপ ঘুরিছে চৌদিকে,
হলাহল ঢালিবারে আমার হৃদয়ে!
ফুৎকারে গর্জ্জে ফণী প্রলয়নিঃস্বনে
ওহো গ্রাসিল যে মোরে!
ক্ষম দারা মোরাদ আমায়,
রক্ষা কর সুজা সহোদর,
পূতিগন্ধে কণ্ঠাগতপ্রাণ,
ফেলোনা পুরীষকুণ্ডে আশ্রিতজনেরে।
একি! তবু শুনিলে না?
ওহোঃ চক্ষু হতে তব ছুটিছে অনল,
ব্যাপ্ত হলো দশদিশি,
কোথা যাব—কোথা যাব?
জলে প্রাণ বৃশ্চিকদংশনে,
কে কোথায় আছ দয়াময়!
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে।
(পতন ও মূচ্ছা।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

সাজাহান ও রোশিনারা।

রোশি। পিতামহ!
দিন দিন তনু তব হইতেছে ক্ষীণ,
বলক্ষয় হয় পলে পলে,
কি হুতাশ রাহু তব গ্রাসিল বদন?

সাজা। রোশিনারা! জেনো মোর ফুরায়েছে দিন,
এতদিনে সব জ্বালা হবে অবসান।

রোশি। ওগো! বলোনা অমন,
শুনিলে যে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
হৃদিতন্ত্রী যায় যে ছিঁড়িয়ে।

সাজা। বড় সাধ ছিল বৎসে!
মরিবার আগে,
হাসিমুখ দেখিব তোমার;
হতভাগ্য আমি,
কেন পূর্ণ হবে বল সে সাধ আমার?
বুঝিতে না পারি,
আছে কি না আছে হেথা মহারাষ্ট্রপতি।

নিত্য মোর অনুচরগণ,
ফিরে আসে ব্যর্থমনোরথ,
মক্ষিকা পশিতে নারে শিবজীপ্রাসাদে।

(জনৈক খোজার প্রবেশ।)

খোজা। জাঁহাপনা! সম্রাট্ এখানে আগমন কচ্চেন ; বান্দা সংবাদ দিতে এসেছে।

[প্রস্থান।

সাজা। পাব নাকি যাপিতে স্বচ্ছন্দে,
শেষ এই কটা দিন ?

(আরাংজেবের প্রবেশ।)

আরাং। রোশিনারা! টুটেছে কি স্বপনের খেলা ?
কারাবাসসুখ অন্তর হইতে,
দেছে কি উপাড়ি ফেলি শিবজী দস্যুরে ?
নিরুত্তর কেন ?
কে পরালে তোরে এই বিধর্ম্মীর বেশ ?

রোশি। কারাগারে নিত্য বসি করে যে রোদন,
বেশভূষা তার পিতা কিবা প্রয়োজন ?

আরাং। বুঝেছি সকল,
পাবে না রহিতে আর পিতামহ পাশে।

রোশি। ক্ষমা কর পিতঃ!
কে রহিবে আমি চলে গেলে,
মুমূর্ষু বৃদ্ধের আর সেবিতে চরণ ?

আরাং। দারা সুজা মোরাদের প্রেত আত্মাগণ,
কত যত্নে সেবিবে চরণ।

রোশি। পিতা! পিতা!!
জন্মদাতা পিতৃহৃদে,
যেই ক্ষত করেছ সৃজন,
উচিত কি তাহে কভু,
নিজ করে লবণবর্ষণ?
আরাং। আসি নাই হেথা,
জ্ঞানশিক্ষা করিবারে বালিকার পাশে।
শুন রোশিনারা!
পারিবে না ধূলি দিতে নয়নে আমার,
পার নি ভুলিতে তুমি শিবজী কাফেরে,
সাক্ষ্য তার দেহে তব গৈরিক বসন।
কিন্তু শুন আমার মনন,
পারস্য সাহের পুত্রে অনতিবিলম্বে,
করিতে হইবে তোমা পতিত্বে বরণ।
রোশি। দয়া কর অভাগিনী তনয়ার প্রতি,
করিও না নির্দ্দয় আদেশ;
চিরদিন কারাগারে দেহ মোরে স্থান,
আজ্ঞা দেহ কুমারী থাকিতে।
আরাং। পুন কহি, চাহি আমি আদেশপালন।
রোশি। একজনে মন প্রাণ করি সমর্পণ,
কেমনে করিব অন্যে পতিত্বে বরণ?
আরাং। সাবধান রোশিনারা!
যার ইচ্ছাবলে হত সহোদরগণ,
জন্মদাতা বৃদ্ধ পিতা রুদ্ধ কারাগারে,

তার ইচ্ছা ব্যর্থ হবে,
শুধু এক তনয়ারোদনে!
এখন(ও) সময় আছে,
এখন(ও) সম্মত হও আদেশপালনে,
নহে জেনো পতঙ্গের প্রায়,
পদতলে দলিতে তোমায়,
তিলমাত্র হ'ব না কাতর।

রোশি। পিতা! প্রাণভয়ে নহে ভীতা তৈমুরতনয়া,
উষ্ণ রক্ত বহে সদা ধমনীতে তার,
নাহি জানে জীবনের মায়া।

আরাং। বটে! এত দূর সাহস রে তোর?
ভাল, এই দণ্ডে পাবি প্রতিফল।
যার ছবি অহরহ পুজিস্ হৃদয়ে,
যার তরে চাস্ তুই কুমারী থাকিতে,
সেই জন—সেই তব পরাণের ধন,
প্রাণ দিবে জল্লাদের করে,
স্বচক্ষে মরণ তার হইবে হেরিতে।

রোশি। ধরি পায় ক্ষমা কর মোরে।
হান ঐ শাণিত কৃপাণ,
লহ লহ তনয়ার প্রাণ,
ছেড়ে দাও শিবজী রাজেরে।
আত্মসুখ চিরতরে দিব বিসর্জ্জন,
যারে কহ দেহ মোর করিব বিক্রয়,
সেই মূল্যে রক্ষা কর শিবজীজীবন।

সাজা। আরাংজেব! ভেবেছিনু মনে,
এ জীবনে কভু না হেরিব,
তোর ও পোড়া বদন;
কিন্তু হায় সপ্ত বর্ষ পরে,
আজ মোর ভাঙ্গিল প্রতিজ্ঞা।
উৎপীড়নে জর্জ্জরিত আমার হৃদয়,
শায়িত হয়েছি এবে অন্তিম শয্যায়,
রাখ শেষ প্রার্থনা আমার,
বধিও না মহারাষ্ট্রে,
কুমারী করিয়ে রাখ তনয়ারে তব।
রাখ যদি আমার বচন,
ভুলে যাব তব কৃত যত অপরাধ,
প্রদানিব জনকের শেষ আশীর্ব্বাদ।

আরাং। পিতা মাতা ভ্রাতা আদি আত্মীয়গণের
মর্ম্মভেদী অভিশাপ,
চিরদিন শির পাতি করেছি বহন,
আশীর্ব্বাদে নাহি মোর কোন প্রয়োজন।
শোন্ রোশিনারা! ছিন্ন শির শিবজীর,
করে তোর করিব অর্পণ,
হেরি সে বদন যবে করিবি রোদন,
বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়ে উত্তপ্ত শোণিতে
দিব তোরে মুছিতে নয়ন,
তা হলে ত জুড়াইবে হৃদয়বেদন?

(রোশিনারার মূর্চ্ছা ও পতন।)

সাজা। রে পামর কি কাজ করিলি?
অকালে ছিঁড়িলি এই প্রস্ফুট কুসুম!
সর্পসম আপন শিশুরে,
অবহেলে তুই আজ করিলি ভক্ষণ?
নরকেও নাহি স্থান তোর।
ওহো অন্ধকার হেরি চতুর্দ্দিকে!
যাই—যাই আমি,
আরাংজেব! লহ মোর মৃত্যুঅভিশাপ,
রোশি-নারা-রো-শি-না-রা— (মৃত্যু)

আরাং। মোবারক!

(মোবারকের প্রবেশ।)

দেখ হোথা পতিত দুজন,
আছে কি না আছে বেঁচে করহ পরীক্ষা।

মোবা। জাঁহাপনা! মূর্চ্ছিতা সাজাদী,
সাহন্‌সা সম্রাট্ কিন্তু ত্যজেছে জীবন।

আরাং। (স্বগতঃ) আঃ! এতদিনে কণ্টক ঘুচিল মোর!
সপ্তবর্ষ নিদ্রাহীন, ভাবিয়াছি মনে,
কবে বুঝি বৃদ্ধ পিতা লন সিংহাসন।
(প্রকাশ্যে) যাও উজীরের পাশে,
জানাও তাঁহায়, এক বর্ষ প্রজাগণ,
শোকচিহ্ন করিবে ধারণ।
সম্যক্ সম্মানসহ বৃদ্ধ সম্রাটেরে,
কবর প্রদান কর তাজমহলেতে।

[মোবারকের প্রস্থান।]

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। জাঁহাপনা!

করিয়াছে পলায়ন মহারাষ্ট্রপতি।

আরাং। আরে আরে মৃত্যু কেন হলোনা রে তোর?

যাও ত্বরা সায়েস্তাখাঁ পাশে,

অশ্বারোহী ছুটুক চৌদিকে,

ঘোষণা নগরে এবে করহ প্রচার,

শিবজীরে আনিবে যে জন,

জীবিত কি মৃত,

লক্ষ মুদ্রা পাবে পুরস্কার।

[আরাংজেব ও প্রহরীর প্রস্থান।

রোশি। (চেতনালাভান্তে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

সুখের সংসার, সুখ অনিবার,

সুখের পাথার হেরি চারিদিকে।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,

ওকি! ওকি!!

কোথা হতে আসে ছুটে রক্তের তরঙ্গ!

কত রক্ত আছে সেই সুকুমার দেহে?

ওহো রক্ত—রক্ত চতুর্দ্দিকে!

কোথা যাব—কোথায় পলাব?

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পবাটিকা।

শিবজী।

শিবজী। হায় নারি!

কি কঠিন হৃদয় তোমার!
পুরুষের প্রাণ লয়ে,
কিবা তব অপরূপ খেলা!
দারুণ বিষের জ্বালা জ্বালায়ে অন্তরে,
আড়চোখে দেখ দূর হতে,
কেমনে তাহার ভস্ম হয় প্রাণ,
তবু তব বিচঞ্চল না হয় হৃদয়!
সহ্য হয় বিষমবিরহ,
নিরাশ প্রণয়—সেও ভাল,
কিন্তু হায় প্রেমের শপথ করে,
অবশেষে ঘৃণাভরে কুটিলকটাক্ষ,
একেবারে ভেঙ্গে দেয় প্রাণ।
অবহেলি সুহৃদবচন,
তুচ্ছ করি জীবন আপন,
দিল্লীর দুয়ারে গিয়ে,
সকাতরে যাচিলাম,
জনমের মত শুধু বারেক দর্শন,
স্বচ্ছন্দে কহিলে তুমি,

চলে যাও দেখাত হবে না!
একবার ভাবিলে না,
হতভাগ্য শিবজীর দশা?
ক্ষণেকের তরে তব কাঁপিল না প্রাণ?
এই যদি ছিল তব মনে,
তবে বল, কেন আশা জাগালে হৃদয়ে?
এবে তুমি চলে যাও,
বরষিয়ে বিদ্রূপের হাসি!
যাও—আর(ও) দূরে চলে যাও নারি।
মাগো! বন্দী ছিনু দিল্লীতে যখন,
দিয়ে দরশন বলেছিলি মোরে,
দেখা হবে তার সনে বারেকের তরে;
কই মাতা পূরিল সে আশা?
ভাগ্যদোষে তোর বাণী,
মিথ্যা কি গো হইল জননি!

(নেপথ্যে) বৎস! মিথ্যাকথা কহে না ভবানী।

শিবজী। অপরাধ ল'য়োনা ঈশানি!
ক্ষমা কর অবোধসন্তানে;
মূর্খ আমি কি বুঝিব তাহার সে প্রেম?
স্বার্থময় প্রাণ, শুধু খুঁজি প্রতিদান,
নাহি জানি আত্মবলি দিতে।
মহত্বের কত উচ্চে আছে সে বসিয়ে,
স্বার্থপঙ্কে মগ্ন আমি কি বুঝিব বল?
কূপগর্ভে ভেক যথা,

আকাশের ক্ষুদ্র অংশ দেখি,
ভাবে মনে এই বুঝি অনন্তব্রহ্মাণ্ড,
সেইমত সঙ্কীর্ণহৃদয়ে মোর,
অনন্ত প্রণয় তার কেমনে বুঝিব ?

(তানাজী, রঘুনাথ ও সদাসুখের প্রবেশ।)

এস এস বাল্যসহচর,
এস মম প্রাণের সুহৃৎ,
আলিঙ্গন দেহ মোরে ভাই ;
ভাবি নাই কভু,
পুনরায় মহারাষ্ট্রে মিলিব দুজনে।
সদাসুখ ! ঋণ তব শুধিতে নারিব।
নিজপ্রাণ তুচ্ছ করি,
তুমি মোর রক্ষেছ জীবন।

সদা। তা ত বুঝলুম, কিন্তু কৃপা কয়ে অধমের নামটী বদলে দিতেহবে।

শিবজী। নাম বদলাব কি ?

সদা। আজ্ঞে হে, এখন আর আমি সদাসুখ নই, সদা অসুখের দলে পড়ে গেছি। যেমন কোন অজ্ঞ পুরোহিত কাহারও বাটীতে চণ্ডীপাঠ কত্তে গিয়ে গৃহস্থের মুণ্ডপাত করে পুরঅহিত করে বসেন, সেই রকম দিল্লীতে বাস করে সুখের নাম পর্য্যন্ত একেবারে ভুলে গেছি, আর সদাসুখে কাজ নাই।

রঘু। দ্বিজোত্তম ! তোমাসম সুখী কোন্ জন ?
পরহিতে সুখী যেইজন,
আত্মোৎসর্গ জীবনের ইষ্টমন্ত্র যার,

অন্তরাত্মা তৃপ্ত সদা তার,
তোমার হৃদয় দেখি ঈর্ষা হয় মোর।

সদা। তানাজী শুনে যাও, শুনে যাও; তবু সেই গরম মসলাযুক্ত পরিচ্ছদ পরা দেখেন নি। আপাততঃ মস্তক মুণ্ডন কত্তে হবে। তখন যদি ঈর্ষা করে মাথাটী আমার মত কত্তে পারেন, তবে বুঝতে পারি।

শিবজী। ক্ষমা কর দ্বিজবর,
সহেছ অশেষক্লেশ আমার কারণ।
সোহাগা যেমন,
দগ্ধ করি শরীর আপন,
যুক্ত করে ভগ্নধাতুচয়,
সেই মত তবকৃত আত্মবলিদান,
তোমার আমার প্রাণ,
একসূত্রে করেছে গ্রথিত,
সময়েতে পাবে পরিচয়।

তানাজী। ছত্রপতি! অপমানে পুড়িছে অন্তর।
ছি ছি! মনে হলে,
মর্ম্মস্থল শতধা বিদীর্ণ হয়;
ইচ্ছা হয়—মোগলের মুণ্ডমালা পরি,
নাচি রণস্থলে,
ভীমরূপ ত্রিপুরারিসম।

শিবজী। বারিনিমজ্জিত প্রস্ফুরক সম,
হৃদিমাঝে প্রতিহিংসানল,
রেখেছিনু যতনে লুকায়ে,

শুধু তব প্রতীক্ষায়।
এইবার জ্বালিব সে বিষম অনল,
যার তপ্ত তেজে,
হিমালয় হতে কুমারী অবধি,
সমগ্র ভারত উঠিবে জ্বলিয়া।
অসহ্য উত্তাপে যার,
বাদশাহ হতে ক্ষুদ্র তৃণাবধি,
সব হবে ভস্মীভূত।
শুন রঘুনাথ, শুনহ তানাজী,
মহারাষ্ট্র প্রজাগণে,
মোর নামে করহ আহ্বান।
হল ছাড়ি কৃষকের দল,
তরবারি করিবে ধারণ,
পিতাপুত্রে যাইবে সমরে।
আরাংজেব! আরাংজেব!!
করিয়াছ বড় অপমান,
পারি যদি—
তব মুণ্ড লয়ে গেণ্ডুয়া খেলিতে,
পারি যদি—
উত্তপ্তশোণিতে তব হুলি খেলিবারে,
তবে—তবে তৃপ্ত হইবে হৃদয়!
ইষ্টদেবি! ইষ্টদেবি!! দাও পদছায়া,
নির্ভয়হৃদয়ে করি দানবদলন।

সকলে। হর হর মহাদেও।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যস্থপথ।

রোশিনারা।

রোশি। দূরে—দূরে—
আর(ও) দূরে করি পলায়ন ;
যথা মানবের নাহিক নিবাস,
যথা নরগণ,
পরস্পর নাহি লয় প্রাণ,
যথা নির্ম্মমতা অঘোরে ঘুমায়,
নিত্যশান্তি বিরাজে যথায়,
সংসারের মর্ম্মভেদী রব,
যথা না পশে শ্রবণে,
সেই দেশে—সেই দূর দূর দেশে,
ত্বরা চল করি পলায়ন।
বিকল আমার হয়োনা চরণ,
ক্ষুদ্র দেহভার কর সত্বর বহন।
ঐ ঐ ধেয়ে আসে রক্তের তরঙ্গ,
রক্তস্রোতে ভরিল ভুবন,
দেখ দেখ—লক্‌লকি রসনা করাল,
গ্রাসিতে আসিছে মোরে !
চল চল যাই পলাইয়ে।

[বেগে প্রস্থান।

(ভবানীর প্রবেশ।)

গীত।

একবার ভাব দেখিরে হৃদয় ভরে,
জ্ঞানের অতীত, জ্ঞান ব্যতীত, অজ্ঞানে কি চিন্‌তে পারে।
কভু মৃণালেতে মাথা রাখি, নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখি,
কত শত গ্রহ তারা হয় লয় সে মনোপুরে।
কভু অতি সূক্ষ্ম পথমধ্যে, ঘুরে বেড়াই পদ্মে পদ্মে,
কভু শুনি বীণাধ্বনি যন্ত্রে গাঁথা তারের হারে।
যে জন ভাবুক হয়, সে আমারে ডেকে লয়,
দেখ চেয়ে, কাল মেয়ে, বাঁধা আছে প্রেমের ডোরে।

ভবানী। রোশিনারা! পাপেতে পঙ্কিল ধরা,
তোমা সম দেবীর কি স্থান?
যাবি বালা সেই পুণ্যধামে,
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ নাহি পশে যথা,
শান্তিক্রোড়ে ঘুমাবি নন্দিনি!
চল বৎসে! যাই আগে দেখাইয়ে পথ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশান।

রোশিনারা।

রোশি। চলে না চরণ,
অবসন্ন হতেছে শরীর,
ক্ষণকাল বসি এই স্থানে।

ও কে—পূর্ণচন্দ্র ছড়াইছ হাসি!

এত হাসি কিসের লাগিয়ে?

ও বুঝিয়াছি—

আজি মোর বিবাহবাসর।

কই কই তবে প্রাণেশ্বর মোর?

কতদিন হেরিনি তাঁহায়,

কতদিন পূজিনি চরণ,

পাপিনীরে আজিও কি আছে মনে তাঁর?

ঐ ঐ যে প্রাণেশ মোর চন্দ্রমার পাশে,

এস এস প্রাণনাথ!

হৃদয় ভিতরে তোমা রাখিব লুকায়ে।

গীত।

কেঁদে কত নিশি, পেয়েছি এ শশী, যতনে লুকায়ে, রাখিব পরাণে।
দেনালো বিছায়ে, ফুলের বিছানা, আঁচরে ছাঁকিয়ে, ছড়ানা জোছনা,
বহিতে আর(ও) ধীরে ধীরে, কহনা সজনি, মলয় পবনে।
ঘুমোনা ঘুমোনা, প্রাণের যাতনা, জেগোনা জেগোনা, বিষাদ বেদনা,
মরমের তার, উঠিছ বাজিয়া, ঐ শুন সখি, পাপিয়াতানে।
মুখপানে চাহি, সারাটী রজনী, মেটেনি পিয়াসা, শুনলো সজনি,
পায়ে ধরি সখি, রাখ এ মিনতি, দিসনে ডাকিয়ে, উষার অরুণে।

শিবজী। সেই কণ্ঠস্বর!

অতীতের কত স্মৃতি দিল জাগাইয়ে;

এ কে! এ কে—

রোশিনারা—রোশিনা আমার!

(রোশিনার পশ্চাৎ গমন।)

কেমনে আসিলে হেথা?

রোশি। কে তুমি ?

শিবজী। কে আমি !

এত শীঘ্র ভুলিলে আমায় ?

রোশি। কে ও—ফিরোজা এসেছ ?

এস বোন্, বসো মোর পাশে,

প্রাণেশেরে দেখাব তোমায়।

শিবজী। রোশিনারা !

রোশি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বিদ্রূপ করিবে তুমি প্রাণেশ্বরে মোর ?

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

শিবজী। নারায়ণ ! এ যে হেরি উন্মাদলক্ষণ !

রোশি। ফিরোজা ! ফিরোজা !!

কেড়ে নিবি প্রাণেশে আমার ?

শিবজী। ওহো, কারে কব হৃদয়বেদন ?

রোশিনারা ! রোশিনারা !!

আঁখি মেলি দেখনা চাহিয়ে,

কে তোমার দাঁড়ায়ে সম্মুখে ?

রোশি। কে তুই শয়তান ?

দূর হয়ে চলে যারে নিকট হইতে।

শিবজী। হায় হায় প্রাণ ফেটে যায় !

কোথা যাব কি হবে উপায় ?

পারনা চিনিতে তুমি শিবজী দস্যুরে ?

রোশি। শিবজী—শিবজী—

এস কি তোমার শোণিতস্বাদনে ?

ঐ ঐ ধেয়ে আসে শোণিততরঙ্গ !
রক্ষা কর ফেলোনা তাহাতে ;
কোথা যাব—কোথায় পলাব ?
যাই—যাই—আমি—

(মূর্চ্ছা)

শিবজী। মা জননি ! এই ছিল মনে ?
বর অঙ্গ ধূলায় লুটায় !
এইরূপে অবশেষে,
রোশিনারে দেখালি আমায় ?
রোশিনারা ! কথা কও বারেকের তরে,
দেখ চেয়ে মেলিয়া নয়ন,
সকাতরে শিবজী ডাকিছে।

রোশি। কোথা আমি ?

শিবজী। তোমার শিবজীক্রোড়ে শায়িতা সাজাদি !

রোশি। এঁ্যা—তুমি—তুমি—তুমি মোর পাশে !
বল বল কেমনে আসিলে ?

শিবজী। সন্ধ্যাসমাগমে,
নদীকূলে করিতে ভ্রমণ,
সঙ্গীতলহরী মোর পশিল শ্রবণে ;
চিরপরিচিত সেই সুধামাখা স্বর,
হৃদয়ের তারে মোর দানিল ঝঙ্কার,
তাই হেথা আইনু ছুটিয়ে।

রোশি। তবে আমি নহি কি দিল্লীতে ?

শিবজী। এবে তুমি কঙ্কন প্রদেশে।

রোশি। কঙ্কন প্রদেশে!
ওহোঃ স্মরণ হতেছে এবে;
একদিন পিতা মোর কারাগারে আসি,
যেই ভাষে কহিলেন কথা,
তরাসে কাঁপিল প্রাণ;
কহিলেন পিতা মোরে,
মৃত্যু তব স্বচক্ষে হেরিতে।
মূর্চ্ছিতা হইনু আমি;
তারপর—তারপর
বিচিত্র স্বপন কত লাগিনু দেখিতে;
যেন তব দেহ হতে,
রক্তস্রোত আসে ধেয়ে গ্রাসিতে আমায়,
বিভীষিকা দেখি ছুটে পলা'নু সভয়ে;
নবঘন জিনি কে শ্যামবরণী,
অভয় প্রদানি মোরে,
সাথে সাথে আনিল হেথায়;
বল বল, সত্য আমি দেখি কি তোমায়?
ছায়াময় স্বপ্ন এত নয়?
শিবজী। নহে স্বপ্ন রোশিনা আমার;
ভাবি নাই কভু,
হেন সুখ ঘটিবে কপালে,
হেরিতে পাইব পুন ও চাঁদবদন।
রোশি। একি হলো অকস্মাৎ!
অবসন্ন হতেছে শরীর,

ক্ষীণজ্যোতি হয় আঁখি,
অন্ধকার হেরি চতুর্দ্দিকে,
ধড়ফড় করে যেন প্রাণ ;
বুঝি মোর অন্তিম সময়।

শিবজী। রোশিনারা—রোশিনারা—

রোশি। অভাগিনী আমি!
হেন ভাগ্য কি করেছি,
এই সুখ হবে চিরস্থায়ী ?
ক্ষম অপরাধ!
দিল্লীতে যাইয়া যবে,
দরশন যাচিলে আমার,
তোমার বিপদ স্মরি,
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ নিরাশ করেছি,
কোমল পরাণে তব বেদনা দিয়েছি।
হলো মোর নিকট মরণ,
অল্পক্ষণ দেহে আর রহিবে জীবন।

শিবজী। বুকে মোর হেনো'না অশনি ;
ক্ষণেকের তরে ক্ষণপ্রভা সম,
হৃদয়আঁধার মোর বাড়াতে দ্বিগুণ,
দেখা দিয়ে লুকাইতে চাও ?
কত সাধে কত আশা করে,
প্রাণটী তুলিয়ে মম দিছি তব করে,
চরণে দলোনা তায় নিদয় হইয়ে,
যেও না যেও না চলি হতভাগ্যে ফেলি।

রোশি। সাধ করে যাই কি চলিয়ে ?
নহে কি বাসনা মোর,
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ ?
বিধি যদি না হইবে বাদী,
কেন তবে জন্মিলাম যবনী হইয়ে ?

শিবজী। ভগবন্! ভগবন্!!
হেন দ্রব্য যদি কিছু থাকে মহীতলে
যার গুণে—
মুমূর্ষু লভিতে পারে দীরঘ জীবন,
অশ্রুসিক্ত ধরা হতে উঠুক ফুটিয়ে,
বিকাশি করুণা তব অধম জনেরে।

রোশি। ধৈর্য্য ধর করিও না শোক,
আকুল হেরিয়ে তোমা,
যেতে মোর নাহি সরে মন।

শিবজী। কোথা যাবে রোশিনা আমার ?

রোশি। পদধূলি দেহ শিরে মোর,
পুণ্যবতী কে রমণী আমা সম,
প্রাণেশের ক্রোড়ে আমি ত্যজি এ জীবন।
প্রাণে-শ্বর—প্রা-ণে-শ্ব-র—

(মৃত্যু)

শিবজী। রোশিনারা—রোশিনা আমার!

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্য।

সদাসুখ ও রামদাসস্বামী।

সদা। আজ্ঞে দেখুন মশাই বেয়ে চেয়ে, আপনি যদি কিছু মুষ্টিযোগ ছাড়তে পারেন। গতিক গাতাক দেখে, আমরা ত আচাভো মেরে, হাল ছেড়ে দিয়েছি।

রাম। তুমি ঠিক জান যে, তিনি এখানে আছেন?

সদা। নইলে কি আপনাকে হাওয়া বদলাতে এই স্থানে আনলুম। আর আমারও এমন কোন উৎকট সক হয়নি যে, পায়ে পায়ে এই দশ বিশ ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে, বাগ ভালুকের মুখে প্রাণ দিতে আসবো? প্রাণের বাজার ত এমন কিছু সস্তা নয়।

রাম। তা কৈ, এখানে ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না।

সদা। আজ্ঞে তবে আর ব্যায়রামটা কি বলুন না? নইলে আপনাকে কবিরাজি কত্তে ডাকা যাবে কেন? হয়ত কোন গাছের তলায় উর্দ্ধমুখে বসে আছেন। ভগবান আমায় কিন্তু বড় রক্ষে করেচেন, ঐ কাঁচাখেগো দেবতার হাত থেকে এড়িয়ে গেছি বাবা!

রাম। কাঁচাখেগো দেবতা কিহে?

সদা। আজ্ঞে মেয়েমানুষ; যাঁরা পুরুষের প্রাণ নিয়ে নকড়া ছকড়া করেন। ভাল মানুষের ছেলে, খাটুছে, আন্‌চে,

থাচ্চে, কোন জঞ্জাল নেই, কোথা থেকে এক মেয়েমানুষ জুটলো, বস্ সব ফরসা। যেই ভালবাসলেন, অমনি মলেন, শেষটা প্রাণ নিয়ে টানাটানি। যেখানে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি ব্যাপার, একটু যদি তলিয়ে খোঁজ নেন ত দেখবেন, যে ঐ কাঁচাখেগো দেবতার বলি হচ্চে। এই যে সত্যযুগ থেকে বড় বড় যুদ্ধগুলো হচ্চে, তার শত করা নিরেনব্বুইটার ভেতর, ঐ মেয়েমানুষ। আমার সবে ধন নীলমণি যা এক ব্রাহ্মণী ছিলেন, তা কপাল দোষেই হোক, আর গুণেই হোক, অধীনকে পঙ্করম্ভা প্রদর্শন করতঃ, যমপুরী আলো করেছেন। দেবতা, তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ, এই গরিবের বাছার দিকে আর নেক নজর করো না। যদিও মাথার চুল পেকেছে, তবু বলা যায় না।

রাম। ওহে তোমার পাগলাম রাখ, এখন তাঁকে বার করবার চেষ্টা কর।

সদা। ঐ নিন, আপনার রুগি কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে এই দিকেই আসচেন। আজ্ঞে, তা হলে আপনারা বোঝাপড়া করুন, অধম একটু গা ঢাকা হলো।

রাম। চলো আমিও একটু আড়ালে থেকে ব্যাপারটা আগে দেখে নিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শিবজীর প্রবেশ।)

শিবজী। চলে গেলে, চলে গেলে!

বড় যে বাসিতে ভাল শিবজী দস্যুরে,

কোন্ প্রাণে বল তবে সে মায়া কাটালে?

ওহোঃ উন্মত্ত হয়েছি আমি ;
নহে কেন নরকের অন্ধকূপে বসি,
সাধ হবে দেখিবারে স্বর্গীয় কিরণ ?
বিশ্বব্যাপী নিঃস্বার্থ সে প্রেম,
সঙ্কীর্ণ এ হৃদি সনে মিশিবে কেমনে ?
তাই বুঝি আকর্ষণীশক্তিবলে,
স্বর্গে স্বর্গ মিশিল গোপনে ?
বিজ্ঞান সগর্ব্ব শিরে কহে সকলেরে,
পারি আমি করিবারে অসাধ্য সাধন ;
ন্যায়শাস্ত্র কহে শিখা নাড়ি,
তর্ক ও কল্পনাবলে,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পশে মোর,
অতীত বা ভবিষ্যের আঁধার প্রদেশে,
করগত এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
তবে কহ দেখি মোরে,
পার কি দেখাতে পুন রোশিনারে মোর ?
নিরুত্তর কেন ?
বল দেখি—এই যে মানব,
ঘুরে মরে সংসারআবর্ত্তে,
কত তেজ কত অহঙ্কার,
করে সদা আমার আমার,
অকস্মাৎ কি দ্রব্য অভাবে,
পড়ে থাকে জড়পিণ্ড সম ?

পার কি করিতে সেই অভাবপূরণ ?
অধোমুখে কি ভাব বিজ্ঞান ?
পার কি বলিতে মোরে,
মৃত্যু পরে কোথা যায় নর ?
চুপ কর ন্যায়শাস্ত্র,
শুনিব না কল্পনা তোমার ;
পার কি দেখাতে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?
জান কি পথিক কোন ,
সেই দূর অজ্ঞাত প্রদেশ হতে,
ফিরেছে যে জন ?
ক্রোধভরে ন্যায়শাস্ত্র কোথা চলে যাও ?
কার্য্য আছে তোমার বিজ্ঞান ?
যাও—চলে যাও,
তোমাদের নাহি প্রয়োজন,
সুখ সাধ ফুরায়েছে মোর,
বাকি শুধু এ ক্ষুদ্র জীবন ।

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ ।)

রাম। একি শিব্বা !
বিষাদের ঘন রেখা অঙ্কিত ললাটে ?
কালিমা কুটিল ছায়া কেন বা বদনে ?
একি ভাব হেরি তব আজ ?
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়ে
কি কারণে অরণ্যে নিবাস ?

সুখ শান্তি চিরতরে লয়েছে বিদায়,
মরুভূমি আজি মোর প্রাণ,
বিলাসিতা কোথা পাবে স্থান ?
যত দিন নাহি যায় এ ছার জীবন,
অনুমতি দেহ দাসে সেবিতে চরণ।

রাম। বৎস ! হেন বাণী না সাজে তোমায় ;
সামান্য রমণীপ্রেমে,
ভুলিলে কি কর্ত্তব্য তোমার ?
ভুলিলে কি দারুণ দায়িত্ব ?

শিবজী। সত্য প্রভু !
কর্ত্তব্য দায়িত্ব সব হয়েছি বিস্মৃত।
অকর্ম্মণ্য দাস,
তব রাজ্য করহ গ্রহণ,
যোগ্যতর জনে দেব দেহ কার্য্যভার।

রাম। ছিছি, এত দূর হয়েছে পতন !
মত্ত হয়ে যবনীপ্রণয়ে,
বিলুপ্ত কি ক্ষত্রবীর্য্য তব ?
কোন্ প্রাণে অপমান সহিছ নীরবে ?
এই যদি ছিল তব মনে,
কেন না করিলে তুমি,
দিল্লীপতি চরণলেহন ?
কারাগার—সেও ছিল ভাল,
সমগ্র ভারত উঠিত জাগিয়া,

অপমানমসী মাথিয়ে বদনে,
যাইও না আর কভু মানবসমাজে,
পশু সনে কর বাস নিবিড় অরণ্যে।
মোগলসমৃদ্ধিশোভা হেরিয়া নয়নে,
ভয় বড় হয়েছে কি মনে ?
কাপুরুষসম তাই রয়েছ লুকায়ে ?
ভাল, নিঃক্ষত্রিয়া নহে বসুন্ধরা,
বীর আছে মহারাষ্ট্র দেশে,
তেয়াগিয়ে দণ্ড কমণ্ডলু,
সে করে ধরিব বর্শা খর্পর ভীষণ,
নিজে আমি জ্বালাইব সমরঅনল,
ভস্ম হয়ে যাবে তায় বিশ্বাসঘাতক,
ফের তুমি রমণীর অঞ্চল ধরিয়া।

শিবজী। আর না—আর না—
ক্ষান্ত হও ক্ষমা কর দেব,
পদধূলি দেহ শিরে মোর।
ছিনু ভুলে এত দিন,
যেই দিন আমখাসে—
(ওহোঃ শিহরি স্মরিতে)
যেই দিন আমখাসে দুর্ম্মতি মোগল,
পঞ্চহাজারীর পদে করিলা বরণ,
যেই দিন সর্ত্তের বন্ধন ছিঁড়ি,

করিয়াছে বৃশ্চিক দংশন,
মোগলের রক্তে শুধু জুড়াবে জীবন।
শুন শুন গুরুদেব!
শুন শুন হে শঙ্কর!
শুন শুন কোথা মা ভবানি!
আজ হতে প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা হবে শুধু জপমালা মোর।

ভবানী। (নেপথ্যে) বৎস!
পাইনু পরম প্রীতি প্রতিজ্ঞাশ্রবণে।
নাহি হবে কেন,
শিশোদিয়া কুলে লভিয়া জনম,
কে কোথায় সহে অপমান?
মাতঙ্গ সহেছে কবে ভেকপদাঘাত?
শুন বৎস!
শাপবশে মর্ত্তে জন্মে রোশিনা তোমার,
মোর পাশে আছে সে এখন,
কালপূর্ণ হলে,
মহেশের পাশে তুমি আসিবে যখন,
রোশিনারে পত্নিরূপে পাইবে তখন।
দেখ বৎস! মেলিয়া নয়ন,
শান্তিসুখ পাবে ফিরে অন্তরে আপন।

পট পরিবর্ত্তন—রোশিনারার ছায়ামূর্ত্তি।

শিবজী। রোশিনারা—রোশিনা আমার!

দেখ কি স্বর্গীয়মূর্ত্তি সম্মুখে তোমার !
শান্তিময় ভাব মাথান বদনে,
কি এক অপূর্ব্বজ্যোতি নেহার নয়নে !
কাতর হেরিয়ে তোমা বিষাদিতমনে,
ওই দেখ প্রবোধ প্রদানে।
ইঙ্গিতে বলিছে যেন,
"ধৈর্য্য ধর করিও না শোক,
কালপূর্ণ হলে পরে পাইবে আমায় ;
কর্ম্মক্ষেত্রে আছ যতদিন,
কর নিজ কর্ত্তব্যপালন।"

(ছায়ামূর্ত্তির তিরোধান)

পট পরিবর্ত্তন—কৈলাসধাম।

হরপার্ব্বতী আসীনা।

রাম। দেখ্ দেখরে নয়ন,
এতদিনে সফল জনম।

গীত।

কিবা সুন্দর ! পশুপতি পাশে নগবালা,
ভবানী ভবের রাণী, ভবভালে শোভে শশীকলা।
ফুটে লাল জবা জননী পায়, কোটী রবিছবি বিকাশে তায়,
অহি বিষধর পিনাকী গলায়, আপনার ভাবে আপনি ভোলা।
ত্রিতাপনাশিনী মেলি ত্রিনয়ন, সুরাসুর নর করেন পালন,
বম্ বম্ শূলী [illegible]নাশন, শিরে সুরধুনী পূতসলিলা,
পাবে শান্তি যাবে ভ্রান্তি, হেরি শিবশক্তি মহালীলা।